The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা | উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 950 | 27 November 2026 | শুক্রবার ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩



Bangladesh among 16 countries again in Trump's tariff crosshairs
→ Page 18

'Mother of Democracy Begum Khaleda Zia Way' Inaugurated in the Heart of Chicago
→ Page 19





Van Hollen's Challenge to Schumer Highlights Democratic Rift on Israel
→ Page 18

Mamdani injured himself playing a friendly game of soccer
→ Page 19



আওয়ামীপন্থীদের লবিং ও বুমেরাং প্রশ্ন!

মনোয়ারুল ইসলাম



বাংলাদেশে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারেরর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে লবিং ও কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেছে সাবেক সরকারের অনুসারিরা। সরকারের নেতিবাচক কর্মকান্ডগুলো তুলে ধরতে তারা তৎপর। যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিক তথা কংগ্রেসম্যানদের ফান্ডরেইজিং এর নামে, কখনো গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নামে তাদের কর্মকান্ড চলছে। তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সংঘটিত বিষয়টিকে সামনে এনে বিরোধী দলীয় নেতাকর্মিদের বিরুদ্ধে নিযার্তনের বিষয়গুলো তুলে ধরছে। ভারতে আশ্রিত শেখ হাসিনা এ সব পদক্ষেপকে উৎসাহিত করতে অডিও এমনি একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের সাবেক কলেও সংযুক্ত হচ্ছেন। দলীয় সর্মথকদের উৎসাহিত করতে ২০২৪ এ পতিত আওয়ামী সরকারের সর্মথকদের বিভিন্ন সমাবেশে শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি নির্দেশনা দিচ্ছেন।

গত ২৪ নভেম্বর দুপুরে (নিউইয়র্কেও স্থানীয় সময়) নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দফতরে রাস্তার বিপরীত পার্শ্বে চার্চ সেন্টার ফর দ্য ইউনাইটেড নেশন্স'র মিলনায়তনে 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডেমক্র্যাসি, হিউম্যান রাইটস এ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি' (আইসিডিএইচআরএস)'র ব্যানারে

এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়



'জেহাদি' বলা সায়েদকে স্মার্ট বললেন ট্রাম্প

আগ্রহ দেখালেন বৈঠকের

আজকাল রিপোর্ট

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক মাস আগে মিশিগানে সিনেট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী আব্দুল এল সায়েদকে জেহাদি বলে আখ্যায়িত করেছিরেন। নির্বাচনের ২৪ দিনের মাথায় তিনি নব নির্বাচিত সিনেটর সায়েদকেই 'স্মার্ট' ব্যক্তি হিসেবে প্রশংসা করলেন। আগ্রহ প্রকাশ করলেন সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনা নিয়ে তার সঙ্গে বৈঠকের। এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

হাসিনার ফেরা নিয়ে পর্দার আড়ালে সমঝোতার চেষ্টা!

মাসুদ করিম, *ঢাকা থেকে*



গণআন্দোলনে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ছেড়ে পালাবার পর আগামী ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে ফেরার ঘোষণা দিয়েছেন। তা নিয়ে দেশের বেশ কয়েকটি জেলায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। সীমান্তে বাড়ানো হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা। আ.লীগ সমর্থকদেও অগ্নিসংযোগসহ সহিংস ঘটনার আতঙ্কে সাধারণ মানুষ জিম্মি অবস্থায় রয়েছে। তিনি ফিরবেন আবার ফিরবেন না এমন উভয় বক্তব্যে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে। কয়েকদিন আগে কলকাতায় অবস্থানরত আ. লীগের চারজন সিনিয়র নেতা পেট্রাপোল স্থলবন্দর পরিদর্শন করেছেন। শেখ হাসিনা স্থলপথে ফিরলে ওই চেকপোস্ট দিয়ে ঢুকে যাবার বিষয়টি তারা খতিয়ে দেখছে। এদিকে বাংলাদেশের সরকারের তরফে বলা হচ্ছে, শেখ হাসিনা বাংলাদেশে প্রবেশ করলে তাকে

এরপর ৫৫ পৃষ্ঠায়

হাসিনার আগমন ঠেকাতে সবদল একমত হলেও অভিন্ন কৌশল নেই

আজকাল রিপোর্ট, *ঢাকা*

বাংলাদেশে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফেরা ঠেকাতে সরকার ও বিরোধী দল একমত। ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে

এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়



নিউইয়র্কে ইউনাইটেড হিন্দুস্ ও আ.লীগের মধ্যে হট্টগোল

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বাড়ি ঘরে অগ্নীসংযোগ, অত্যাচার-নির্যাতনের কথিত প্রতিবাদে ইউনাইটেড হিন্দুস্ অব ইউএসএ, যুক্তরাষ্ট্র আ.লীগ (পূর্বাঞ্চল) ও প্রবাসী বাংলাদেশী আমেরিকান সংগঠন যৌথভাবে নিউইয়র্কে এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। আর সেখানেই বেঁধে যায় নিজেদের মধ্যে হট্টগোল আর মারামারি। গত

এরপর ২০ পৃষ্ঠায়



বাংলাদেশ সোসাইটির থ্যাংকসগিভিং ডে উদযাপন

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের বাংলা স্কুলে থ্যাংকসগিভিং উদ্‌যাপন করা হয়েছে। গত ২১ নভেম্বর

এরপর ৫৫ পৃষ্ঠায়

বিদেশী কর্মীদের যুক্তরাষ্ট্র বা চাকুরি ছাড়তে নির্দেশ দিল আইবিএম

যুক্তরাষ্ট্রে হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিকের মাথায় হাত

আজকাল রিপোর্ট

টেকনোলোজি জায়ান্ট আইবিএম তাদের কনসাল্টিং বিভাগের অধিকাংশ পদের জন্য মার্কিন ওয়ার্ক ভিসা এবং গ্রিন কার্ড স্পনসরশিপ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বিভাগটিতে বর্তমানে ১ লাখ ৫০ হাজারের বেশি মানুষ কর্মরত। এইচ ১ ভিসার কর্মীদের ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে অন্য কোনো দেশে স্থানান্তরিত হতে হবে অথবা কোম্পানি ছেড়ে দিতে হতে পারে।

আইবিএম তাদের কনসাল্টিং ব্যবসার অধিকাংশ পদের জন্য ভিসা ও গ্রিন কার্ড স্পনসরশিপ বন্ধ করার পদক্ষেপ নেওয়ায় মার্কিন প্রযুক্তি খাতে কর্মরত হাজার হাজার ভারতীয় পেশাজীবী নতুন করে অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে

এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়



বাংলাদেশি সাইফকে বহিস্কারের উদ্যোগ ইমিগ্রেশন পুলিশের

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের বাফেলোতে কেনসিংটন এক্সপ্রেসওয়েতে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনায় ৩০ বছর বয়সী ডিজে ও সংগীত প্রযোজক জনলুক জুবার্টের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত চার তরুণের

এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও
মেডিকেল ম্যালপ্র্যাক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
এটর্নি বাসায় ও হাসপাতালে নিয়ে যাবে
Call : +1(866) 664 6529
For appointments only

Computer Support/Job?
ডাটা রিকভারি, নেটওয়ার্কিং, AI সফটওয়্যার
ট্যাক্স কোর্স ও কম্পিউটারের চাকুরী
২৫ বছরের অভিজ্ঞ প্রফেশনালদের পরামর্শ ও সহায়তা নিন।
(929) 665 2500
Tired of Driving? Get office Job

এসাইলাম সেন্টার/স্টপ ডিপোর্টেশন
আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন,নাগরিক অথবা মানবধিকার লঙ্ঘণের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।
কেন আমাদের কাছে আসবেন
★ আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
★ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।)
★ ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
★ আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
★ ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ডিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
★ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকা ATTORNEY-দের সাহায্য নিয়ে এই দেশে আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
কেন আমরা অন্যদের চেয়ে আলাদা
আমেরিকার ৫০টি স্টেটে সফলতার সাথে ইমিগ্রেশন মামলা পরিচালনা করি
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি
আপনার আইনী সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়
৩৭-৪৮ ৭২ স্ট্রীট, ২য় তলা, জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ই-মেইল: legalnetwork.us@gmail.com
ফোন: 917-722-1405 or 718-524-9777
All of our services are provided bz third-party professionals
Visit us : www.legalnetworkusa.com

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার (কালার চিকেন) চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি
(অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায়
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত
37-15 55th St. Woodside
NY-11377. Phone: 718.205.7200
We accept all major credit cards
ফ্রি ডেলিভারী

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
GREE MECHANICAL YONKERS
আপনি কি বাড়ীর হিটিং কিনা নিয়ে চিন্তিত?
আমরা বহুদিন পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ঝিল বিট লাগিয়ে থাকি।
সরকারী অনুদানে $8000-$10000 ডলার।
বিস্তারিত জানতে কল করুন
914-222-9477, 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave,Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

MEGA insurance BROKERAGE
TLC UBER, LYFT, YELLOWCAB, BLACK CAR
ইন্স্যুরেন্সের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
আমরা দিচ্ছি ফ্রি কোটেশন সুবিধা
TAXI-LIMOUSINE INSURANCE EXPERT
WE OFFER DMV/TLC SERVICES & CLAIMS
Uber lyft NYC TAXI
DIRECT: 718-730-5290 OFFICE: 212-721-0001
32-47 57TH ST, WOODSIDE, NY 11377
RAJIB AHMED
PRESIDENT & CEO
LICENSED REAL ESTATE EXPERT

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1512055

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
elderplan a participating agency of MJHS Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH Senior Whole Health.





SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO



FUHAD HUSSAIN
CCO



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-536-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416



নুরুল ইসলাম বাবুল-এর কলাম বাংলাদেশ নিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যম : সত্য, গুজব এবং বয়ানের দোলাচল
০৫ পৃষ্ঠায়



মিলন কান্তি দাস-এর কলাম মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংকট ও উত্তরণের অনিশ্চয়তা
১০ পৃষ্ঠায়



ড. মাহরুফ চৌধুরী-এর কলাম বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের বাস্তব ভিত্তি
০৬ পৃষ্ঠায়



লেখকের অঙ্গন'র ৩১তম গ্রন্থালোচনা সভা

আজকাল রিপোর্ট

প্রবাসে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চার প্রতিষ্ঠান 'লেখকের অঙ্গন'র ৩১তম গ্রন্থালোচনা সভা গত ২১ নভেম্বর নিউইয়র্কের কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভায় সাহিত্যপ্রেমী, কবি, লেখক ও পাঠকরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি শহীদ কাদরীর সাহিত্য ভাবনাকে ধারণ করে 'লেখকের অঙ্গন'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক নীরা কাদরী দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসে বাংলা সাহিত্যচর্চার এক এরপর ২০ পৃষ্ঠায়



সশস্ত্র বাহিনী সাহস, আত্মত্যাগ ও বিশ্বশান্তির প্রতীক: আইরিন খান

আজকাল রিপোর্ট

জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত আইরিন জুবাইদা খান বলেছেন, সাহস, আত্মত্যাগ, শৃঙ্খলা ও পেশাদারত্বের অনন্য দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী। শুধু দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী নয়, বরং জাতীয় উন্নয়ন, মানবিক সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠায়ও সশস্ত্র এক নির্ভরযোগ্য অংশীদার। বাংলাদেশের ৫৬তম সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে গত ২৩ নভেম্বর এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

জাতিসংঘ মহাসচিবের পদে কেন যুক্তরাষ্ট্র নয়!

আজকাল রিপোর্ট



জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'আঞ্চলিক পালাবদল' বা রিজিওনাল রোটেশনের একটি দীর্ঘদিনের অলিখিত প্রথা বা রীতি। জাতিসংঘের সনদে (আর্টিকেল ৯৭) এ বিষয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখতে এই রীতি অনুসরণ করা হয়।

জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো ৫টি আঞ্চলিক গ্রুপে বিভক্ত। এগুলো হচ্ছে আফ্রিকা, এশিয়া-প্যাসিফিক, পূর্ব ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় এবং পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ। আঞ্চলিক পালাবদলের পাশাপাশি আরেকটি কঠোর অলিখিত নিয়ম হলো-নিরাপত্তা পরিষদের ৫ স্থায়ি সদস্য দেশের (যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স) কোনো নাগরিক কখনোই মহাসচিব হতে পারবেন না। পদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সাধারণত ছোট বা মাঝারি ও তুলনামূলক নিরপেক্ষ দেশ থেকেই মহাসচিব বেছে নেওয়া হয়। আঞ্চলিক পালাবদল কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা না হলেও, সাধারণ পরিষদের ১৯৩টি দেশের সমর্থন আদায় এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের ভেটো এড়ানোর ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী কূটনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। নিরাপত্তা পরিষদ সুপারিশ করলেও মহাসচিবকে চূড়ান্তভাবে নিয়োগ দেয় সাধারণ পরিষদ । সাধারণ পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থন ও আস্থা অর্জনের জন্য আঞ্চলিক পালাবদল একটি নৈতিক মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে। কোনো অঞ্চল দীর্ঘদিন বঞ্চিত থাকলে সেই অঞ্চলের দেশগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে অন্য অঞ্চলের প্রার্থীর বিরোধিতা করে, যা নির্বাচনে প্রভাব ফেলে। এরপর ১৩ পৃষ্ঠায়

পাবলিক স্কুলসহ ১১ সিটি এজেন্সিতে হালাল খাবার নিশ্চিতের আদেশ

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক সিটির ১১টি গভর্নমেন্ট এজেন্সি ও তাদের পরিচালিত বিভিন্ন খাদ্য কর্মসূচিতে প্রতিবছর ২২০ মিলিয়নের বেশি খাবার ও স্ন্যাকস পরিবেশন করা হয়। এসব কর্মসূচির আওতায় পাবলিক স্কুলের শিক্ষার্থী, হাসপাতালের রোগী, প্রবীণ নাগরিক, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র, আশ্রয়কেন্দ্র ও সংশোধনাগারে থাকা ব্যক্তিসহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ খাবার পান। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও খাদ্যবিধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ খাবারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নিয়েছেন মেয়র জোহরান মামদানি।

গত ১৮ নভেম্বর স্বাক্ষরিত এক্সিকিউটিভ অর্ডার ২৫-এর মাধ্যমে সিটির পরিচালিত সংস্থাগুলোর জন্য হালাল ও কোশার খাবার সরবরাহ, মান যাচাই, সার্টিফিকেশন এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়



বাফেলোতে ৩ তরুণের ১৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের বাফেলোতে বেপরোয়া গাড়ি চালানো এবং এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচল বন্ধ করে বিপজ্জনক স্ট্রিট রেসিংয়ের অভিযোগে তিন তরুণের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ আনা হয়েছে। আট মাস আগে সংঘটিত এক প্রাণঘাতী সড়ক দুর্ঘটনার তদন্ত শেষে গত ২৩ নভেম্বর তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। দোষী সাব্যস্ত হলে প্রত্যেকের সর্বোচ্চ ১৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। অভিযুক্ত তিন তরুণ হলেন ২৩ বছর বয়সী শাফি আহমেদ, ২১ বছর বয়সী সাইফ এবং ২১ বছর বয়সী আবু এ সালেহ। শাফি এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

সৌদি আরবের তেল শোধনাগারে আবার হামলা

আজকাল রিপোর্ট

সৌদি আরবের গুরুত্বপূর্ণ তেল স্থাপনা রাস তানুরা শোধনাগার ও রাজধানী রিয়াদের অর্থনৈতিক এলাকায় হামলার দাবি করেছে ইরান সমর্থিত ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা। হামলার পর রাস তানুরা শিল্পাঞ্চলের আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা গেছে স্যাটেলাইটের ছবিতে। হুতি সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি দাবি করেছেন, রাস তানুরা তেল শোধনাগারে হামলার ফলে সেখানে আগুন ধরে যায়। একই সঙ্গে রিয়াদের অর্থনৈতিক এলাকাকে তিন ধাপে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে অবস্থিত রাস তানুরা দেশটির সবচেয়ে বড় তেল শোধনাগার। এটি সৌদি আরবের অপরিশোধিত তেল রপ্তানির অন্যতম প্রধান এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়



সিলেট এম.সি. কলেজ অ্যালামনাইদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

সিলেট এম.সি. অ্যান্ড গভ. কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এক আন্তরিক, প্রাণবন্ত ও ফলপ্রসূ মতবিনিময় সভা গত ২১ নভেম্বর নিউজার্সির একটি স্থানীয় রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। ভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আজিমুর রহমান বোরহান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আস সাকির এ সিকদার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের সহ-সভাপতি গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী। এরপর সংগঠনের এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com
JACKSON HEIGHTS OFFICE
ফ্রি কনসালটেশন
74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911


Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট
অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

● Do you want apply for a green card? ● Are you being deported? ● Are you having credit card problems?
● Are you unable to pay your debts? ● Has your bank account been sealed?
● Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999
● তুলনামূলকভাবে কম ফি ● সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।


Asif Mortuza

NY INSURANCE BROKERAGE INC

আপনি কি TLC প্লেট নিতে চান??

NY INSURANCE দিচ্ছে আপনাকে সেই সুযোগ

যারা কোভিড-১৯ কালিন সময়ে (মার্চ ৭, ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ১২, ২০২২)
প্লেট সারেন্ডার করেছেন কিন্তু নতুন করে প্লেট নেন নি,
তাদের জন্য টিএলসি নতুন করে প্লেট দিচ্ছে।

এই সুযোগ গ্রহন করতে চাইলে **NY INSURANCE**-এ দ্রুত যোগাযোগ করুণ



Design & Print by: lhopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

SCAN ME

718-476-2025

71-16 35th Avenue, Jackson Heights, NY 11372
office@nyinsuranceb.com www.nyinsurancebrokerage.us

সম্পাদকীয়

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে নতুন চ্যালেঞ্জ

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য নতুন করে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে যাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর সর্বোচ্চ ১৮ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের যে প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি দপ্তর, তা বাস্তবায়িত হলে দেশের রপ্তানি খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে তৈরি পোশাকশিল্পের জন্য এটি উদ্বেগজনক। এমনিতেই উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, জ্বালানি সংকট, বেতন বৃদ্ধি নিয়ে অস্থিরতা, বিনিয়োগের ছবিরতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার চাপ সামলাতে হচ্ছে এ খাতকে। এর মধ্যে নতুন করে শুল্ক আরোপিত হলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা আরও কমতে পারে।

> পাশাপাশি একই ধরনের শুল্কঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর সঙ্গে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। সম্মিলিত দরকষাকষি বাংলাদেশের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে পারে। তবে কেবল শুল্ক প্রত্যাহারের চেষ্টা করলেই চলবে না। রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ, নতুন বাজার অনুসন্ধান, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং পণ্যের মান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতেও মনোযোগ দিতে হবে। বৈশ্বিক বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা বাড়ছে। এ বাস্তবতায় যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক প্রস্তাব মোকাবিলায় সরকার, ব্যবসায়ী ও কূটনৈতিক মহলের সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি। মনে রাখা দরকার, সময়মতো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত বড় ধরনের সমস্যায় পড়তে পারে

বর্তমানে বাংলাদেশের পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ১৫ শতাংশ শুল্ক রয়েছে। গত জুলাইয়ে আরও ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের পর মোট শুল্কের বোঝা দাঁড়িয়েছে ২৫ শতাংশে। এর সঙ্গে নতুন প্রস্তাবিত শুল্ক যুক্ত হলে রপ্তানিকারকদের ব্যয় বাড়বে। স্বাভাবিকভাবেই এর প্রভাব পড়বে পণ্যের দাম, ক্রয়াদেশ ও রপ্তানি আয়ে। বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশগুলোও যুক্তরাষ্ট্রের তদন্তের আওতায় থাকলেও তাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা ও দরকষাকষির শক্তি এক নয়। ফলে পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথাযথ কৌশল গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাজার। এ বাজারে রপ্তানি কমে গেলে শুধু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, কর্মসংস্থানেও পড়তে পারে নেতিবাচক প্রভাব। বিশেষ করে, বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের জীবিকা এ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। তাই প্রস্তাবিত শুল্কের বিষয়টিকে নিছক বাণিজ্যিক বিরোধ হিসাবে দেখার সুযোগ নেই-এটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ অনুযায়ী, সরকারের প্রথম কাজ হওয়া উচিত তথ্য-উপাত্ত ও আইনি যুক্তির ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরা। অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতা থাকলেই কোনো দেশ অন্যায্য বাণিজ্যিক সুবিধা নিচ্ছে-এমন অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যবসায়িক বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ বাজারের সম্ভাবনা বিবেচনায় উদ্যোক্তারা উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ান। অতএব, যুক্তরাষ্ট্রের তদন্তে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের যথাযথ জবাব দেওয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে আমাদের দিক থেকে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়াতে হবে। শুধু মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ নয়, দেশটির সিনেট ও কংগ্রেসের নীতিনির্ধারকদের কাছেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি একই ধরনের শুল্কঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর সঙ্গে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। সম্মিলিত দরকষাকষি বাংলাদেশের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে পারে।

তবে কেবল শুল্ক প্রত্যাহারের চেষ্টা করলেই চলবে না। রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ, নতুন বাজার অনুসন্ধান, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং পণ্যের মান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতেও মনোযোগ দিতে হবে। বৈশ্বিক বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা বাড়ছে। এ বাস্তবতায় যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক প্রস্তাব মোকাবিলায় সরকার, ব্যবসায়ী ও কূটনৈতিক মহলের সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি। মনে রাখা দরকার, সময়মতো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত বড় ধরনের সমস্যায় পড়তে পারে।

হাসিনার প্রত্যাবর্তনের বাজি কতটা বাস্তব?

নিয়াজ মাহমুদ



শেখ হাসিনার ফেরার ঘোষণা, নাকি শুধুই রাজনৈতিক চাল? ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে ফিরতে চান। দিনটি বাংলাদেশের বিজয় দিবস। যে দিনটি বাঙালির স্বাধীনতা, আত্মত্যাগ ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক, সেই দিনটিকেই নিজের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্য তারিখ হিসেবে বেছে নিয়েছেন ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া তার মুখপাত্র সৈয়দ মোজাম্মেল আলীর বক্তব্যে বিষয়টি সামনে এসেছে। শুধু দেশে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ নয়, দিল্লি থেকে ঢাকায় ফিরতে রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের উড়োজাহাজ পাঠানোর দাবিও জানিয়েছেন তিনি। এদিকে, মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি শেখ হাসিনার আগামী ১৬ ডিসেম্বর দেশে ফেরার ইচ্ছাকে উন্মাদনা হিসেবে অভিহিত করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, একজন পলাতক আসামির পক্ষে অন্য কারও উড়োজাহাজ চাওয়ার ঘটনা পৃথিবীতে বিরল। মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

> ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস। এই দিনটি কোনো ব্যক্তির ক্ষমতায় ফেরা কিংবা কোনো দলের পুনর্বাসনের চেয়েও বড়। এটি বাংলাদেশের মানুষের বিজয়ের দিন। সেই বিজয়ের প্রকৃত মর্যাদা রক্ষা করতে হলে রাষ্ট্রকে আইনের পথে চলতে হবে, রাজনীতিকে প্রতিহিংসা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং প্রতিটি পক্ষকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের বাজি কতটা বাস্তব-তার উত্তর এখনো অনিশ্চিত। কিন্তু বাংলাদেশ কোন পথে এগোবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষেরই

এর আগে বাংলাদেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধের বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সুনির্দিষ্ট কোনো অবস্থান নেই বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত ইইউ রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার। সোমবার (২৩ নভেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবে ডিপ্লোম্যাটিক করেসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ডিক্যাব) আয়োজিত 'ডিক্যাব টক' অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান।

প্রশ্ন হচ্ছে, এটি কি সত্যিই দেশে ফেরার প্রস্তুতি, নাকি প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষাকে ঘিরে একটি বড় রাজনৈতিক বার্তা? শেখ হাসিনা কি ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার মাটিতে পা রাখবেন, নাকি এই তারিখকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগের নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক কাঠামোয় নতুন প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা চলছে? ঘটনাটিকে নিছক একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দেশে ফেরার ইচ্ছা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা, ভারতের কূটনৈতিক অবস্থান, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তৈরি হওয়া নতুন বাস্তবতা।

শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের ঘোষণার রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ক্ষমতা ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর এবারই প্রথম তিনি দেশে ফেরার একটি নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করেছেন। এত দিন তার প্রত্যাবর্তন নিয়ে নানা ধরনের বক্তব্য, গুঞ্জন ও রাজনৈতিক জল্পনা ছিল। এবার সেই জল্পনায় যুক্ত হয়েছে ১৬ ডিসেম্বরের মতো একটি প্রতীকী তারিখ।

কিন্তু রাজনৈতিক ঘোষণা আর বাস্তব প্রত্যাবর্তনের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ইতিমধ্যে স্পষ্ট করেছে, শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের বক্তব্যও অস্পষ্ট নয়। তার ভাষায়, শেখ হাসিনার দেশে আসার আকাঙ্ক্ষা এবং বাস্তবতা এক নয়। বন্দী প্রত্যর্পণ ও আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া তার দেশে ফেরার সুযোগ নেই বলে সরকার জানিয়েছে।

অন্যদিকে, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডের রায় রয়েছে। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের আন্দোলন দমনে প্রাণঘাতী অভিযান পরিচালনার দায়ে তাকে অনুপস্থিতিতে দণ্ডিত করা হয়েছে। শেখ হাসিনা অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন।

এখানেই প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নটি জটিল হয়ে উঠেছে। তিনি দেশে ফিরতে চাইতে পারেন, কিন্তু তার বিরুদ্ধে থাকা মামলা, দণ্ড, গ্রেপ্তারি প্রক্রিয়া এবং ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রত্যর্পণসংক্রান্ত সম্পর্ক উপেক্ষা করে সেই ফেরা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বরের ঘোষণা রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হলেও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন এমন কিছু সিদ্ধান্ত, যার কোনোটিই এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ নিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যম : সত্য, গুজব এবং বয়ানের দোলাচল

নুরুল ইসলাম বাবুল

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক্সে মিনিট দুয়েকের একটি ভিডিও ঝড়ের গতিতে ছড়িয়েছিল। টুপি পরা উত্তেজিত জনতা লাঠি-রড নিয়ে ফসলের খেতে ছুটছেন, নেপথ্যে গুলির শব্দ। দাবি করা হলো, শেরপুরের মুর্শিদপুরে কট্টরপন্থীরা হিন্দুদের গ্রাম জ্বালিয়ে একজনকে হত্যা করেছে। তিন লাখ ছিষট্টি হাজার মানুষ ভিডিওটি দেখলেন, রিট্রুইট সাড়ে ছয় হাজারের বেশি। অথচ ভারতের 'অল্ট নিউজ' জানাল, সেটি হিন্দুদের ওপর হামলা নয়, ২৬ নভেম্বর মুর্শিদপুরের সুফি মাজারে সংঘর্ষের দৃশ্য। ঢাকার ৬. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের গোলযোগকেও 'হিন্দু গণহত্যা' বলা হলো। ইতিহাসের বড় বাঁকবদল কখনো নিঃশব্দে আসে না; পিছু পিছু আসে গুজব আর অর্ধসত্যের ঘূর্ণিঝড়। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতন, ৮ আগস্ট অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার গঠন, ২০২৫ সালের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাসিনার মৃত্যুদণ্ড ও ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপির ক্ষমতায় ফেরা-এই পালাবদলের সমান্তরালে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে চলেছে অদৃশ্য 'বয়ানের যুদ্ধ', যার রণক্ষেত্র সংবাদপত্র, টিভি ও সামাজিক মাধ্যম।

গণমাধ্যম-তত্ত্বের ভাষায় এটি 'উত্তর-সত্য' যুগ, যেখানে সত্যের চেয়ে আবেগ উসকে দেওয়াই লাভজনক। বিবিসি বাংলার বরাতে 'দ্য বেঙ্গলি টাইমস'-এ ভারতের প্রবীণ সাংবাদিকেরা আক্ষেপ করেছেন, আগে খবর ছাপার আগে সত্যতা যাচাই হতো, এখন টিআরপির দৌড়ে সামাজিক মাধ্যমের তথ্যই প্রচারের প্রবণতা বেড়েছে। 'অল্ট নিউজ'-এর সম্পাদক প্রতীক সিনহার মতে, এই ব্যাধি কেবল বাংলাদেশকেন্দ্রিক নয়, আন্তর্জাতিক সংঘাতেও ভারতীয় গণমাধ্যমে একই চিত্র। 'রিউমর স্ক্যানার'-এর তথ্যমতে, ২০২৪ সালের আগস্ট-ডিসেম্বরে ৪৯টি ভারতীয় সংবাদমাধ্যম বাংলাদেশ নিয়ে ১৩টি মিথ্যা প্রতিবেদন প্রচার করেছে-যার মধ্যে ছিল ইউনূসের আইসিইউতে ভর্তির ভুয়া ছবি, ট্রাম্পের জয়ের পর তাঁর ফ্রান্সে পালানোর গুজব ও চট্টগ্রামে নিহত আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফকে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের আইনজীবী বলা। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে 'প্রথম আলো'-তে প্রকাশিত রিউমর স্ক্যানারের প্রতিবেদন ও বাসসের তথ্যমতে, ২০২৫ সালে ভারতীয় উৎস থেকে ১৫৫টি অপতথ্য শনাক্ত হয় (১২৬টি এক্সে, ৫৪টি ফেসবুকে)। ৭৩টি ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ৩৮টি ঘটনায় ১৪০টি বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদন প্রকাশ করে, শীর্ষে 'আজতক বাংলা'। ঢাকায় নিহত লাল চাঁদ ওরফে সোহাগকে ২৭টি ভারতীয় সংবাদমাধ্যম অসত্যভাবে হিন্দু বলে প্রচার করে।



ভারতের স্বাধীন ফ্যাক্ট-চেকার ও আন্তর্জাতিক মাধ্যমও একই উদ্বেগ জানিয়েছে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে 'বুম' দেখায়, 'হ্যাশট্যাগ সেভ বাংলাদেশি হিন্দুজ' দিয়ে পুরোনো ভিডিও ছড়ানো হয়েছে। সুদর্শন নিউজ, রিপাবলিক, টাইমস নাউ বাংলা, জি নিউজ ও এএনআই-এর ভুল ধরিয়ে 'বুম' জানায়, ২০১৩ সালে নিখোঁজ সন্তানের বিচার চেয়ে নামা মুসলিম পিতা বাবুল হাওলাদারকেও হিন্দু নির্যাতনের শিকার দেখানো হয়। 'অল্ট নিউজ' ও 'ডিসমিসল্যাব' লিটন দাসের বাড়িতে আগুন এবং ঝিনাইদহের আওয়ামী লীগ নেতা শহিদুল ইসলাম হিরণের মরদেহ ঘিরে সাম্প্রদায়িক গুজব খণ্ডন করে। 'বিবিসি ভেরিফাই' দেখায়, রাজনৈতিক প্রতিহিংসাকে 'গণহত্যা' বলে ছড়ানো অধিকাংশ এক্স অ্যাকাউন্ট ভারতে অবস্থিত, যার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যুক্তরাজ্যের অতি-ডানপন্থী টমি রবিনসনও।

তবে মুদ্রার অন্য পিঠটি উপেক্ষা করা চলে না। গণমাধ্যম বিশ্লেষক ফাহমিদুল হক 'প্রথম আলো'-কে বলেছেন, সংখ্যালঘু নির্যাতনের বাস্তব ঘটনা অকপটে স্বীকার করতে হবে, আবার অপপ্রচারও ধরিয়ে দিতে হবে। 'দ্য ডেইলি স্টার'-ও স্বীকার করেছে, অপপ্রচারের পাশাপাশি হিন্দুদের ওপর হামলা অনস্বীকার্য। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ৫ আগস্টের পর ৫২ জেলায় ২০৫টি, ২০২৫ সালের জুলাই পর্যন্ত ৩৩০ দিনে ২ হাজার ৫০০টি ও ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে ২৫৭টি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার হিসাব দিয়েছে। বিপরীতে, যুক্তরাজ্যের হোম অফিসের প্রতিবেদনে উদ্ধৃত বাংলাদেশ পুলিশের তদন্তে ৪-২০ আগস্টের ১ হাজার ৭৬৯টি অভিযোগের ১ হাজার ২৩৪টি রাজনৈতিক ও ২০টি সরাসরি সাম্প্রদায়িক বলা হয়। তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস প্রচারণাকে 'অতিরঞ্জিত' বলেছিলেন; পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের অভিযোগ ছিল, ভারতীয় গণমাধ্যম 'তালেবান-ধাঁচের' শাসনের জুজু দেখাচ্ছে। সমাজকর্মী অনুপম দেবাশীষ রায় আল জাজিরাকে বলেন, হামলা হয়েছে ঠিকই, তবে সংখ্যাটি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সংসদে জানান, সংখ্যালঘুদের বাড়ি, ব্যবসা ও মন্দিরে হামলা উদ্বেগজনক এবং সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ঢাকার দায়িত্ব। পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি ও মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালও সংখ্যালঘু নিরাপত্তা ও ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে হামলার বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন। অপতথ্যও একমুখী নয়: ডিসমিসল্যাবের ২০২৬ সালের অক্টোবরের প্রতিবেদনে দেখা যায়, জুলাই- এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

> দিনের শেষে প্রশ্নটি কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে-বিপক্ষে নয়, সাংবাদিকতার মেরুদণ্ডের। বাংলাদেশে বাস্তব সহিংসতাকে 'সবই অপপ্রচার' বলে ধামাচাপা দেওয়া যেমন আত্মঘাতী, তেমনই টিআরপি ও রাজনৈতিক ফায়দার লোভে যাচাইহীন সংখ্যা ও সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ানো আরও বিপজ্জনক। সীমান্তের দুই পারে সরকার বদলাবে; কিন্তু সংবাদপত্রের কলম কুয়াশা সরিয়ে নির্মোহ সত্যে না ফিরলে অবিশ্বাসের বিষবাষ্প দুই বাংলার সাধারণ মানুষের ঘাড়েই এসে পড়বে

Editor & Publisher : Shah Nawaz
Managing Editor : Rano Nawaz
City Editor : Anik Raj
General Manager : Abubakar Siddique

সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ্ নেওয়াজ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : রানো নেওয়াজ
সিটি এডিটর : অনিক রাজ
জেনারেল ম্যানেজার : আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751
web: www.ajkalusa.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের বাস্তব ভিত্তি : বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব

ড. মাহরুফ চৌধুরী

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে রাজনৈতিক সৌহার্দ্য, কূটনৈতিক যোগাযোগ কিংবা কৌশলগত সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ হলেও রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে সম্পর্কের স্থায়িত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে পারস্পরিক অর্থনৈতিক স্বার্থের ওপর। বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, উৎপাদনব্যবস্থা এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের সংযোগই অনেক সময় রাজনৈতিক সম্পর্কের চেয়েও গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী আন্তঃনির্ভরশীলতা তৈরি করে। আধুনিক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির আলোচনায় ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে যে, কেবল সামরিক বা রাজনৈতিক প্রভাব নয়; বরং অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বাজারের সংযোগ, প্রযুক্তির প্রবাহ এবং উৎপাদন নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে ওঠে। বাংলাদেশ ও চীনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের দিকে তাকালে এই বাস্তবতা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দুই দেশের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ তাই শুধু কূটনৈতিক সৌহার্দ্যের ওপর নয়, বরং অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে কতটা ভারসাম্যপূর্ণ, উৎপাদনশীল ও পারস্পরিক লাভজনক অংশীদারিত্বে রূপান্তর করা যায়, তার ওপরও নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিক আলোচনায় 'জটিল আন্তঃনির্ভরশীলতা' (কমপ্লেক্স ইন্টারডিপেন্ডেন্স) ধারণাটি এখানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। এই ধারণা অনুযায়ী, আধুনিক বিশ্বে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্ক শুধু রাজনৈতিক বা সামরিক শক্তির ভিত্তিতে পরিচালিত হয় না; বরং বাণিজ্য, বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, প্রযুক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের মধ্য দিয়েও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তৈরি হয়। তবে অর্থনৈতিক আন্তঃনির্ভরশীলতা সব সময় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা দেয় না। বরং তা সহযোগিতার পাশাপাশি নতুন ধরনের নির্ভরশীলতা, দর-কষাকষি এবং কৌশলগত চ্যালেঞ্জও তৈরি করতে পারে। ফলে কোনো দুটি রাষ্ট্র কতটা ঘনিষ্ঠ, তাদের সম্পর্ক কতটা গভীর এবং ভবিষ্যতে সেই সম্পর্ক কতটা টেকসই হতে পারে, তা মূল্যায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক হলো তাদের বাণিজ্য ও বিনিয়োগের প্রকৃতি।

বাংলাদেশ ও চীনের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই বাস্তবতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত কয়েক দশকে অবকাঠামো নির্মাণ, শিল্পায়ন, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, প্রযুক্তি এবং বাণিজ্যিক বিনিময়ের বিস্তৃত ক্ষেত্র দুই দেশের সম্পর্ককে একটি নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছে। চীন এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় আমদানি উৎস এবং অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। দুই দেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, বাস্তবতার আলোকে বলা যায়, বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের সবচেয়ে দৃশ্যমান, পরিমাপযোগ্য এবং কার্যকর ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক সম্পর্ক। এই সহযোগিতা এখন আর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কোনো পার্শ্ববর্তী উপাদান নয়; বরং এর অন্যতম কেন্দ্রীয় চালিকাশক্তি। গত দুই দশকে বাংলাদেশ ও চীনের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। ২০২৪ ২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ চীন থেকে প্রায় ১৮.৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য আমদানি করেছে, বিপরীতে চীনে রপ্তানি করেছে প্রায় ৬৯৪.৫ মিলিয়ন ডলারের পণ্য। ফলে দুই দেশের পণ্যবাণিজ্যের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৯.২৫ বিলিয়ন ডলারে। এই পরিসংখ্যান একদিকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চীনের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব তুলে ধরে, অন্যদিকে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতাও স্পষ্ট করে।



বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, শিল্প সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক পণ্য, রাসায়নিক দ্রব্য, ইস্পাতজাত পণ্য, টেক্সটাইল উপকরণ এবং প্রযুক্তিগত সরঞ্জামের ক্ষেত্রে চীনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ চীন কেবল বাংলাদেশের ভোগ্যপণ্যের সরবরাহকারী নয়; বরং বাংলাদেশের উৎপাদনব্যবস্থারও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের অর্থনৈতিক ভিত্তি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান বাণিজ্য ঘাটতির প্রকৃতি। দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের বাণিজ্যে বড় ধরনের ভারসাম্যহীনতা রয়েছে। বাংলাদেশ চীন থেকে বিপুল পরিমাণ পণ্য আমদানি করলেও রপ্তানির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। ফলে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের ঘাটতি উল্লেখযোগ্য। তবে এই ঘাটতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ না করে কেবল সংখ্যার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো বিভ্রান্তিকর হতে পারে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে সব ধরনের আমদানিকে নেতিবাচক হিসেবে দেখা হয় না। বিশেষত যখন আমদানি করা পণ্য শিল্প উৎপাদন, অবকাঠামো নির্মাণ এবং রপ্তানিমুখী অর্থনীতিকে সহায়তা করে, তখন তার অর্থনৈতিক তাৎপর্য ভিন্ন হয়। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ সুতা, কাপড়, রাসায়নিক উপকরণ ও যন্ত্রপাতি চীন থেকে আসে, যা পরবর্তী সময়ে প্রক্রিয়াজাত হয়ে বৈশ্বিক বাজারে রপ্তানি হয়। এর পাশাপাশি বিদ্যুৎকেন্দ্র, অবকাঠামো নির্মাণ, টেলিযোগাযোগ, ইলেকট্রনিকস, নির্মাণসামগ্রী, প্রকৌশল শিল্প এবং এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

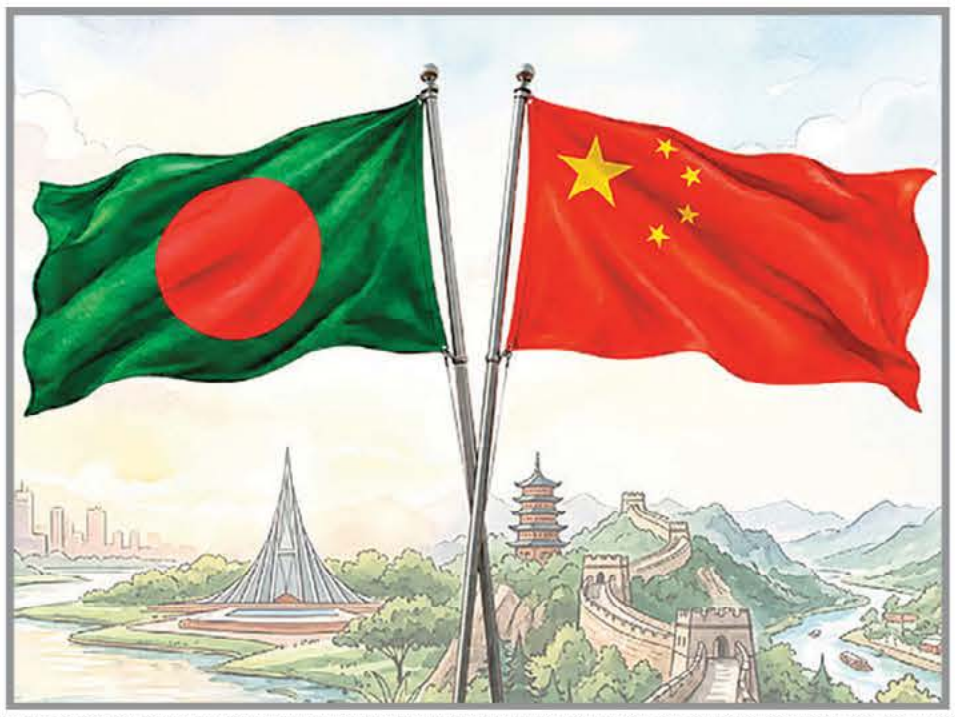

> তাই বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে এই প্রশ্নে যে, আমরা বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে কেবল অর্থনৈতিক লেনদেন হিসেবে দেখব, নাকি জাতীয় উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত রূপান্তর এবং শিল্পায়নের কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারব। প্রস্তাবিত আঞ্চলিক অর্থনৈতিক করিডোরের সম্ভাবনা, যৌথ শিল্পায়ন, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগগুলোকে জাতীয় স্বার্থের আলোকে কাজে লাগাতে পারলে এই অংশীদারিত্ব বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। অর্থাৎ বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের বাস্তব ভিত্তি বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও, এর প্রকৃত ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে পরিকল্পিত বিনিয়োগ, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জন, যৌথ উৎপাদন এবং একটি অধিকতর উৎপাদনশীল, প্রতিযোগিতামূলক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার দীর্ঘমেয়াদি অভিযাত্রায়

রোহিঙ্গা গণহত্যার রায় এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবী

জহিরুল ইসলাম

একটি শিশুর জন্মের পর তার প্রথম পরিচয় হওয়ার কথা মানুষ। তার নিরাপত্তা, খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা ও মর্যাদা পাওয়ার কথা জন্মগত অধিকার হিসেবে। কিন্তু পৃথিবীর কিছু ভূখণ্ডে মানুষের জন্মই কখনো কখনো তার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ হয়ে দাঁড়ায়। তার ভাষা, ধর্ম, জাতিগত পরিচয় কিংবা পূর্বপুরুষের ইতিহাস তাকে রাষ্ট্রের চোখে অবাঞ্ছিত করে তোলে। একসময় তার নাগরিকত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয়, বসতভিটা কেড়ে নেওয়া হয়, চলাচলের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়, তারপর শুরু হয় নিপীড়ন, বাস্তুচ্যুতি এবং অস্তিত্ব মুছে ফেলার ভয়াবহ আয়োজন। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ইতিহাস সেই নিষ্ঠুর বাস্তবতার একটি গভীর উদাহরণ।



রোহিঙ্গাদের প্রশ্ন তাই শুধু একটি জনগোষ্ঠীর দুর্ভাগ্যের ইতিহাস নয়; এটি রাষ্ট্রের ক্ষমতার সীমা, মানুষের জন্মগত অধিকার এবং সভ্যতার নৈতিক ভিত্তি নিয়ে এক মৌলিক প্রশ্ন। কোনো রাষ্ট্র কি তার ভূখণ্ডের ভেতরে বসবাসকারী একটি জনগোষ্ঠীকে অস্বীকার করতে পারে? রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব কি মানুষের অস্তিত্বের চেয়েও বড়? আর কোনো রাষ্ট্র যদি নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করে মানুষের পরিচয়, নিরাপত্তা ও জীবন ধ্বংস করে, তাহলে সেই অপরাধের বিচার করবে কে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে হলে রোহিঙ্গাদের অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়ে রাষ্ট্র ও মানুষের সম্পর্ককেও নতুন করে বুঝতে হবে।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সীমা কোথায়?

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি স্বীকৃত নীতি। প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজস্ব ভূখণ্ড, সরকার, আইন ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব রয়েছে। কিন্তু সার্বভৌমত্বের অর্থ এই নয় যে রাষ্ট্র তার জনগণের জীবন ও মর্যাদার ওপর সীমাহীন অধিকার ভোগ করবে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা আইন ও নৈতিকতার ঊর্ধ্বে নয়। বরং আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক ভিত্তি হলো-রাষ্ট্র মানুষের অধিকার রক্ষা করবে, মানুষের অস্তিত্বকে বিপন্ন করবে না। জন লক মানুষের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তিকে প্রাকৃতিক অধিকার হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় সরকারের বৈধতা নির্ভর করে মানুষের অধিকার সংরক্ষণের ওপর। রুশোর সামাজিক চুক্তির ধারণাতেও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ভিত্তি জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছা। অর্থাৎ রাষ্ট্র মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কোনো চিরস্থায়ী ক্ষমতাকাঠামো নয়; মানুষের সম্মিলিত জীবনকে নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল করার একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

কিন্তু মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা রাষ্ট্রের এই মৌলিক দর্শনের বিপরীত একটি বাস্তবতা সামনে এনেছে। সেখানে রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের স্বীকৃতি, নাগরিকত্ব এবং নিরাপত্তার প্রশ্ন এমনভাবে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের উপকরণে পরিণত হয়েছে যে একটি জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে নিজের জন্মভূমিতেই অধিকারহীনতার শিকার হয়েছে।

১৯৮২ সালের মিয়ানমার নাগরিকত্ব আইন রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের স্বীকৃতিকে সংকুচিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নাগরিকত্বের অনিশ্চয়তা তাদের শিক্ষা, চলাচল, জীবিকা, চিকিৎসা ও অন্যান্য মৌলিক অধিকারকে দুর্বল করেছে। রাষ্ট্রের স্বীকৃতি না থাকলে একজন মানুষ কি মানুষ হিসেবেও অধিকারহীন হয়ে পড়বেন? এই প্রশ্নের উত্তর আধুনিক মানবাধিকার দর্শন স্পষ্টভাবে দেয় না।

মানুষের অধিকার রাষ্ট্রের দেওয়া কোনো পুরস্কার নয়। নাগরিকত্ব তার রাজনৈতিক ও আইনগত অবস্থান নির্ধারণ করে, কিন্তু তার মানবিক মর্যাদা নির্ধারণ করে না। কোনো রাষ্ট্র কাউকে নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি না দিলেও তার জীবন, নিরাপত্তা ও মর্যাদার অধিকার অস্বীকার করতে পারে না।

হান্না আরেন্ট তাঁর রাষ্ট্রহীন মানুষের আলোচনায় একটি গভীর সংকট চিহ্নিত করেছিলেন-যখন মানুষ এমন এক অবস্থায় পৌঁছায়, যেখানে তার অধিকার রক্ষার জন্য কার্যকর কোনো রাজনৈতিক সম্প্রদায় থাকে না, তখন কাগজে লেখা মানবাধিকারের বাস্তব মূল্যও প্রশ্নের মুখে পড়ে। রোহিঙ্গাদের অভিজ্ঞতায় সেই দার্শনিক সংকট যেন বাস্তব রূপ পেয়েছে।

গণহত্যার বিচার: ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক

রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের নিপীড়নের ভয়াবহতা আন্তর্জাতিক বিবেককে নাড়া দিয়েছিল বিশেষ করে ২০১৭ সালের সামরিক অভিযানের পর। ওই অভিযানে হত্যা, যৌন সহিংসতা, গ্রাম পোড়ানো ও অন্যান্য নৃশংসতার মুখে সাত লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। তাঁদের অনেকেই সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন প্রাণ বাঁচানোর শেষ চেষ্টা হিসেবে। পেছনে পড়ে ছিল ঘরবাড়ি, জমি, স্মৃতি, স্বজন এবং একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

এই বাস্তবতার বিচারিক স্বীকৃতির পথে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেয় গাম্বিয়া। ২০১৯ সালের নভেম্বরে দেশটি আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গণহত্যা সনদ লঙ্ঘনের অভিযোগে মামলা করে। ২০২০ সালের ২৩ জানুয়ারি আদালত মিয়ানমারকে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা সনদের আওতাভুক্ত কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ এবং সংশ্লিষ্ট প্রমাণ সংরক্ষণের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এরপর দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া, সাক্ষ্য, নথি, প্রমাণ ও শুনানির মধ্য দিয়ে মামলাটি এগিয়েছে। অবশেষে ১৯ নভেম্বর ২০২৬ আন্তর্জাতিক বিচার এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়



> রোহিঙ্গাদের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে পৃথিবী হয়তো আরও অনেক অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অর্জন করবে, আরও শক্তিশালী অস্ত্র তৈরি করবে, মহাকাশে নতুন নতুন অভিযান চালাবে; কিন্তু মানুষের মর্যাদা রক্ষার মৌলিক পরীক্ষায় তার ব্যর্থতা থেকেই যাবে। শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটি তাই শুধু মিয়ানমারের নয়, বাংলাদেশেরও নয়, কোনো একটি জাতি বা ধর্মেরও নয়। প্রশ্নটি সমগ্র মানবসভ্যতার। একটি রাষ্ট্র যদি মানুষের অস্তিত্ব কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেয়, আর পৃথিবীর অন্য রাষ্ট্রগুলো যদি সেই অপরাধের বিচার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আমরা কোন সভ্যতার নাগরিক- যেখানে মানুষের অধিকার রাষ্ট্রকে সীমাবদ্ধ করে, নাকি যেখানে রাষ্ট্রের ক্ষমতাই ঠিক করে দেয় কে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার পাবে?

পাহাড়ে স্থায়ী শান্তির আসল পথ কী?

পাহাড়ের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি জাতীয় মূলধারার সঙ্গে তাদের একাত্মতা জোরদার করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন, সুশীল সমাজ ও কমিউনিটি নেতাদের সমন্বয়ে নিয়মিত সংলাপের আয়োজন করতে হবে, যাতে কোনো ধরনের স্বার্থান্বেষী মহল কৃত্রিম উপায়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে না পারে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রতীক। এই অঞ্চলের এক ইঞ্চি মাটিও যেন কোনোভাবেই সন্ত্রাসীদের দখলে না থাকে এবং কোনো নাগরিক যেন নিজ দেশে পরবাসী বোধ না করে, তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দায়িত্ব। দলীয় সংকীর্ণতা ও আঞ্চলিক রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি বাস্তবমুখী ও আপসহীন পদক্ষেপই কেবল পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে

মো. সহিদুল ইসলাম সুমন



বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম-রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান-প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিপুল খনিজ ও বনজ সম্পদ এবং কৌশলগত ভূরাজনৈতিক অবস্থানের কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মোট আয়তনের প্রায় এক-দশমাংশ জুড়ে বিস্তৃত এই অঞ্চলটি স্বাধীনতার পর থেকেই বহুমুখী অস্থিরতা, সশস্ত্র সংঘাত এবং গভীর অভ্যন্তরীনতার এক জটিল আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি' স্বাক্ষরিত হওয়ার পর দেশবাসী প্রত্যাশা করেছিলেন পাহাড়ে রক্তপাত বন্ধ হবে এবং স্থায়ী শান্তির সুবাতাস বইবে। কিন্তু চুক্তির দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও পাহাড়ে প্রকৃত শান্তি সুদূরপরাহতই রয়ে গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে রাংগামাটির সাজেকে ইউপিডিএফ ও জে এস এস এর সশস্ত্র গোষ্ঠির সন্ত্রাসী কর্মকান্ড এবং কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ)-এর সশস্ত্র তৎপরতা, ব্যাংক ডাকাতি, অপহরণ এবং পাহাড়ের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আঞ্চলিক দলগুলোর মধ্যকার ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত আবারও প্রশ্ন তুলেছে- পাহাড়ে স্থায়ী শান্তির আসল পথ কী?

পাহাড়ের এই সংকটকে কেবল কোনো স্থানীয় বা বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী সমস্যা হিসেবে দেখলে এর প্রকৃত সমাধান মিলবে না। এর পেছনে রয়েছে সুদূর প্রসারিত ঐতিহাসিক ও ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। ব্রিটিশ আমলে প্রণীত ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি (CHT Regulation 1900) এই অঞ্চলকে মূল ভূখণ্ড থেকে এক ধরনের বিচ্ছিন্ন প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে রেখেছিল, যা পরবর্তীকালে বাঙালি ও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব তৈরির প্রধান বীজ বপন করেছিল। স্বাধীনতার পর সংবিধান প্রণয়নকালে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রশ্নে সৃষ্ট সাংবিধানিক মতভেদ দ্রুতই সশস্ত্র রূপ নেয়। 'শান্তি বাহিনী'র দীর্ঘ দুই দশকের রক্তক্ষয়ী সংঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন অসংখ্য নিরীহ সাধারণ বাঙালি, পাহাড়ি ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য।



এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান-ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে দীর্ঘ অরক্ষিত সীমান্ত-এই অঞ্চলকে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতির এক জটিল দাবার ঘুঁটিতে পরিণত করেছে। সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারের রাখাইন ও চিন রাজ্যে চলমান দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর বিচ্ছিন্নতাবাদী অস্থিরতা সরাসরি বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে ও প্রভাব ফেলছে। অবৈধ অস্ত্রের সহজলভ্যতা এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহলের ইন্ধন পাহাড়ের শান্তি প্রক্রিয়াকে বারবার নস্যাৎ করে দিয়েছে। ১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তি তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সংঘাত নিরসনের একটি রাজনৈতিক উদ্যোগ হলেও এতে কিছু মৌলিক সাংবিধানিক ও কাঠামোগত অসংগতি রয়ে গিয়েছে। চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে এমন কিছু সমান্তরাল প্রশাসনিক কাঠামো তৈরির কথা বলা হয়েছে, যা দেশের এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা ও সংবিধানের মূল চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

সবচেয়ে বড় ও গুরুতর বিষয় হলো, শান্তি চুক্তিতে পাহাড়ে বসবাসরত প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী-অর্থাৎ বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার, নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি চরমভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। একটি অঞ্চলের অর্ধেক মানুষকে বঞ্চিত রেখে বা পরবাসী বানিয়ে রেখে কখনোই স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। চুক্তির পর উপজাতীয়দের একাংশ যেমন চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন দাবি করে আসছে, তেমনি চুক্তিবিরোধী অন্য একটি অংশ এটিকে প্রত্যাখ্যান করে সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে শান্তি চুক্তি পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে আঞ্চলিক দলগুলোর মধ্যে বিভাজন, আধিপত্য বিস্তার এবং ব্যাপক চাঁদাবাজির এক নতুন ক্ষেত্র তৈরি করেছে। বর্তমানে পাহাড়ে জেএসএস (সন্তু লারমা), জেএসএস (সংস্কারপন্থী), ইউপিডিএফ (মূল), ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক), মগ লিবারেশন পার্টি এবং কেএনএফ-এর মতো অন্তত অর্ধ ডজন সশস্ত্র গোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে। এদের অভ্যন্তরীণ অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও আধিপত্য বিস্তারের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে সাধারণ পাহাড়ি ও বাঙালি উভয় জনগোষ্ঠীই আজ চরমভাবে জিম্মি।

পাহাড়ে চলমান এই দীর্ঘস্থায়ী অশান্তির অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি হলো অবৈধ অস্ত্র ও চাঁদাবাজির অর্থনীতি। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ও গণমাধ্যমের তথ্যমতে, পার্বত্য অঞ্চলের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো প্রতি বছর সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, পরিবহন মালিক এমনকি সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবীদের কাছ থেকে জিম্মি করে শত শত কোটি টাকা চাঁদা আদায় করে। পাহাড়ে একটি কলার ছড়ি বিক্রি থেকে শুরু করে যেকোনো মেগা অবকাঠামো নির্মাণ-সব ক্ষেত্রেই এই সশস্ত্র গ্রুপগুলোকে নিয়মিত 'ট্যাক্স' দিতে বাধ্য করা হয়। এই বিপুল অবৈধ অর্থ দিয়েই তারা আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আধুনিক মারণাস্ত্র সংগ্রহ করে এবং নিজেদের ক্যাডার বাহিনী পরিচালনা করে। এই ব্যাপক চাঁদাবাজি এবং নিরাপত্তার চরম অভাবের কারণে পাহাড়ে কোনো ধরনের বড় দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আসছে না। পর্যটন, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, খনিজ সম্পদ আহরণ এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের এরপর ৫৭ পৃষ্ঠায়





ভালোবাসা সবার তরে,
ঘৃণা নয়কো কারো পরে

Love for all, hatred for none

বাংলাডেস্ক যুক্তরাষ্ট্রের ভূবনে স্বাগতম

For more information contact:
Bait-uz-Zafar 188-15 McLaughlin Ave, Hollis NY 11423
(347) 530-5791

بسم الله الرحمن الرحيم

শিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৪ই জুন, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় 'বদর সমীর' এর যুদ্ধের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করেন এবং সু'জন শহীদের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আজ বদর সমীরের যুদ্ধের কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো। বদর সমীর গোত্রের পরিচিতি হলো, এরা মদীনার ইহুদীদের একটি বংশ ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, বদর সমীর খাযরাজের ইহুদীদের একটি গোত্র ছিল এবং তাদের বসতিকে যাহরা বলা হতো। মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন বদর সমীর গোত্রের নেতা ছিল হুয়াই বিন আখতাব। তার পিতৃপুরুষের ষষ্ঠ প্রজন্মে সমীর বিন সাহায্যের নাম পাওয়া যায়, যার নামে এই গোত্রটি বদর সমীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়া (রা.) বদর সমীরের নেতা হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা ছিলেন। ইতিহাসের প্রাচীনতম লেখা আছে, হুয়াই বিন আখতাবের বংশধারা হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। হুয়াই এর বংশে কতিপয় ব্যক্তি শনুওয়্যতের সম্মানে ধন্য হয়েছিলেন, যাদের কারণে সে গর্বিত ছিল। আর এই অহংকারের কারণেই সে বলতো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি ইহকালেও সদয় এবং পরকালেও আমাদের প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করবেন। তিনি আমাদেরকে পাপের কারণে কয়েকদিন শাস্তি দিবেন, অবশেষে জান্নাতই হবে আমাদের স্থায়ী নিবাস। এই বংশীয় আত্মগরিমা ও ঔদ্ধত্যের কারণেই হুয়াই মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অবস্থানের দিকথেকে বদর সমীর গোত্রটি মসজিদে কুবা থেকে আধা মাইল দূরে উহুদ পূর্ব দিকে (অবস্থিত) ছিল। আর মদীনার মধ্যভাগে এর বসতি এখনে আসতো এবং মসজিদে কুবা এর থেকে কিছুটা দূরত্বে দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মাসে) বদর সমীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক তথ্য অনুসারে এটি উহুদের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা আর ইমাম বুখারীর তথ্যও এটিই। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে একথাও লিখেছেন যে, ইবনে ইসহাকের মতে এই যুদ্ধ উহুদ ও বি'রে মা'উনার পরে হয়েছিল। যদিও আল্লামা ইবনে কাসীর ছাড়াও অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার বলেছেন, উহুদের যুদ্ধের পরেই বদর সমীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বদর সমীরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট হলো, মক্কার কুরাইশ কাফিররা বদরের যুদ্ধের পূর্বে আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলূল এবং অওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্যান্য প্রতিমাপূজারীদের লিখেছিল, [তখন মহানবী (সা.) মদীনায় ছিলেন।] তোমরা আমাদের সঙ্গীকে আশ্রয় দিয়েছ। মদীনায় তোমাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আমরা শপথ করে বলছি, হয় (তোমরা) তাদের সাথে যুদ্ধ করো অথবা তাদেরকে শিহরণের শহর থেকে বহিষ্কার করো; শত্রুরা আমরা গোটা আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো। তোমাদের যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করবো, তোমাদের নারী ও শিশুদের (নির্মমভাবে) হত্যা করবো। যখন ইবনে উবাই এবং অন্য প্রতিমাপূজারীরা এই পত্র পায় তখন তারা একে অপরকে বার্তা পাঠায় এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সুদৃঢ় সংকল্প করে। এই সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে নিয়ে মদীনার নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি (সা.) বলেন, কুরাইশরা তোমাদেরকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে পত্র লিখেছে। এই পত্র তোমাদেরকে কোনো ধোঁকায় যেন না ফেলে, পাছে তোমরা স্বয়ং ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে নিজেদেরই ভাই ও পুত্রদের সাথে আবার যুদ্ধ করতে না আরম্ভ করো। মহানবী (সা.)-এর একথা শোনে তারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং নিজেদের সংকল্প স্থগিত করে আর ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এভাবে মক্কার কুরাইশের এই হুমকি আর শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

এরপর কুরাইশরা বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীদের কাছে একটি পত্র লিখে যে, তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে আর তোমরা দুর্গেরও মালিক। হয় তোমরা আমাদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধ করো নতুবা আমরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো এবং তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবো আর তোমাদের নারীদেরকে আমাদের দাসী বানাবো। এই পত্র যখন ইহুদীদের কাছে পৌঁছায় তখন বদর সমীর গোত্র মহানবী (সা.)-কে ধোঁকা দেয়ার জন্য সহমত হয়, কেননা ইহুদী গোত্রগুলো তো আগে থেকেই সুযোগ খুঁজছিল যাতে মুসলমানদের আধিপত্য ও ক্ষমতায় যতদ্রুত সম্ভব অবসান করা যায়। এ পর্যায়ে তারা এমন সুরতিসন্ধি করার চিন্তা করে যাতে মহাসখী (সা.)-কে শান্তিমুবিঘ্নাহ্ হত্যা করা যায়। অতএব, তারা তাঁর সমীপে সংবাদ প্রেরণ করে যে, আপনি আপনার প্রিশজন সাহাবীকে নিয়ে আসুন, আমাদের প্রিশজন আলেমও আপনার সামনে উপস্থিত হবে; এমনকি আমরা এমন এক স্থানে মিলিত হবো যা আমাদের এবং আপনাদের পছন্দের হবে। আমাদের লোকেরা আপনার কথা শুনবে। তারা যদি আপনাকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ ইহুদী আলেমরা যদি আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাহলে আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনব। পরের দিন মহানবী (সা.) প্রিশজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। প্রিশজন ইহুদী আলেমও তাঁর কাছে আসে। ইহুদীরা যখন খোলা জায়গায় আসে তখন তারা পরস্পরকে বলে, তোমরা তাঁর ওপর কীভাবে আক্রমণ করবে? কেননা তাঁর সাথে প্রিশজন সঙ্গী রয়েছেন। প্রিশজন সঙ্গীর উপস্থিতিতে আক্রমণ করা তো কঠিন আর তারা এমন সঙ্গী, যারা তাঁর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। তখন ইহুদীরা তাঁর কাছে পুনরায় এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, আমরা ঘাটজন পরস্পর কীভাবে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা করবো? আপনি এক কাজ করুন, তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে আসুন আর আমরাও আমাদের তিনজন আলেমকে নিয়ে আসবো, তারা আপনার আলোচনা শুনবে। তখন তিনি (সা.) তিনজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আসার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। তিনজন ইহুদী আলেমও রওয়ানা হয় আর ঐ ইহুদীদের কাছে খঞ্জর বা ধারালো ছুরি ছিল। তারা মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছিল। যাহোক, মহানবী (সা.) যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, ইতিমধ্যেই বদর সমীরের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী শামী একজন আসলামী মুসলমানকে এবং পরে মহানবী (সা.)-কে বদর সমীরের সকল ষড়যন্ত্রের কথা বলে দেয়। তাই মহানবী (সা.) ইহুদীদের কাছে না গিয়ে মদীনায় ফেরত চলে আসেন।

এই যুদ্ধের আরেকটি কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, বদর সমীর গোত্র সংগোপনে কুরাইশের কাছে বার্তা পাঠায় আর তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে বরং তাদেরকে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা-খাতের কিছু দুর্বলতার কথাও জানিয়ে দেয়। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী উহুদের যুদ্ধের পূর্বে ইহুদীরাও মক্কার কুরাইশকে চরমভাবে উত্তেজিত করেছিল যার ফলশ্রুতিতে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এ যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎক্ষণিক কারণ এটিও বর্ণনা করা হয় যে, বি'রে মা'উনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বদর সমীরের দু'জনকে হত্যা করেছিলেন যাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল, তাই তাদেরকে রক্তপণ প্রদান আবশ্যক ছিল। এ উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বদর সমীরের কাছে গিয়েছিলেন, কেননা মহানবী (সা.) ইহুদীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন এর একটি ধারায় ছিল, 'আইয়া'ওয়ানুহু আলা মা বায়নাহু' অর্থাৎ তারা রক্তপণের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করবে। এই ঘটনায় বিশদ বিবরণ হলো, হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি খুবই অন্যায় কাজ করেছ। তাদের সাথে আমাদের চুক্তি এবং শিয়াপাড়ার শর্ত ছিল। হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বলেন, আমি এই সন্ধিচুক্তির বিষয়টি জানতাম না। আমি তাদেরকে মুশরিক মনে করতাম আর তাদের গোত্র আমাদের সাথে প্রতারণাও করেছে। হযরত আমর (রা.) তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে নির্দেশ দেন তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় যেন তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। মহানবী (সা.) রক্তপণ সহ লোকগুলো পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা.) শনিবার দিন বদর সমীর গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, মসজিদে কুবায় নামায পড়েন। প্রায় দশজনের মতো মুহাজির ও আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। তিনি (সা.) বদর সমীরকে তাদের বৈঠকে উপবিষ্ট দেখতে পান। তিনিও তখন সেখানে আসন গ্রহণ করেন যাতে করে মৃত দুই ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদের সাথে শলাপরামর্শ করতে পারেন, যেন তারা দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধে তাঁকে সহযোগিতা করে।

এই যুদ্ধাভিযানের কারণ কি ছিল এ ব্যাপারে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.)'র একটি তথ্য পাওয়া যায় যা থেকে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়। তিনি (রা.) লিখেন, এই যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে অসিদ্ধ হাদীসবেত্তাগণ বিভিন্ন আজিব তুলে ধরেছেন আর এ কারণে এই যুদ্ধ ঠিক কখন আরম্ভ হয়েছিল সে ব্যাপারেও দ্বিমত রয়েছে। বদর সমীরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। সকল ঘটনাই পিছ পিছ সময় ও স্থান সাপেক্ষে সঠিক। কিন্তু সর্বশেষ যুদ্ধ সেটি ছিল যা বদর আমেরের দু'জন ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের সময় আরম্ভ হয়েছিল, বাকি আল্লাহই ভালো জানেন। রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে মহানবী (সা.) একদল সাহাবীকে নিয়ে বদর সমীরের নিকট উপস্থিত হন এবং চুক্তি অনুসারে রক্তপণ আদায়ের বিষয়টি তাদের কাছে উত্থাপন করেন। তারা বলে, হ্যাঁ, আবুল কাশেম! আপনি খাবার খেয়ে নিন এরপর আমরা এ ব্যাপারে কথা বলছি। এভাবে বাহ্যিকভাবে ইহুদীরা খুবই হাস্যোজ্জ্বলভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তখন তিনি (সা.) তাদের বাড়ির এক দেয়ালের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। একজন বর্ণশংকারী ইহুদীদের মহানবী (সা.)-কে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, বদর সমীরের সর্দার হুয়াই বলে, "হে ইহুদীর দল! মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কতিপয় সাথীকে নিয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, তাদের সংখ্যা দশজনেরও কম। এই বাড়ির ছাদে উঠে বড় একটি পাথর ফেলে মুহাম্মদকে (সা.)-কে হত্যা করো, তোমরা এর চেয়ে উত্তম সুযোগ আর কখনো পাবে না। যদি তাঁকে মেরে ফেলতে পারো তাহলে তার সঙ্গীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। মক্কা থেকে আসা তোমাদের সাথীরা মক্কায় ফিরে যাবে এবং এখানে শুধু অওস ও খাযরাজ থাকবে, যারা তোমাদেরই মিত্র। তাই তোমরা যা করতে চাও, এখনই করো"। একথা শুনে এক দুর্ভাগা ইহুদী আমর বিন জাহাশ বলে, "আমি বাড়ির ছাদে উঠে পাথর ফেলে মুহাম্মদ (সা.)-কে (নাঊযুবিল্লাহ্) হত্যা করবো"। যখন এসব পরামর্শ করা হচ্ছিল তখন বদর সমীরের এক নেতা সালামা বিন মিশকাম বলে, "হে ইহুদীর দল! তোমরা চাইলে সারাজীবন আমার বিরোধিতা করো, কিন্তু আজ আমার কথা মেনে নাও। আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ (সা.)-কে তোমাদের এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবগত করা হবে। আর এটি আমাদের এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সন্ধিচুক্তির পরিপন্থীও বটে।" কিন্তু ইহুদীরা তার কথার কর্ণপাত না করে সিদ্ধান্তে অটল থাকে। হুযূর (আই.) বলেন, 'ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে যে, তারা কি পরিকল্পনা করেছিল এবং কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করে তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।'

পরিশেষে হুযূর (আই.) পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান করতে চাই। সম্প্রতি তাদের ওপর পুনরায় নির্যাতন শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্র পাকিস্তানের আহমদীদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি দিন আর সেখানেও আমাদের পরিস্থিতি অনুকূল করে দিন। কেননা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা ও নির্যাতনের চেষ্টা করা হচ্ছে।' এরপর হুযূর (আই.) পাকিস্তানের দু'জন শহীদ ও একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ান। শহীদদের একজন হলেন, ৬৪ বছর বয়স্ক মুকাররম গোলাম সারোয়ার সাহেব আর অপরজন হলেন ৩২ বছর বয়স্ক শহীদ মুকাররম মাহাত আহমদ বাজওয়া সাহেব। মণ্ডী বাহাউদ্দিন জেলার সাহদ্রাহ্‌পুরে গত ৮ই জুন, ২০২৪ তারিখে একজন মাদ্রাসা ছাত্র সৈয়দ আলী রেযার গুলিতে তারা উভয়ই ঘটনাস্থলে শাহাদত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হুযূর (আই.) তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করার পর মুকাররম মালেক মুবাশ্বিরুল খাস সাহেবেরও স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের তিনজনের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে প্রতি সদয় ও ক্ষমাসূলভ আচরণ করুন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন' আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org** -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)

এটর্নী মঈন চৌধুরী LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)


Michael Taub, Esq.


Moin Choudhury, Esq.

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- কাজের জায়গায় দূর্ঘটনা

IMMIGRATION
(Consultation fee applies)





ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি


Attorney
Michigan Only.


Attorney
Michigan Only.


Attorney
New Jersey Only


Attorney, Buffalo
New York Only


Attorney
Connecticut Only


Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior result does not guarantee future outcome of any cases. Moin Choudhury is admitted in Michigan State only and also admitted in the Supreme Court of the United States.
Michael Taub is admitted in New York State Only and also admitted in the NY Federal District Courts.

মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংকট ও উত্তরণের অনিশ্চয়তা

শেষ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের সংকটের উত্তরণ নির্ভর করছে একটি কঠিন সত্যের ওপর - অস্ত্র দিয়ে হয়তো যুদ্ধ থামানো যায়, কিন্তু শান্তি আনা যায় না। শান্তির জন্য দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা, পারস্পরিক স্বীকৃতি, ন্যায় ও নিরাপত্তার ভারসাম্য। যতদিন এই সদিচ্ছা না আসবে, ততদিন যুদ্ধবিরতি আসবে, আবার ভেঙে যাবে, আলোচনা হবে, আবার থেমে যাবে। আর এই চক্রের মধ্যেই সাধারণ মানুষের জীবন চলতে থাকবে - অনিশ্চয়তা, ভয় আর অপেক্ষার মধ্যে।
মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ তাই এখনো খোলা। তা হতে পারে আরও বিভাজন ও সংঘাতের দিকে, আবার হতে পারে ধীরে ধীরে কূটনীতির দিকে। কোন পথে যাবে তা নির্ভর করছে আগামী মাসগুলোতে নেতারা কী সিদ্ধান্ত নেন তার ওপর। ইতিহাস সাক্ষী, এই অঞ্চলে সবচেয়ে অন্ধকার সময়েও আলোচনার দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। সেই দরজাটাই এখন সবচেয়ে বড় আশা

মিলন কান্তি দাস



মধ্যপ্রাচ্য বহু দশক ধরেই বিশ্ব রাজনীতির সবচেয়ে সংবেদনশীল অঞ্চলগুলোর একটি। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই অঞ্চলের সংকট আর আগের মতো কোনো একক যুদ্ধ বা একক দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এখন এটি একসাথে বহুমুখী-গাজায় যুদ্ধ ও মানবিক বিপর্যয়, লেবাননে উত্তেজনা, ইয়েমেনে হুতি আক্রমণ ও লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন, সিরিয়ায় ক্ষমতার পালাবদল পরবর্তী অস্থিরতা, ইরান-ইসরায়েল মুখোমুখি অবস্থান, এবং এর পেছনে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আঞ্চলিক শক্তিগুলোর পরস্পরবিরোধী স্বার্থ। ফলে প্রশ্নটি এখন আর শুধু "যুদ্ধ থামবে কবে" নয়, বরং "যুদ্ধ থামলেও শান্তি আসবে কি না"। এই অনিশ্চয়তার প্রথম কারণ হলো, সংকটের কোনো একক কেন্দ্র নেই। একসময় মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি মূলত ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতকে ঘিরে আবর্তিত হতো। এখন তা ছড়িয়ে গেছে। গাজায় হামাস ও ইসরায়েলের সংঘাত একদিকে, অন্যদিকে লেবাননে হিজবুল্লাহ, ইয়েমেনে হুতি, ইরাকে বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী, সিরিয়ায় নানা বিদ্রোহী ও বিদেশি শক্তির উপস্থিতি - সব মিলিয়ে পুরো অঞ্চল যেন এক ধরনের পরস্পর-সংযুক্ত নিরাপত্তা জালের মধ্যে আটকে গেছে। এক জায়গায় উত্তেজনা কমলে আরেক জায়গায় বেড়ে যাচ্ছে। যুদ্ধবিরতির আলোচনা এক ফ্রন্টে এগোলেও অন্য ফ্রন্টে নতুন করে সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

দ্বিতীয় কারণ হলো মানবিক সংকটের গভীরতা। গাজায় বেসামরিক হতাহত, ঘরবাড়ি ধ্বংস, খাদ্য, পানি, ওষুধ ও বিদ্যুতের সংকট এখন আর সাময়িক সমস্যা নয়, এটি প্রজন্মব্যাপী ট্রমায় পরিণত হচ্ছে। জাতিসংঘ ও বিভিন্ন ত্রাণ সংস্থা বারবার সতর্ক করছে যে, অবরোধ ও যুদ্ধের কারণে শিশু, নারী ও অসুস্থ মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অপরদিকে ইসরায়েলে ৭ অক্টোবরের হামলার পর নিরাপত্তা নিয়ে যে ভয় ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তা ইসরায়েলি সমাজেও গভীর ক্ষত রেখে গেছে। দুই পক্ষের মানুষই নিজেদেরকে ভুক্তভোগী মনে করছে, আর এই পারস্পরিক অবিশ্বাস শান্তি আলোচনার সবচেয়ে বড় বাধা।

তৃতীয়ত, আঞ্চলিক শক্তিগুলোর ভূমিকা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, তুরস্ক, মিসর, জর্ডান, ইরান - প্রত্যেকের নিজস্ব হিসাব-নিকাশ আছে। কেউ চাইছে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, কেউ চাইছে অঞ্চলে প্রভাব বাড়াতে, কেউ চাইছে অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে। সৌদি আরব একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিরাপত্তা সম্পর্ক চায়, অন্যদিকে ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা কমাতে কূটনীতি চালাচ্ছে। কাতার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা রাখছে, কিন্তু তার ওপরও নানা পক্ষ থেকে চাপ আসছে। তুরস্ক সিরিয়া ও গাজা ইস্যুতে সক্রিয়, কিন্তু তার নিজের কুর্দি প্রশ্ন ও অর্থনৈতিক চাপ রয়েছে। ফলে আঞ্চলিক ঐকমত্য তৈরি করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

চতুর্থত, বড় শক্তিগুলোর প্রতিযোগিতা। যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরেই মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের প্রধান মিত্র ও নিরাপত্তা অংশীদার। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র একই সঙ্গে চাইছে যুদ্ধের বিস্তার ঠেকাতে, জ্বালানি বাজার স্থিতিশীল রাখতে এবং চীনের প্রভাব সীমিত করতে। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যস্ত থাকলেও সিরিয়া ও ইরানের সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে নিজের উপস্থিতি ধরে রেখেছে। চীন অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে অঞ্চলে প্রবেশ করেছে, সৌদি-ইরান সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে মধ্যস্থতার চেষ্টা করেছে। এই প্রতিযোগিতা কখনো কখনো সংকট সমাধানে সাহায্য করছে, আবার কখনো প্রতিটি পক্ষকে নিজ নিজ মিত্রের পক্ষে শক্ত অবস্থানে থাকতে উৎসাহ দিচ্ছে। ফলে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদেও প্রায়ই ঐকমত্য হচ্ছে না, ছোটো আর পাল্টা ছোটোর রাজনীতি চলছে।

পঞ্চম কারণ হলো অর্থনীতি ও জ্বালানি। মধ্যপ্রাচ্যের সংকট মানেই বিশ্ববাজারে তেল ও গ্যাসের দামে অস্থিরতা, জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন, খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি।

লোহিত সাগরে হুতিদের হামলার কারণে বহু জাহাজকে আফ্রিকা ঘুরে যেতে হচ্ছে, এতে সময় ও খরচ দুটোই বাড়ছে। এর প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের মতো আমদানিনির্ভর দেশেও। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত লাখ লাখ প্রবাসী শ্রমিকের নিরাপত্তা ও রেমিট্যান্স নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। যুদ্ধ দীর্ঘ হলে শুধু যুদ্ধক্ষেত্রের মানুষ নয়, দূরের দেশের সাধারণ মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাহলে উত্তরণের পথ কী? এই প্রশ্নের উত্তরও অনিশ্চিত। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, টেকসই সমাধানের জন্য তিনটি স্তরে একসাথে কাজ করতে হবে। প্রথমত, অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও মানবিক সাহায্য পৌঁছানো নিশ্চিত করা। জিম্মি মুক্তি, বেসামরিক সুরক্ষা ও ত্রাণ প্রবেশ ছাড়া কোনো রাজনৈতিক আলোচনাই এগোবে না। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক রোডম্যাপ - ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, ইসরায়েলের নিরাপত্তা, আঞ্চলিক স্বাভাবিকীকরণ - এসব বিষয়ে স্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা দরকার। শুধু যুদ্ধবিরতি দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি শান্তি আনে না, অতীতে বারবার তা প্রমাণিত হয়েছে। তৃতীয়ত, পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন। গাজা পুনর্গঠনে কে অর্থ দেবে, কে শাসন করবে, কিভাবে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে নিরস্ত্র করা হবে - এসব প্রশ্নের উত্তর ছাড়া শান্তি টিকবে না।

কিন্তু এই প্রতিটি স্তরেই বাধা আছে। এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়



জাতীয় ঐক্যের ডাক ও বিবিধ প্রসঙ্গ

১৮ নভেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জুলাই অভ্যুত্থানের পক্ষের শক্তিগুলোর মধ্যে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন। বিরোধী দলের পক্ষ থেকেও জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। এরই মধ্যে দলগুলোর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সংলাপ শুরু করেছেন। ২৩ নভেম্বর এনসিপির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সংলাপ হয়েছে। সংলাপে জাতীয় ঐক্যের জন্য এনসিপি যে শর্তগুলো দিয়েছে, সে বিষয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট নয়। জামায়াতে ইসলামীও সংলাপ প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এই দলটিও গণভোটের রায় বাস্তবায়ন ও জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পূর্বশর্তের কথা বলছে। এসব শর্তের কতটুকু, কত সময়ের মধ্যে সরকার মানতে পারবে, সেটা এখনই বলা মুশকিল।

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ঐক্যের এই আহ্বান জানিয়েছেন এমন এক সময়ে যখন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ দেশের নানা স্থানে সহিংস পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে বলে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও জনসাধারণের জানমালের সুরক্ষা দেওয়া প্রথমত সরকারের দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে দেশে সক্রিয় বিশেষ করে জাতীয় সংসদে যেসব দলের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে তাদেরও সক্রিয় ও ইতিবাচক ভূমিকা প্রয়োজন। এই ন্যূনতম ইস্যুতে জাতীয় ঐক্যের জন্য পূর্বশর্ত দেওয়ার প্রাসঙ্গিকতা প্রশ্নাতীত নয়। গণতন্ত্র বিকাশের পথে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ঢাকায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের দূত মাইকেল মিলারও জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর মধ্যে আরও বেশি ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

বিভিন্ন ইস্যুতে দলগুলোর মধ্যে মত ও পথের ভিন্নতা থাকতে পারে। তা সত্ত্বেও নাগরিক সাধারণের শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্নে জাতীয় ঐক্যের বিকল্প নেই। জাতীয় ঐক্যের যে ডাক দেওয়া হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে যে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছিল সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদার করমর্দন প্রয়োজন। আলোচনার টেবিলে খোলামেলা মতবিনিময় হোক, ঐক্য সংহত হোক-এমনটাই প্রত্যাশিত।

দুই. রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর সংঘটিত নিপীড়ন ও গণহত্যা একবিংশ শতাব্দীর গুরুতর মানবিক বিপর্যয়ের সাক্ষ্য বহন করে। ২০১৭ সালের আগস্টে শুরু হওয়া সামরিক অভিযানে বাস্তুচ্যুত ১২ লাখাধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নারী ও পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধ বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। এই মানবিক সংকটের বিচার চেয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত বা ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে গাম্বিয়ার মামলা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

১৯ নভেম্বর নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বিচার আদালত গাম্বিয়া বনাম মিয়ানমার মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করে। আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, রাখাইনের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মিয়ানমার গণহত্যা সংঘটিত করেছে। যার মাধ্যমে ১৯৪৮ সালে গৃহীত জাতিসংঘের গণহত্যা প্রতিরোধ ও শাস্তি সনদ লঙ্ঘিত হয়েছে। রাষ্ট্র হিসেবে কোনো একটি দেশকে গণহত্যা সংঘটনের জন্য সরাসরি দায়ী করে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত এর আগে

ফাইজুস সালেহীন



কোনো রায় দেয়নি। ইতিহাসে এটাই প্রথম।

১৯৯৪ সালে আফ্রিকার রুয়ান্ডায় তুতসি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভয়াবহ গণহত্যা সংঘটিত হয়। প্রায় ১০০ দিনের মধ্যে কয়েক লাখ মানুষ নিহত হন। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৯৪ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ফর রুয়ান্ডা প্রতিষ্ঠা করে। এই ট্রাইব্যুনাল গণহত্যার অপরাধে ব্যক্তির দায় নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ নজির স্থাপন করে। রুয়ান্ডার একজন প্রভাবশালী স্থানীয় নেতা জাঁ-পল আকায়েসুর বিরুদ্ধে ১৯৯৮ সালে গণহত্যার দায়ে ঐতিহাসিক রায় দেওয়া হয়। কিন্তু রাষ্ট্রকে এজন্য দায়ী করা হয়নি।

১৯৯০-এর দশকে বলকান যুদ্ধের সময় বসনিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জাতিগত নিধন সংঘটিত হয়। ১৯৯৫ সালে স্রেব্রেনিৎসায় ৮ হাজারের বেশি বসনীয় মুসলিম পুরুষ ও কিশোরকে হত্যা করা হয়। পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ফর দ্য যুগোস্লাভিয়া এই হত্যাকাণ্ডকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

২০০৭ সালে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা বনাম সার্বিয়া মামলায় আন্তর্জাতিক বিচার আদালত রায় দেন। বিচারে সার্বিয়াকে সরাসরি গণহত্যার জন্য দায়ী করা হয়নি। তবে সার্বিয়া গণহত্যা প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে এবং অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে পারেনি বলে আদালত সিদ্ধান্ত দেন। পক্ষান্তরে ২০২৬ সালের রোহিঙ্গা মামলায় মিয়ানমার রাষ্ট্রকে সরাসরি গণহত্যার জন্য দায়ী করা হয়েছে।

তবে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় সব সময় বাস্তব পরিবর্তন আনতে পারে-এমন দাবি করা যায় না। মিয়ানমারের ক্ষেত্রেও কয়েকটি বড় প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। প্রথম মত দেশটিতে সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব। ২০১৭ সালের অভিযানের জন্য যাদের দায়ী করা হচ্ছে, তাদের একটি বড় অংশই সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত। ফলে নিজেদের বিরুদ্ধে অনুত ও বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে মিয়ানমারের সামরিক কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন রয়েছে।

দ্বিতীয়ত ভূরাজনীতির প্রভাব। মিয়ানমারে চীন, ভারত, রাশিয়া এবং পশ্চিমা দেশগুলোর এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়



আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ-এসব প্রশ্নে নতুন সরকার কতটা পরিবর্তন আনতে পারে, তা নির্ভর করবে তার অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও আন্তর্জাতিক চাপের ওপর। নেতানিয়াহুর বিদায় ঘটলেও নেতানিয়াহুবাদের অবসান ঘটবে-এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর অবকাশ নেই। কারণ তাঁর রাজনৈতিক ধারার গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখনো ইসরায়েলের সমাজ ও রাজনীতিতে প্রভাবশালী। অন্যদিকে আইজেনকটের উত্থানও নতুন কোনো আদর্শিক বিপ্লবের নিশ্চয়তা দেয় না। বরং এটি ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের একটি সুযোগ। সুতরাং ইসরায়েল এখন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। এই সন্ধিক্ষণ থেকে দেশটি অধিকতর সমঝোতামুখী রাজনীতির দিকে যাবে, নাকি পুরোনো মেরুকরণ নতুন রূপে ফিরে আসবে, তা নির্ভর করছে সরকার গঠনের চলমান দরকষাকষি এবং পরবর্তী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলোর ওপর

দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন

স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০



- ওমরাহ প্যাকেজ
- ওমরাহ ভিসা
- মোয়াল্লেম
- হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট



বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং করা হয়



Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

৭৪৯

JFK-Dhaka-JFK Return

আমরা IATA অনুমোদিত

আমরা ARC অনুমোদিত

DELTA AIR LINES | Biman BANGLADESH AIRLINES | AmericanAirlines | ETIHAD AIRWAYS | QATAR AIRWAYS | Emirates | KUWAIT AIRWAYS



বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।



জামান রণু, ট্রাভেল কনসালটেন্ট | কাঞ্চন, ট্রাভেল কনসালটেন্ট | কে.এম. শহিদ, ট্রাভেল কনসালটেন্ট | মাহির, ট্রাভেল কনসালটেন্ট | জাহাঙ্গীর, ট্রাভেল কনসালটেন্ট | নিলয়, ট্রাভেল কনসালটেন্ট | নাহিয়ান আজাদ, ট্রাভেল কনসালটেন্ট

NEW YORK OFFICE
73-05 37th Road,
Jackson Heights
NY 11372

ATLANTA OFFICE
4229 1st Ave, Suite B,
Tucker, GA 30084
Tel: 404-704-7753

DHAKA OFFICE
C-752, Ridge Dale Shopping Center
Uttar Badda, Dhaka-1212
01349328919

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

আইন বদলাচ্ছে, ভোক্তার সুরক্ষা কতটা বাড়ছে

এম এম মুসা

যেকোনো ভোক্তা-আইন নিয়ে প্রথম প্রশ্ন হলো, এই আইন কাকে রক্ষা করবে? 'ভোক্তা' ও 'সেবা'র সংজ্ঞা কি শুধু আইনের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই আটকে থাকবে? যাঁরা সেই সীমার বাইরে পড়েন, তাঁরা আইনের সুরক্ষা কীভাবে পাবেন? ২০২৬ সালের খসড়া 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ (সংশোধন) আইনে' এই সীমা কিছুটা সরানো হয়েছে। এতে স্বাস্থ্যসেবা যুক্ত হয়েছে, সেবার তালিকা বেড়েছে এবং ডিজিটাল কমার্স আইনের আওতায় এসেছে। কিন্তু তিনটি বড় প্রশ্নের উত্তর এখনো মেলেনি: বিনা মূল্যের ডিজিটাল সেবার ব্যবহারকারী কি ভোক্তা? স্বাস্থ্যসেবাকে ভোক্তা-আইনের আওতায় আনতে গিয়ে খসড়া কি চিকিৎসাব্যবস্থার জন্য নতুন ঝুঁকি তৈরি করছে? দুর্বল ও ঝুঁকিতে থাকা ভোক্তাদের জন্য আইনে আলাদা কিছু আছে কি?

বিনা মূল্যের সেবা, মূল্যবান তথ্য

খসড়ায় 'ভোক্তা'র সংজ্ঞা দাঁড়িয়ে আছে মূল্য পরিশোধ বা মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতির ওপর। 'সেবা'র সংজ্ঞায় স্পষ্ট বলা আছে, বিনা মূল্যে দেওয়া সেবা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। ২০০৯ সালের বাস্তবতায় এটি স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু ২০২৬ সালে আর চলে না। বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন 'বিনা মূল্যের' সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সার্চ ইঞ্জিন, ম্যাপ, ভিডিও ও মেসেজিং অ্যাপ ব্যবহার করেন। তাঁরা টাকা দেন না, কিন্তু দেন ব্যক্তিগত তথ্য। বিজ্ঞাপন-অর্থনীতিতে এই তথ্যই সবচেয়ে মূল্যবান পণ্য। অথচ প্রতারণামূলক অ্যাপ, ঋণের ফাঁদ, ভুয়া 'ফ্রি ট্রায়াল' (যা পরে নিজে থেকেই চার্জে বদলে যায়) কিংবা ব্যবহারকারীর তথ্য অন্যায়ভাবে বিক্রি-এসবের কোনোটিই এ আইনের আওতায় আসে না।

আন্তর্জাতিক উদাহরণ অন্য কথা বলে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডিজিটাল কনটেন্ট নির্দেশনা এমন চুক্তিকেও ভোক্তা-সুরক্ষার আওতায় এনেছে, যেখানে ভোক্তা অর্থের বদলে ব্যক্তিগত তথ্য দেন। ২০১৮ সালে ইতালির প্রতিযোগিতা ও ভোক্তা কর্তৃপক্ষ 'বিনা মূল্যে' দাবির বিভ্রান্তিকর ব্যবহারের জন্য ফেসবুকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল। তাই বাংলাদেশের খসড়ায় ভোক্তার সংজ্ঞা বাড়িয়ে 'অর্থ বা ব্যক্তিগত তথ্য প্রদানের বিনিময়ে' করা দরকার। একই সঙ্গে 'বিনা মূল্যের' বিজ্ঞাপনে প্রকৃত খরচ এবং তথ্য কীভাবে ব্যবহার হবে, তা স্পষ্টভাবে জানানো বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। এতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রতারণার শিকার সাধারণ মানুষ আইনি আশ্রয় পাবেন।

স্বাস্থ্যসেবা: নতুন অন্তর্ভুক্তি, নতুন ঝুঁকি

খসড়ায় এবার 'সেবা'র তালিকায় স্বাস্থ্যসেবা যুক্ত হয়েছে। এ জন্য জাতীয় পরিষদে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের একজন প্রতিনিধিও রাখা হয়েছে। সেবরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের অতিরিক্ত বিল, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা এবং রোগীকে জিম্মি করার অভিযোগ বাংলাদেশে নতুন নয়। ভোক্তা-আইনের আওতায় এসব সমস্যার প্রতিকার পাওয়া একটি ন্যায্য প্রত্যাশা।

তবে এর সঙ্গে একটি জটিলতাও আছে। খসড়ার ২৩ (ঙ) ধারায় সেবাদাতার 'অবহেলা, দায়িত্বহীনতা বা অসতর্কতা'র কারণে সেবাগ্রহীতার যেকোনো ক্ষতিকে নতুনভাবে 'ভোক্তা-অধিকার-বিরোধী কার্য' বলে যোগ করা হয়েছে। চিকিৎসাসেবার ক্ষেত্রে এর অর্থ দাঁড়াতে পারে, চিকিৎসক বা হাসপাতালকে ফৌজদারি অপরাধের ঝুঁকিতে ফেলা।



চিকিৎসার ফল সব সময় রোগীর আশা অনুযায়ী হয় না। জটিলতা অনেক সময় রোগের কারণেই ঘটে, চিকিৎসকের গাফিলতিতে নয়। যেকোনো 'ক্ষতি'কে অপরাধের কাঠামোয় ফেললে চিকিৎসকেরা ঝুঁকিপূর্ণ রোগী এড়িয়ে চলতে পারেন, নিজেকে বাঁচাতে অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা করতে বলতে পারেন এবং জটিল অস্ত্রোপচারে অনীহা দেখাতে পারেন। এর মূল্য শেষ পর্যন্ত রোগীকেই দিতে হয়। অন্য দেশের উদাহরণ দেখা যাক। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট জ্যাকব ম্যাথিউ মামলায় (২০০৫) বলেছেন, চিকিৎসকের ফৌজদারি দায় আনবে কেবল চূড়ান্ত বা গুরুতর অবহেলায়, সাধারণ ভুলে নয়। যুক্তরাজ্যেও চিকিৎসাজনিত মৃত্যুর ফৌজদারি অভিযোগ 'গুরুতর অবহেলা'র কঠিন মানদণ্ডে নীতিমালা।

নিউজিল্যান্ড ও সুইডেনে 'নো-ফল্ট' ক্ষতিপূরণ-ব্যবস্থা আছে। সেখানে কার দোষ, তা বিচার না করেই রোগী ক্ষতিপূরণ পান, দোষ প্রমাণ করতে হয় না।

বাংলাদেশের জন্যও একটি ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো গড়া সম্ভব। তাতে থাকতে পারে বিলে স্বচ্ছতা, অর্থাৎ বিস্তারিত বিল দেওয়ার বাধ্যবাধকতা এবং চিকিৎসার আনুমানিক খরচ আগে জানানো, রোগীর অধিকার-সনদ, রোগীর অভিযোগ নিষ্পত্তির স্বাধীন ব্যবস্থা, চিকিৎসা-অবহেলার মামলায় বিশেষজ্ঞ-প্যানেলের প্রাথমিক মূল্যায়ন। ফৌজদারি দণ্ড শুধু চূড়ান্ত অবহেলা, প্রতারণা ও অনুমোদনবিহীন চিকিৎসার জন্য রাখা হোক। সাধারণ ক্ষতির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও দেওয়ানি ক্ষতিপূরণ-ব্যবস্থা চালু করাই যুক্তিসংগত হতে পারে।

ঝুঁকিতে থাকা ভোক্তা: আইনের নীরবতা

সব ভোক্তা সমান ক্ষমতাবান নন। গ্রামের প্রবীণ নাগরিক, স্বল্পশিক্ষিত নারী, শিশু ও কিশোর, এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়



> প্রমাণ ছাড়া এমন দাবি ভোক্তার সদিচ্ছাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। যুক্তরাজ্যের প্রতিযোগিতা ও বাজার কর্তৃপক্ষের 'গ্রিন ক্লেইমস কোড' (২০২১) এবং এ-সংক্রান্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণ-উদ্যোগ দেখায়, বিশ্বজুড়ে এ নিয়ে সতর্কতা বাড়ছে। বাংলাদেশে অনলাইনে 'অর্গানিক', 'বিশুদ্ধ' ও 'ভেজালমুক্ত' ট্যাগ লাগানো পণ্যের ছড়াছড়ি। এই ধরনের দাবি যাচাইয়ের বিধান আইনে যুক্ত করা এবং দাবির প্রমাণ দেওয়ার দায় বিক্রেতার ওপর দেওয়া দরকার। তাহলে মিথ্যা বিজ্ঞাপনের বিধান আরও কার্যকর হবে। একই সঙ্গে ভোক্তা-শিক্ষা ও প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিও আইনে স্পষ্ট থাকা উচিত। এর মধ্যে আছে ভোক্তা সংগঠনের স্বীকৃতি ও সহায়তা, নীতি-প্রণয়নে তাদের মতামত দেওয়ার অধিকার এবং স্কুল-পাঠ্যক্রমে ভোক্তা-অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা। এসব ছাড়া অধিকারের ভাষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে

গঙ্গা চুক্তির নবায়ন: ন্যায্যতা, সমতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা

ড. আব্দুল ওয়াদুদ

> দ্বিতীয় পথটি নিয়ে আলোচনা করতে হলে অবশ্যই উভয় দেশের স্বার্থ ও বাস্তবতাও বিবেচনায় রাখতে হবে। তবে বাংলাদেশের মানুষের পানির ন্যায্য হিস্যা ও পরিবেশগত নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনো অস্পষ্টতা থাকা উচিত নয়। নদীর কোনো রাজনৈতিক সীমান্ত নেই। উজানের পানি ভাটিতে আসে, আবার ভাটির নদীর পরিবেশগত পরিবর্তন পুরো অববাহিকাকে প্রভাবিত করে। নদীকে একতরফা নিয়ন্ত্রণের বিষয় হিসেবে না দেখে অভিন্ন সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করাই দুই দেশের নীতি হওয়া উচিত। গঙ্গার পানি নিয়ে বিরোধ নয়, ন্যায্য বণ্টন ও যৌথ ব্যবস্থাপনাই হোক বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের আগামী দিনের ভিত্তি। কারণ পানির প্রশ্নে আজকের সিদ্ধান্ত শুধু বর্তমান প্রজন্মের নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন ও জীবিকারও প্রশ্ন

গঙ্গার পানি শুধু একটি নদীর পানি নয়, এটি বাংলাদেশের কৃষি, খাদ্যনিরাপত্তা, পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, নদীনির্ভর অর্থনীতি এবং কোটি মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে জড়িত। একই সঙ্গে এটি ভারত ও বাংলাদেশের অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা, প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা।

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তির ৩০ বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে ২০২৬ সালের ১২ ডিসেম্বর। মেয়াদ শেষে এই চুক্তির নবায়ন কিংবা নতুন চুক্তির বিষয়ে এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান অগ্রগতির প্রশ্নটি বাংলাদেশের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়। প্রশ্ন হচ্ছে, চুক্তিটি কি বাংলাদেশের প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছে? কোথায় এর সীমাবদ্ধতা ছিল? আর আগামী দিনের চুক্তিতে কী কী পরিবর্তন আনা জরুরি? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে হলে আবেগের পরিবর্তে ইতিহাস, চুক্তির শর্ত, নদীর পানিপ্রবাহ এবং দুই দেশের মানুষের স্বার্থকে একসঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।



চুক্তিটি ভারতের ফারাক্কা ব্যারাজে গঙ্গার পানিপ্রবাহের ভিত্তিতে করা হয়েছিল। প্রতি বছর ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে- এই পাঁচ মাসের শুষ্ক মৌসুমে দুই দেশ পানির হিস্যা পাবে। ১ জুন থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের জন্য এই চুক্তিতে একই ধরনের নির্দিষ্ট হিস্যাভিত্তিক বণ্টনসূচি রাখা হয়নি। চুক্তির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ এবং প্রথম সংযোজনীতে পানিবণ্টনের মূলসূত্র নির্ধারণ করা হয়।

পানি বণ্টনের যে সূত্র নির্ধারণ করা হয়েছে, তা সহজভাবে বলতে গেলে, ফারাক্কায় পানির প্রাপ্যতার ওপর ভিত্তি করে তিনটি নিয়মে পানি ভাগ করার কথা বলা হয়েছে। পানির প্রবাহ ৭০ হাজার কিউসেক বা তার কম হলে ভারত ও বাংলাদেশ সমান ভাগে পানি পাবে। প্রবাহ ৭০ থেকে ৭৫ হাজার কিউসেকের মধ্যে থাকলে বাংলাদেশ পাবে ৩৫ হাজার কিউসেক এবং ভারত পাবে অবশিষ্ট পানি। আর পানির প্রবাহ ৭৫ হাজার কিউসেক বা তার বেশি হলে ভারত পাবে ৪০ হাজার কিউসেক, বাংলাদেশ পাবে অবশিষ্ট পানি। এছাড়া মার্চ থেকে মে মাসের নির্দিষ্ট হয়টি ১০ দিনের পালায় দুই দেশের প্রত্যেকের জন্য ৩৫ হাজার কিউসেক পানির নিশ্চয়তা রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, চুক্তিতে পানি বণ্টনের একটি গাণিতিক কাঠামো তৈরি করা হলেও বাংলাদেশের প্রাপ্তি অনেকাংশে ফারাক্কায় পানির মোট প্রবাহের ওপর নির্ভরশীল। চুক্তিতে পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করার কথা থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার পানির প্রবাহ কমে গেলে বাংলাদেশের কৃষি, পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়ে, সেটিও মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। চুক্তির আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল। যেমন ফারাক্কা ও বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে পানিপ্রবাহের তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময়ের ব্যবস্থা থাকবে, দুই দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত যৌথ কমিটি চুক্তির বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রতি বছর প্রতিবেদন দেবে, প্রয়োজন হলে পাঁচ বছরের আগেও চুক্তি পর্যালোচনার সুযোগ থাকবে। ন্যায্যতা, সমতা এবং কোনো পক্ষের ক্ষতি না করার নীতির ভিত্তিতে পরিবর্তন বিবেচনা করা যাবে; পর্যালোচনার পর সময় নিয়ে দুই দেশের মধ্যে ঐকমত্য না হলে বাংলাদেশকে নির্ধারিত হিস্যার অন্তত ৯০ শতাংশ পানি ছাড়ার বিধান ছিল এবং চুক্তিটি ৩০ বছরের জন্য করা হয় এবং পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নবায়নের সুযোগ রাখা হয়। অর্থাৎ, চুক্তিতে শুধু পানিবণ্টনের হিসাব ছিল না; তথ্য আদান-প্রদান, যৌথ তদারকি, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং ভবিষ্যতে পানির প্রবাহ বাড়ানোর সহযোগিতার কথাও ছিল।

১৯৯৬ সালের চুক্তির একটি বড় অর্জন হলো, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গার পানি নিয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি লিখিত কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর আগে বিভিন্ন সময়ে অস্থায়ী সমঝোতা ও চুক্তি হয়েছে। ১৯৭৭ সালের পাঁচ বছর মেয়াদি চুক্তিতে বাংলাদেশের জন্য একটি গ্যারান্টি ক্লজ ছিল। ১৯৯৬ সালের চুক্তিতে পানিবণ্টনের নতুন সূত্র এলেও আগের সেই গ্যারান্টির কাঠামো একইভাবে বহাল থাকেনি বাংলাদেশের প্রাপ্তি কয়েকটি দিক থেকে বিবেচনা করা যায়। শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের জন্য নির্দিষ্ট বণ্টনসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মার্চ থেকে মে মাসের তিনটি নির্ধারিত ১০ দিনে ৩৫ হাজার কিউসেকের বিশেষ নিশ্চয়তা যুক্ত হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে পানি নিয়ে আলোচনার জন্য যৌথ কমিটির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি হয়েছে। গঙ্গার পানিবণ্টনকে কেবল রাজনৈতিক বক্তব্যের বিষয় না রেখে একটি লিখিত আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতায় আনা হয়েছে। তবে এই অর্জনকে বাংলাদেশের সব প্রত্যাশা পূরণের ক্ষেত্রে সমান বলা যাবে না; যেমন-চুক্তির পানিবণ্টন সূত্রে বাংলাদেশের জন্য বার্ষিক ও অবিচ্ছিন্ন ন্যূনতম পানিপ্রবাহের নিশ্চয়তা নেই। ৩৫ হাজার কিউসেকের নিশ্চয়তা কেবল নির্দিষ্ট তিনটি ১০ দিনের জন্য। দ্বিতীয়ত, চুক্তির ভিত্তি ছিল ১৯৪৯ থেকে ১৯৮৮ সালের গড় পানিপ্রবাহের তথ্য। গত কয়েক দশকে জলবায়ু পরিবর্তন, বৃষ্টিপাতের ধরন, উজানের পানি প্রত্যাহার, নদীর নাব্য ও পানির চাহিদায় পরিবর্তন এসেছে। পুরোনো তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি বণ্টনসূত্র নতুন বাস্তবতার সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা পুনর্মূল্যায়ন করা জরুরি। তৃতীয়ত, চুক্তিতে শুষ্ক মৌসুমের পানি ভাগাভাগি থাকলেও পুরো গঙ্গা অববাহিকার সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হয়নি। উজানে এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়





আপনার ঘর বা ব্যবসার জন্য
সিকিউরিটি ক্যামেরা ও ভিডিও ডোরবেল দরকার?

- রেসিডেনসিয়াল ও বিজনেসের জন্য ইনডোর ও আউটডোর ইনস্টলেশন।
- প্রফেশনাল সার্ভিস ।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

929-365-1935



হাবিব রহমানের বই 'জাপান ভ্রমণ'র মোড়ক উন্মোচন

৬২ পৃষ্ঠার পর

তাহের বলেন, ছাত্রজীবন থেকেই হাবিব রহমান ভ্রমণ করে আসছেন। সেই ভ্রমণ আরো গতি পেয়েছে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী হবার পর। তিনি বিশ্বের শতাধিক দেশ ভ্রমণ করেছেন। ভ্রমণের স্মৃতিগুলো পর্যায়ক্রমে তুলে ধরছেন তার প্রতিটি ভ্রমণ কাহিনীতে। 'জাপান ভ্রমণ' তাঁর সপ্তম ভ্রমণ কাহিনী। সুখ পাঠ্য এই বইটি জাপান ভ্রমণে আগ্রহীদের ভ্রমণ আরো সহজ করে তুলবে বলে আমার বিশ্বাস।

পার্কচেস্টার ব্রুকস রিয়েলিটির প্রেসিডেন্ট সালেহ উদ্দীন বলেন, আমি জাপানে ছিলাম দীর্ঘদিন। হাবিব রহমানের জাপান ভ্রমণ বইটি পড়ে জাপানকে যেন আমি নতুন করে চিনেছি। তিনি বইটির সাফল্য এবং লেখকের দীর্ঘায়ু কামনা করে আরো বই লেখার জন্য লেখকের প্রতি অনুরোধ জানান।

সাপ্তাহিক হক কথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'বই প্রকাশের আগেই তার লেখাগুলো সংবাদপত্রে পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। বিশ্বখ্যাত শিকারী জিম করবেট যেমন একহাতে বন্দুক আর এক হাতে কলম নিয়ে লেখক হিসাবে বিখ্যাত হয়েছেন। তেমনি পরিব্রাজক হাবিব রহমান ভ্রমণের পাশাপাশি কলম হাতে নিয়ে আমাদেরকে তথ্যবহুল লেখা আর বই উপহার দিয়ে বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবেন বলে আমার বিশ্বাস'।

বইটির লেখক হাবিব রহমান বলেন, আমার প্রকাশিত কোনো বইয়েরই আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান করিনি কখনো। আসলে লেখালেখি আমার কাছে কোনো প্রচার কিংবা আত্মপ্রদর্শনের বিষয় নয়। পাখি যেমন মনের আনন্দে গান গেয়ে যায়, বিনিময়ে করতালি কিংবা প্রশংসার প্রত্যাশা করে না, আমিও তেমনি নিজের আনন্দে লিখে যাই। লিখতে ভালো লাগে, তাই লিখি। পৃথিবীকে দেখতে ভালো লাগে, তাই ঘুরে বেড়াই। আর সেই দেখা ও ভালো লাগার গল্পগুলো পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নিতেই বই প্রকাশ করি। আনুষ্ঠানিকতা কিংবা বাড়তি মনোযোগ আকর্ষণের প্রতি কখনো বিশেষ আগ্রহ অনুভব করিনি।

এবারের আয়োজনে আমার নিত্যশুভার্থী, টাইম টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আবু তাহের নিজের হাতে বইটির মোড়ক উন্মোচন করে আমাকে যে ভালোবাসায় সিক্ত করলেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। মনে হলো, বইটির মোড়ক উন্মোচনের চেয়েও বড় কোনো উপহার যেন সেদিন আমার হাতে তুলে দেওয়া হলো- সেটি হলো মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সম্মান।

জাপান ভ্রমণ পুরো বইটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য তিনি পত্রিকা কর্তৃপক্ষের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিদার চৌধুরী, এমাদ আহমেদ নানি, জন পালমা, নুরুজ্জ ইসলাম, মোহাম্মদ মুন্সী, মোহাম্মদ খান, আব্দুল ইসলাম, এমদাদ আহমেদ সামি, সালিহর আহমেদ, সামিউল ইসলাম সামিসহ আরও অনেক গুণীজন।

এষ্টোরিয়ায় বাংলাদেশী মালিকানাধীন বিশ্বস্থ অটো রিপেয়ার শপ

Open 24 Hours

Body Work
Computerized wheel Alignment
Complete Mechanical Work
Rebuild Transmission
Tires & Wheel Balancing
N.Y.S. Inspection
Low Price & Fully Guaranteed

United
Auto Repair & Body Shop, Inc.

Contact: Azam Tel: 718-786-6677
Cell: 917-567-3637, Email: unitedautony@gmail.com

- ১০০% গ্যারান্টি সহ যাবতীয় রিপেয়ার
- দক্ষ মেকানিকের দ্বারা ত্রুটি নির্ণয়
- সুলভ মূল্যে ফুল অটো রিপেয়ার
- নতুন ও রিবিল্ড ট্রান্সমিশন স্থাপন



ইউনাইটেড অটো রিপেয়ার

ইয়েলো ক্যাব, লিমোজিন ও লিভারীর জন্য বিশেষ ছাড়

38-06 31st Street (Betn. 38th & 39th Ave.), Astoria, NY 11101

জাতিসংঘ মহাসচিবের পদে কেন যুক্তরাষ্ট্র নয়!

৩ পৃষ্ঠার পর

আঞ্চলিকতার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ২০২৬ সালের নির্বাচনে টীন সংযুক্ত আরব আমিরাতের (এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপ) প্রার্থীর বিরোধিতা করেছে। কারণ বোঝিং মনে করে এবারের পদটি লাতিন আমেরিকার প্রাপ্য।

অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি অঞ্চল থেকে পর্যায়ক্রমে মহাসচিব নির্বাচিত হন এবং সাধারণত কোনো এক অঞ্চল থেকে পরপর দুই মেয়াদ (১০ বছর) দায়িত্ব পালনের পর পরবর্তী অঞ্চলের পালা আসে। বিগত কয়েক দশকের ক্রমটিকে আফ্রিকা: বুট্রোস বুট্রোস-ঘালি (মিশর, ১৯৯২-১৯৯৬) এবং কফি আনান (ঘানা, ১৯৯৭-২০০৬), এশিয়া: বান কি-মুন (দক্ষিণ কোরিয়া, ২০০৭-২০১৬) ও পশ্চিম ইউরোপ: আন্তোনিও গুতেরেস (পর্তুগাল, ২০১৭-২০২৬) অঞ্চলগুলো প্রতিনিধিত্ব করেছে।

বর্তমানে কোন অঞ্চলের পালা?

বর্তমান মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস পশ্চিম ইউরোপের প্রতিনিধি হওয়ায় এবং এর আগে এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে মহাসচিব নির্বাচিত হওয়ায়, অলিখিত প্রথা অনুযায়ী এবার লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চল থেকে মহাসচিব হওয়ার জোরালো দাবি রয়েছে। ১৯৮২-১৯৯১ সালে পেরুর হাভিয়ের পেরেজ দে কুয়েলারের পর এই অঞ্চল থেকে আর কেউ মহাসচিব হননি।

লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের বিবেচনায় এবারের প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছেন কোস্টারিকার রেবেকা গ্রিনস্পান। অর্থনীতিবিদ গ্রিনস্পান দেশটির সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট। ২০২১ সাল থেকে তিনি জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক সংস্থা আঙ্কটাডের মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) শীর্ষ পদেও কাজ করেছেন। নিরাপত্তা পরিষদের গোপন ভোটের ফল নিয়ে ৫ নভেম্বর প্রকাশিত তথ্যে তিনি ১২টি সমর্থনসূচক ভোট পান। বিপক্ষে ছিল তিনটি। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার আপত্তির আশঙ্কা তার পথ কঠিন করে রেখেছে।

দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন আর্জেন্টিনার কূটনীতিক রাফায়েল গ্রোসি। ২০১৯ সাল থেকে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) মহাপরিচালক তিনি। পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ ও আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ৫ নভেম্বরের ভোটে গোঞ্জালিস্পান নয়টি সমর্থনসূচক ভোট। তবে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিতি থাকায় রাশিয়া ও চীনের সমর্থন পাওয়া তাঁর জন্য কঠিন হতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থী গায়ানার ক্যারোলিন রডিগেস-ব্রার্কেট। দেশটির সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি। ২০২০ সাল থেকে জাতিসংঘে গায়ানার স্থায়ি প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। নিরাপত্তা পরিষদে গায়ানার সদস্যপদের সময়ও প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ইসরায়েলের গাজা অভিযানকে 'গণহত্যা' বলায় যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

গেল শুক্রবার নিরাপত্তা পরিষদের ২টি স্থায়ি সদস্য দেশ রেবেকা গ্রিনস্পানের ব্যাপারে ভেটো দেয়ায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে জাতিসংঘ ২০২৭ সালের জন্য নতুন মহাসচিব নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। আগামী সপ্তাহে নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের মহাসচিব প্রশ্নে আবার মিলিত হচ্ছে।



ZILLUR TAX ACCOUNTING
& INSURANCE SERVICES

- Tax Filing & Payroll
- IRS Audit Assistance
- Insurance &
- Real Estate Services

Zillur Rahim
EA, CAA, MBA
IRS Enrolled Agent

• OUR SERVICES

- ☐ Personal Tax Filing
- ☐ Business Tax Filing
- ☐ New Business Setup
- ☐ Home & Business Insurance
- ☐ Immigration Services
- ☐ ITIN Number Application
- ☐ Notary Services

zillurincometaxnyc@gmail.com
www.zillurtaxandinsurance.com

Cell: 646-322-3254
Office: 718-374-3110

88-11 169 Street, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005



EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

www.careeracademyny.com

CAREER ACADEMY OF NEW YORK



BECOME A CERTIFIED
HOME HEALTH AIDE
TODAY!

HHA, PCA & PCA TO HHA
CERTIFICATION COURSE

347-425-3878
CALL NOW

A CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP

SNG SHAH NAWAZ GROUP

347-425-3878 careeracademyofny@gmail.com
975 Liberty Avenue, Brooklyn, New York-11208



কবি জহিরের নতুন বইয়ের মোড়ক ঢাকায় উন্মোচন

৬২ পৃষ্ঠার পর

আহমেদ, তাহমিনা রোজা, অনন্যা মাহমুদ, আব্দুল্লাহ আল মামুন, ফয়জুন নাহার, নাসিদা আজিজ চৌধুরী, রোকন রেহান, নুসরাত রাজিয়া প্রমুখ। কবি কাজী জহিরুল ইসলাম জাতিসংঘের একজন আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা হিসেবে সংস্থাটির সদর দফতর নিউইয়র্কে কর্মরত থাকায় তাকে প্রবাস জীবন যাপন করতে হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা জুলাই বিপ্লবের মাসের উত্তাল দিনগুলোতে কাজী জহিরুল ইসলামের লাগসই ভূমিকার প্রশংসা করেন। 'শহীদ আবু সাঈদ', 'শহীদ মুগ্ধকে লেখা চিঠি', 'লাজোয়া থেকে গড়িয়ে পড়া শহীদ ইয়ামীনের দেহ' প্রভৃতি কবিতার কথা ঘুরে ফিরেই আসে। কবি আত্তাহার খান তার ছন্দজ্ঞানের প্রশংসা করে বলেন, এই সময়ের অন্যতম প্রধান বাঙালি কবি কাজী জহিরুল ইসলামের ছন্দশুদ্ধতা আমাকে মুগ্ধ করে। কবি জাকির আবু জাফর তার বিচরণশীলতা এবং গণমানুষের পক্ষে দাঁড়ানোর দৃঢ় এবং আপোষহীন মনোবলের প্রশংসা করেন। জুলাইয়ের অন্যতম প্রধান কবি হিসেবে কাজী জহিরুল ইসলামকে শনাক্ত করেন জুলাইযোদ্ধা সাংবাদিক ও ছড়াকার আবিদ আজম। কবি কাজী জহিরুল ইসলাম বলেন, কবিকে মানুষের কথা বলতে হয়, প্রয়োজনে শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়, আমি আমার এই দায়িত্ব আজীবন পালন করে যেতে চাই। অনুষ্ঠানে প্রকাশনা সংস্থা জলসিঁ কর্তৃক প্রকাশিত কবির নতুন দুটি গ্রন্থ 'দোকলার সিঁড়ি চলে পড়ে আছে ঘুমে' এবং 'আত্তাহার খানের প্যান্ডোরা বক্স' মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন সংগীত শিল্পী আলাউদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠান শেষে কবিকে ঘিরে ভক্তদের অটোগ্রাফ সংগ্রহ, ফটোসেশন এবং আড্ডা চলে।

সাজুফতা সাহিত্য ক্লাবের থ্যাংকস গিভিং ডে উদযাপন

৬২ পৃষ্ঠার পর

নেন কবি বিজয় কৃষ্ণ নাহা, থ্যাংকস গিভিংডের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও দেশের কবিতা নিয়ে আসেন কবি আবু তাহের চৌধুরী। বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. শিয়াকত আলী আবৃত্তি করেন বিজয় কৃষ্ণ নাহার একটি কবিতা। এছাড়া উপস্থিত অন্যান্যদের কবিতা সবার মন কেড়ে নেয়।

কবিতা শেষে স্বদয়বীনার স্বত্ত্বাধিকারী আয়শা খান সুন্দর গানপরিবেশন করেন। সাজুফতার কর্ণধার সব্যসাচী কবি জুলি রহমান নিজের লেখা ও সুর দেওয়া দুটি মেলোডের গান পরিবেশন করেন। এছাড়া অধ্যক্ষ এম ডি নানাউল্লাহ, বীর মুক্তিযোদ্ধা



মো. শিয়াকত আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা এমএ নাসির, কবি জালাল উদ্দিন রুমির গান দর্শক শ্রোতাদের আনন্দ দেয়। এরপরর উপস্থিত সবাই আকর্ষণীয় থ্যাংকস গিভিংডের টার্কি কাটায় কাটায় অংশ নেন। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা ও পরিচালনা করেন কবি নুগাংশু কুমার মন্ডল ও রেজা আব্দুল্লাহ।



আমেরিকার ঐতিহ্যবাহী থ্যাঙ্কস গিভিং ডে উপলক্ষ্যে
তারার আলো'র সকল সম্মানিত সদস্য পরিবার-পরিজনসহ প্রবাসী
সকলকে জানাচ্ছি প্রানঢালা অভিনন্দন





HAPPY Thanks Giving DAY

মীনা ইসলাম
প্রেসিডেন্ট -তারার আলো উইমেন্স সোসাইটি, ইউ এস এ

এই সপ্তাহের কবিতা



বাংলার রূপ
সাঈদুর রহমান লিটন

আকাশ জুড়ে মেঘের মেলা,
বৃষ্টি বৃষ্টি করে খেলা,
মনের মাঝে দোল
পাকা ধানের সোনা রঙে
মিষ্টি হাওয়া রবে সঙ্গে
চাষীর বুকে ঢোল।

ভরা নদীর ঢেউয়ের তালে
রূপালী মাছ পড়ে জালে
দেখতে লাগে বেশ,
কাশের ফুলে ধবল ঝড়ে
হঠাৎ করে ফড়িং ওড়ে
রূপের নাইকো শেষ।

নদীর পাড়ে গাঁয়ের মেয়ে
কলস কাঁখে যাচ্ছে ধেয়ে
উড়ছে দেখো কেশ,
জোয়ার ভাটা নদীর দেশে
কলস ভরে মুচকি হেসে
রেখে যায় তার রেশ।

পথে ঘাটে ধোঁয়া ধোঁয়া
দূরের মানুষ যায়না ছোঁয়া
পড়ছে একটু শীত,
দূরের গাঁয়ে ছেলের বিয়ে
যাচ্ছে তারা বধূ নিয়ে
গাচ্ছে বিয়ের গীত।



এক মুঠো মায়ার খোঁজে
নাসির খলিল

কপাল দোষে জন্ম আমার খোলা আকাশ তলে,
অনাদর আর অবহেলায় দুই পায়ে যায় দলে।
ক্ষুধার জ্বালায় পেট পুড়ে যায় রোদে পুড়ে দু'গাল,
আমিও তো হতে পারতাম কোনো ধনীর দুলাল।
ভুলে গেছি কখন কবে মা করেছে আদর,
কে যে বাবা? কী ঠিকানা? পাইনি স্নেহের চাদর।
কে-বা আমি? কী পরিচয়? খুঁজি না আর মর্ম,
ক্ষণে ভাবি মানুষ কি-না? কি'বা জাতি ধর্ম।
বাবা মায়ের আঙুল ধরে হয়নি পথচলা,
আদরমাখা মায়ের হাতে খাইনি দুধভাত কলা।
মমতার হাত রাখেনি কেউ ধূলিমাখা গায়ে,
সোহাগ করে তোলেনি কেউ ভালোবাসার নায়ে।
সবাই ভাবে পথশিশু এই ধরণীর ধূলা,
খেতে চাইলে তাড়িয়ে দেয় পেট জ্বলন্ত চুলা।
বাড়ির সামনে শু'তে গেলে করে লাঠিপেটা,
গালিগালাজ কটু কথায় হৃদয় বিঁধে টেটা।
নির্যাতন আর ভৎসনাতে কিশোর গ্যাংয়ের দলে,
জড়িয়ে যায় অনেক শিশু অপরাধে ঢ'লে।
একটুখানি দরদ পেলে একটু ভালোবাসা,
ভরে যেতো এই দুনিয়ায় শান্তি সুখের বাসা।



বাবুই পাখির ঘর
মো. রিয়াজ মিয়া

বাবুই পাখি বাসা বোনে,
তালগাছেরই ডালে,
সুন্দর করে ঘরটি গড়ে,
নিজের মনের তালে।

খড়কুটো আর ঘাসের আঁটি,
ঠোঁটে করে আনে,
পরিশ্রমে বাসা গড়ে,
নিজের সুখের টানে।

ঝড়-বাতাসে দোলে বাসা,
তবু ভাঙে না ঘর,
বাবুই পাখির কাজ দেখে,
অবাক হয় সবাই।

ষোড়শ ডিসেম্বর
জাহাঙ্গীর চৌধুরী

এসেছে বীর উদাম গায়ে
রাঙা রবির প্রাতে,
মুখে ছিল বিজয় ধ্বনি
স্বাধীন নিশান হাতে।
সময় ছিল একাত্তর সাল
ডিসেম্বরের ষোড়শ,
নয়মাস ছিল আমাদের ঐ
যুদ্ধকালের বয়স।
শহিদ হল তিরিশ লক্ষ
স্বাধীন করার তরে,
স্বাধীনতার দম্ভ এখন
সবার ঘরে ঘরে।
আমরা হলাম স্বাধীন জাতি
কোথাও নেই নতি,
সারা বিশ্বে আছে মোদের
কথা বলার শক্তি।
আজ আমাদের বিজয়দিবস
যাব শহিদ মিনার,
শহীদের মান উঁচু করব
ফুলেল শ্রদ্ধায় অপার।



ক্ষমা করো ক্ষমা চাহি
সুধাংশু কুমার মন্ডল

ক্ষমা কর ক্ষমা চাহি আরো সংঘ না চাই
সংঘ ভারে কাঁপে হেথা শত সংঘ যে পাই,
টানা টানি হানাহানি লোক নিয়ে সে কত,
ছোট বড় দল যে কত আছে শত শত।

জ্ঞানের তো সব চূড়া মনি মানুষ হল পন্য,
মানুষ নিয়ে খেলা করে হতে চায় গো ধন্য।
দুনিয়া যে লোকের বাজার হাজার বেচা কেনা,
কাজের মাঝে সকাল সাঁঝে যাবে তাকে চেনা।

তোমার পিঠে রেখে তো মই খাবে পেড়ে যে দই,
পাবে সাথে দিবস রাতে ফুটবে কথার সেই খৈ।
হঠাৎ সংঘ মিলছে মেলা চলছে প্যাচের খেলা,
মানুষ বেচে মানুষ কেনে মজার আজব মেলা,

ওরে পাগলা ভোলা শোন যাবি কোথায় আজ,
মানুষের সে কাণ্ড দেখে পাবি মনে লাজ।
লোকে লোকে মিলে সংঘ বাড়ে মনের শক্তি,
নব যুগের মানব সমাজ পাবে বিপদ মুক্তি।

যবে দেখি সে লোক মাঝে হানাহানি চলে ,
তবে ক্ষমো মোরে ওগো নহি কোন দলে।
চলবে পাল্লা হারাবে কে কারে কত আজি,
ক্ষমা করো ধরতে হবেনা এমন কঠিন বাজি।

শহর জুড়ে হাজার সংঘ চলছে কত রঙ্গ,
দেখে শুনে কথার ফুলঝুরি হোক আজি ভঙ্গ।
সাগর পাড়ি দিয়ে এলাম অচীন নবীন দেশে ,
ভাবি মনে চলবো সদা মানুষ ভালো বেসে।'



NATURE CHANGES
Firoz Reza Sharif

I look through from my 6th floor up stair window
The green leaves are turning in to red and yellow
Nature is being changed in November
It is an exciting to view what a wonder
Birds are chirping, plants are crying
What a beautiful land we are living
To cross local road to high way
Our attractions do not go away
The East Coast winter is knocking door to door
Our lives are becoming measurable in winter core
Sometimes it covers by white snow and stormy wind blows
In the clear sunny-day brights and full moon night it glows
I like natural ocean to pond, morningÕs vaporization
It creates clouds in the sky, amazing transformation



কুয়াশার ওপারে নতুন সকাল
আরিয়ান আহমেদ

কুয়াশার ধোঁয়ায় ডানা ঝাপটায় আবছা কিছু ছায়া,
হিমেল হাওয়ায় জেগে ওঠে পুরনো দিনের মায়া।
ঠান্ডা হয়ে আসে চায়ের কাপ, নিঝুম ভোরের ক্ষণ,
অব্যক্ত সব স্মৃতির ভিড়ে চুপটি বসে মন।

তারপর হঠাৎ পুব আকাশে গোলাপি আভা ছুঁয়ে,
কুয়াশা সরে নতুন সকাল আসে হৃদয় জুড়ে।
সব অপূর্ণতা আর অপেক্ষা বুকে নিয়ে ফের,
নতুন পাতায় লেখার শুরু নীরব প্রত্যয়ের।
তোমায় না বলা কথা
ইকবাল খান

তোমায় অনেক না বলা কথা লিখতে ইচ্ছা হয়,
কলম থামে, বুকের ভেতর উথলে ওঠে নদী।
কাগজ জুড়ে শব্দ জমে, মনে জাগে ভয়,
ভাষার কাছে হার মেনে যায় আমার নিরবধি।

কত সন্ধ্যা কেটে গেল তোমার নামটি ধরে,
যা বলিনি, তা-ই তো আজও সবচেয়ে বেশি দামি।
কত রাতের নীরবতা রইল বুকে ভরে,
তোমার কাছে পৌঁছাতে তাই বারবার যে থামি।

হয়তো একদিন মেঘ হয়ে সব আকাশ জুড়ে ঝরবে,
ততদিন এই চিঠিটা থাক শুধু আমার কাছে।
না বলা সব কথার সুরে তোমার মনে ধরবে,
অনেক কথা না বলাতেই ভালোবাসা বেঁচে আছে।



ভালোবাসার স্মৃতি
ফারুক আহম্মেদ জীবন

কথার বয়স প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। চোখে দামী ফ্রেমের গোল্ডেন কালারের প্রায় তিনশো প্লাস পাওয়ারের চশমা। এখন রাত প্রায় বারোটা বাজে। মধ্য গহীন নিশির নির্জন শুনশান পরিবেশ। কথা নিরব মলিন মুখে এক দুই, পা করে বেড রুমে গিয়ে স্মৃতির ছবির সামনে দাঁড়ালো। ছবিটার উপর কেমন যেন ময়লা জমে গেছে। কথা পকেট থেকে রুমাল বের করে আস্তে আস্তে জমে থাকা ময়লা গুলো মুছতে লাগলো। জলে ছলছল করে ওঠলো কথার যুগল আঁখি। আঁখির কোণ বেয়ে দু, এক ফোটা জল চোয়াল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তার পর মনে মনে বিড়বিড় করে কল্পনায় কি যেনো বলতে লাগলো। কথা ভাবতে লাগলো....
এইতো সেদিনের কথা....
কলেজের প্রথম দিন স্মৃতির সাথে কথার পরিচয় হয়। এরপর দিন-দিন দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। তারপর একসময় ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা। তার পর ওদের দুজনার বিয়ে হয় । স্মৃতি বিয়ের বেনারসি শাড়ি পরে একহাত ঘোমটা টেনে বঁধু সেজে বসে আছে বাসর ঘরে কথার আসার অপেক্ষায়। কিন্তু না, কথা নয়। একটু পরেই উঠতি বয়সী কিছু বাদর-বাঁদরী গোছের ছেলে-মেয়েরা বাইরে থেকে দরজা ঠেলে হুড়মুড় করে রুমের মধ্যে প্রবেশ করতে করতে বলতে লাগল এই তুরা সব চল.. চল...চল...।
চল দেখি.. কেমন বউ আনলো আমাদের কথা ভাই!
স্মৃতি, ঘোমটার ভিতর থেকে আড়চোখে ওভাবে ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে একটু নড়েচড়ে ঘোমটা আরেকটু টেনে বসলো। তাই দেখে ওদের মধ্যে সুস্মিতা নামের একটা মেয়ে হেসে অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললো। এই দ্যাখ..দ্যাখ..আমাদের দেখে ভাবি কত্ত বড় লম্বা ঘোমটা টেনেছে?
উর্মি নামের অন্য একটি মেয়ে বললো। হুম, তাই-তো দেখছি। বাব্বাহ! কতো লজ্জা আমাদের ভাবীর ।
তারপর বললো..দ্যাখো ভাবি...এখানে আমরা যারা আসছি। সবাই কিন্তু তোমার দেবর ননদ। কোন ভাসুর টাসুর নেই বুঝলে? যে, অত্ত লম্বা ঘোমটা টানতে হবে।
তারপর উর্মি অন্যদের দিকে তাকিয়ে একটু রসিকতা করেই বললো। শেষে আবার গরমে যদি কিছুতে কিছু হয়ে যায়। তখন সব দোষ এসে পড়বে আমাদের ঘাড়ে। তারপর কথার ছোট ভাই হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে বললো। কিরে হৃদয়, তুই কিছু বলছিস না কেনো? তারপর সকলে হাসতে লাগলো।
হৃদয় বললো তাই তো, তুই একেবারে ঠিক বলেছিস উর্মি। ওদের কথা শুনে স্মৃতি এবার ঘোমটা একটু নামিয়ে হেসে সবার দিকে তাকিয়ে বললো।
তোমাদের মত দেবর ননদ যার আছে তার কি কিছু হতে পারে বলো?
স্মৃতির মুখ দেখে নীলা নামের অন্য একটি মেয়ে গালে হাত দিয়ে বলে উঠলো। হুম.. তাইতো বলি, এতক্ষণ রুমটা এতোটা অন্ধকার লাগছিলো কেনো? সুস্মিতা বললো, বুঝলিনে ভাবির চাঁদ মুখটা এতোক্ষণ যে ঘোমটার আড়ালে ঢাকা ছিল।
উর্মি বললো, হুম তুই একেবারে ঠিক বলেছিস সুস্মিতা। আর তাইতো ভাবির চাঁদ মুখ খানি ঘোমটার আড়াল থেকে বেরুতেই যেনো কালো এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

HAPPY Thanksgiving DAY



SHAH NAWAZ
PRESIDENT & CEO
SHAH NAWAZ GROUP

RANO NAWAZ
VICE PRESIDENT
SHAH NAWAZ GROUP

GOLDEN AGE HOME CARE

Sheikh Hasina's voluntary return and extradition are 'Different Matters' to India

Ajkal Desk



Ousted PM Sheikh Hasina and Indian External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal.

Sheikh Hasina wants to return to the country by herself. But the government of Bangladesh wants India to arrest her and hand over to Bangladesh as a convicted accused. Amid various discussions on this, New Delhi has made a statement.

Citing Indian Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal, Reuters reported that India considers Sheikh Hasina's plan to voluntarily return to the country and Dhaka's extradition request as two separate matters.

Sheikh Hasina took refuge in India after being ousted in the student-people uprising in 2024. She has been there since. Meanwhile, she has been sentenced to death in the country on charges of crimes against humanity committed in suppressing the July uprising.

After two years, Sheikh Hasina recently announced that she wants to return to the country in December. After news emerged that she had applied for a passport, Reuters reported two days ago that Sheikh Hasina wants to return on December 16 and wants Bangladesh government send a state aircraft for her.

Subsequently, the Bangladesh government said that there is no scope for Sheikh Hasina to return in this manner. As a convicted accused, she must come as a prisoner under the prisoner extradition treaty with India. The Bangladesh side has sent letters to the Indian government several times seeking Sheikh Hasina's return under the prisoner extradition treaty. But New Delhi has consistently ignored it.

When journalists raised the matter with Indian Ministry of External Affairs spokesperson Jaiswal at a press conference in New Delhi on Wednesday, he replied in the previous tone saying, New Delhi is examining Dhaka's extradition request in accordance with the set process.

In response to another question, Jaiswal said, "If any citizen wants to voluntarily return to their own country with travel documents, that is a completely separate matter from an extradition request."

Although he called it a different matter, he did not want to say anything more in detail on this. Earlier, a BBC Bangla report claimed that New Delhi had set two conditions for sending Sheikh Hasina back. One is that Sheikh Hasina went to India on a Bangladesh Army military aircraft, so the army must send an aircraft to bring her back. The other is that Sheikh Hasina must be given the opportunity to appeal against the death sentence and her getting justice must be ensured.

Bangladesh's State Minister for Foreign Affairs Shama Obaed said on Tuesday that no such conditions have been officially communicated by New Delhi. She Continued on page 26



Bangladesh among 16 countries again in Trump's tariff crosshairs

Ajkal Desk

Bangladesh and 15 other countries are facing renewed pressure from US President Donald Trump's tariff policy. Despite a court ruling blocking his previous measures, the Trump administration is exploring alternative ways to impose tariffs. This time, Washington is preparing to impose new tariffs on products from 16 countries following investigations into excess industrial capacity. If implemented, the new initiative could put additional pressure on the export sectors of these countries. In particular, Bangladesh's ready-made garment industry, which depends heavily on the US market, could face fresh uncertainty. However, no final decision has yet been announced regarding the new tariff rates, the products that will be covered or when the measures will take effect.

Investigation into excess industrial capacity

A Reuters report published on Tuesday said the Trump administration could announce new tariffs soon. Three people Continued on page 28

Van Hollen's Challenge to Schumer Highlights Democratic Rift on Israel



Ajkal Desk

The divide among Democrats on Israel is hanging over a tense fight about who should lead the party in the Senate next year, pitting Chris Van Hollen, one of the most vocal critics of the Jewish state in the chamber, against Chuck Schumer, one of its most ardent backers.

Mr. Van Hollen, a Maryland Democrat, was elected to Congress two decades ago as a candidate who accepted contributions from donors to AIPAC, the pro-Israel lobbying group. He led campaign committees in both the House and Senate, where he backed candidates funded by the group. But in recent years, he turned sharply against Israel — even before others in his party — as its right-wing government instituted hard-line policies and carried out an aggressive military campaign in Gaza after the Hamas-led attacks on Oct. 7, 2023. Over the past several years, Mr. Van Hollen has played a prominent role in seeking to condition the sale of offensive weapons to Israel, a position that increased his popularity with progressives. He had recently been exploring a presidential run, which he said he abandoned in order to seek the Senate leadership post. Continued on page 28

Lobbying and Multifaceted Activities in the United States Against the Government of Bangladesh

Ajkal Report



Supporters of the former government have initiated lobbying and diplomatic efforts at various levels in the United States against the democratically elected government of Bangladesh. They are actively working to highlight the negative aspects of the current administration. Their activities are conducted under various guises—sometimes in the name of fundraising for mainstream American politicians, including members of Congress, and at other times under the pretext of promoting democracy and human rights. They are drawing attention to incidents involving minority communities and alleging the persecution of opposition party leaders and activists. Sheikh Hasina, currently residing in India, is even participating in audio calls to encourage these initiatives. She has been providing virtual guidance to supporters of the ousted regime during various gatherings held in 2024. On the afternoon of November 24 (local time in New York), an event was organized under the banner of the "International Center for Democracy, Human Rights and Sustainability" (ICDHRS) at the Church Center for the United Nations, located across from the UN headquarters in New York. The primary organizers were Dr. AKM Abdul Momen, the former Foreign Minister and former Permanent Representative of Bangladesh to the UN, and Dr. Nurunnabi, the founding president of the US Bangabandhu Parishad. It is worth noting that since fleeing Bangladesh, Dr. Momen has played an active role in various campaigns against the current government. Sheikh Hasina herself delivered a virtual address at the event, speaking via telephone from India. Other attendees included Harry K. Thomas Continued on page 26

Why the UN Secretary-General Position Is Out of Reach for the US and Russia

Manowarul Islam



There is a long-standing, unwritten convention of "regional rotation" in the election of the United Nations Secretary-General. While the UN Charter (Article 97) contains no explicit mandate for this, the practice is followed to maintain a balance of power among the world's various regions.

UN member states are divided into five regional groups: Africa, Asia-Pacific, Eastern Europe, Latin America and the Caribbean, and Western Europe and Others. In addition to regional rotation, there is another strict, unwritten rule: no citizen from any of the five permanent members of the Security Council—the United States, Russia, China, the United Kingdom, and France—can serve as Secretary-General. To ensure the neutrality of the office, the Secretary-General is typically chosen from a smaller, medium-sized, or relatively neutral nation. Although regional rotation is not a legal requirement, it serves as a potent diplomatic tool for securing the support of the 193 member states in the General Assembly and avoiding a veto from the permanent members of the Security Council. While the Security Council makes the recommendation, the General Assembly provides the final appointment. Regional rotation acts as a moral benchmark for gaining the trust and support of a majority of the General Assembly's member states. If a region has been overlooked for a long period, its member states may collectively oppose a candidate from another region, which significantly influences the election. For instance, in the context of maintaining this regional sequence, China opposed a candidate from the United Arab Emirates (representing the Asia-Pacific group) for the 2026 election, as Beijing believes the position should now go to a candidate from Latin America.

According to this unwritten rule, the Secretary-General is elected from each region on a rotating basis; typically, after a region has Continued on page 26

Mamdani injured himself playing a friendly game of soccer

Shah Nawaz



Mayor Zohran Mamdani arrived on crutches and in a boot to a City Hall event Friday morning, revealing that he'd torn his Achilles tendon playing a friendly soccer game Thursday evening. Caught up in the moment, he joked, "I forgot that I was 35."

He said he got the injury shortly after scoring a goal, and helping City Hall beat the press corps 10 to 5. But it did cost him: "I will be in a boot for six to eight weeks and I will play soccer in about nine months," he said.

He said he'll be in a boot for six to eight weeks after his Achilles injury. (Andrew Schwartz / SplashNews.com)

How serious is an Achilles tendon tear?

An Achilles tendon injury can greatly vary in severity and required time to recover. It all depends on where the injury was on the tendon — the biggest in the body that can snap from force — and how much of the tendon's fibers tore. It would likely hurt, too. Dr. Rock G. Positano, a podiatrist and co-director of the Non-Surgical Foot and Ankle Service at the Hospital for Special Surgery in NYC, said the pain could be "excruciating," though other experts say it may be milder than breaking a bone. "Most people say when it happens to them, they feel like someone Continued on page 28



'Mother of Democracy Begum Khaleda Zia Way' Inaugurated in the Heart of Chicago

Ajkal Report

Amidst thunderous applause and a festive atmosphere, a street named 'Mother of Democracy Begum Khaleda Zia Way' was inaugurated at the foot of Chicago's historic Willis Tower. On the afternoon of November 22, the street was officially named 'Mother of Democracy Begum Khaleda Zia Way' by Chicago City Alderman Gilbert Villegas. The event was attended by the Ambassador of Bangladesh to the United States, Tareque Muhammad Ariful Islam, as the chief guest. Special guests included Press Minister Golam Mortuza and Gias Ahmed, a member of the Bangladesh Nationalist Party (BNP) National Executive Committee. On September 23, the City of Chicago unanimously decided to name the street 'Mother of Democracy Begum Khaleda Zia Way,' and the decision was formally issued as an ordinance on October 14. The street was previously known as Upper Wacker Drive.

The event, presided over by Shah Mozammel Nantu, President of the Chicago chapter of the BNP, was attended by prominent members of the local Bangladeshi community, as well as various political and social leaders. Speakers at the event noted that Begum Khaleda Zia Continued on page 26

Mosharraf Karim, Sumaiya Shimu and Dighi team up for 'Jatra Biroti'

Anik Raj



Mosharraf Karim, Sumaiya Shimu, Prarthana Fardin Dighi and Dilara Zaman will star in Chorki's upcoming film "Jatra Biroti", scheduled for a theatrical release during Eid in 2027. Directed by Kazi Asad, the film follows a middle-class family on a journey, exploring their joys, sorrows and the unexpected incidents they encounter along the way.

The production team has arrived in Kuakata for the shoot, with filming scheduled to continue until December across the coastal town and other locations.

"Jatra Biroti" brings Mosharraf and Shimu together on screen after a long break. Asad Continued on page 28



সিলেট এম.সি. কলেজ অ্যালামনাইদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর

সভাপতি উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রশীদ শিপু, সহ-সভাপতি গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী, সহ-সভাপতি রেজাউল করিম রেজু, কার্যকরী কমিটির সদস্য মাহফুজুল বারী চৌধুরী ও দিদার শাহীন, সংগঠনের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সাবেক সভাপতি ও বৃত্তি উপকমিটির চেয়ারম্যান বেলাল উদ্দিন সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফয়জুর রহমান ফটিক, জাভেদ খান (কাউন্সিলর), মো. যামিদুল হোসেন, ফারুক এ. সিদ্দিকী, ফয়সল আজিজ, লোকমান আহমেদ, ফরহাদ কবির, মো. জালাল উদ্দিন, কে. এম. জালাল উদ্দিন মিঠু, শাহ এম. বদরুজ্জামান, মো. বদরুল আলম, জামাল উদ্দিন, তাজউদ্দিন আহমেদ, মো. শামস উদ্দিন চৌধুরী অপু, মো. আব্দুল্লাহ, ইনতিয়াজুল হাসান নাদিদ ও আনোয়ার চৌধুরী।

মতবিনিময় সভায় নিউজার্সি প্রবাসী প্রবীণ প্রাক্তন শিক্ষার্থী ফয়জুর রহমান ফটিক এবং কাউন্সিলর জাভেদ খান সংগঠনের আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করেন। এছাড়াও আরও কয়েকজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী আজীবন সদস্যপদ গ্রহণের আগ্রহ ও প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি চারজন সাধারণ সদস্যপদ গ্রহণ করেন।

সংগঠনের চলমান শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচিকে আরও গতিশীল ও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে বৃত্তি উপকমিটির চেয়ারম্যান বেলাল উদ্দিন শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সবার আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। এ সময় সোনালী এক্সচেঞ্জ, নিউজার্সির ম্যানেজার ফারুক এ. সিদ্দিকী শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচিতে প্রতি মাসে ৫০ ডলার করে অনুদান প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর এই মহতী উদ্যোগ ও সহযোগিতার অঙ্গীকার উপস্থিত সবাইকে উৎসাহিত করে। মতবিনিময় সভায় সংগঠনের বর্তমান কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির সম্প্রসারণ এবং আজীবন সদস্যপদ বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে খোলামেলা ও প্রাণবন্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

নিউজার্সিতে সংগঠনের কার্যক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সভা আয়োজনের বিষয়ে উপস্থিত প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা আগ্রহ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি নিউজার্সির প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠনের কার্যক্রমে আরও সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করার বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরা হয়।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা সংগঠনের ঐক্য, পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ বন্ধন আরও সুদৃঢ় করার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। পরিশেষে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রশীদ শিপু উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। বিশেষ করে সভাটি সফল ও ফলপ্রসূভাবে আয়োজনে সহযোগিতার জন্য সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল সাকির এ সিকদার এবং মো. শামস উদ্দিন চৌধুরী অপু ও সোনালী এক্সচেঞ্জ এর ম্যানেজার ফারুক এ সিদ্দিকীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান।

সভাপতি আজিজুর রহমান বোরহান তাঁর সমাপনী বক্তব্যে উপস্থিত সবাইকে সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে ভবিষ্যতেও এ ধরনের মতবিনিময় সভা অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

নিউজার্সিতে অনুষ্ঠিত এই সফল মতবিনিময় সভা প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, সৌহার্দ্য ও সাংগঠনিক ঐক্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে সংগঠনের বিভিন্ন সামাজিক, শিক্ষামূলক ও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে নিউজার্সির প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের আরও সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণের প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।

নিউইয়র্কে বাসাভাড়া বাড়ানো যাবে না

৬৪ পৃষ্ঠার পর

বড় জয়। দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম বছরের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি বেশ কয়েকটি সাফল্য পেয়েছেন। এর আগে নভেম্বরের মাসের শুরুর দিকে একটি আপিল আদালত শহরের দ্বিতীয় বাড়ির ওপর আরোপিত বিতর্কিত করের বিরুদ্ধে আনা চ্যালেঞ্জও খারিজ করে দিয়েছিল। যদিও এই কর আরোপের পদ্ধতি নিয়ে কিছু সমালোচনা রয়েছে, তবুও মেয়র মামদানির জনপ্রিয়তা এখনো তুঙ্গে। সাম্প্রতিক মধ্যবর্তী নির্বাচনে সারা দেশে ডেমোক্র্যাটরা বড় জয় পেয়েছে, যেখানে তাদের প্রচারণায় মামদানির 'সাশ্রয়ী জীবনযাপন' বা সামর্থ্যের মধ্যে বসবাসের বার্তার প্রতিফলন ছিল।

বুধবার এক বিবৃতিতে মামদানি বলেন, এই রায় অভাটিয়াদের জন্য, নাশ্রয়ী জীবনযাপনের জন্য এবং এই মূলনীতির জন্য একটি জয় । নিউ ইয়র্কের কর্মজীবী মানুষ এমন একটি শহরে বসবাসের যোগ্য, যেখানে তাদের সামর্থ্যের মধ্যেই খরচ সীমাবদ্ধ থাকে কারণ আবাসন কোনো বিলাসিতা নয় এটি একটি মৌলিক চাহিদা।

ফেব্রুয়ারি মাসে মামদানি 'রেন্ট গাইডলাইনস বোর্ড'এ হয়জন সদস্য নিয়োগ দেন। নয় সদস্যের এই প্যানেলটি প্রতি বছর সিদ্ধান্ত নেয় যে, ভাড়া নিয়ন্ত্রিত বাড়িগুলোর ভাড়া বাড়ানো যাবে কি না এবং বাড়ালে তা কতটা বাড়ানো যাবে।

জুন মাসের শেষ দিকে, বোর্ডটি ভাড়া অপরিবর্তিত রাখার পক্ষে ভোট দেয়। এর ফলে প্রায় ৬০ বছরের ইতিহাসে প্রথম মেয়াদের মতো এক বছর ও দুই বছর-উভয় মেয়াদের ইজারা চুক্তির ক্ষেত্রেই ভাড়া বৃদ্ধি স্থগিত করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তটি ১ অক্টোবর বা তার পরে শুরু হওয়া ইজারা চুক্তিগুলোর ক্ষেত্রে কার্যকর হবে।

বাড়ির মালিকদের পক্ষের সংগঠনগুলো তাৎক্ষণিকভাবে এই রায়ের নিন্দা জানিয়েছে। সমালোচকদের মতে, বর্তমান মেয়রের ইচ্ছামতো কাজ করার প্রবণতা এই বোর্ডের মধ্যে অস্বাভাবিক। বাদীদের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবীদের মধ্যে একজন হলেন র‍্যান্ডি মাস্টো। বুধবার এক বিবৃতিতে মিস্টার মাস্টো বলেছেন, এই রায়ে তিনি হতাশ হয়েছেন। তাঁর মতে, এই সিদ্ধান্তের ফলে শহরের "ক্ষুদ্র বাড়ির মালিকদের জন্য ধ্বংসাত্মক পরিণতি" নেমে আসবে। তিনি জানান, মামলার সঙ্গে যুক্ত বাড়ির মালিকরা "রায়টি পর্যালোচনা করছেন এবং পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছেন।"

আবারও বিবাহ বিচ্ছেদে সংগীতশিল্পী ন্যান্সি

৬৪ পৃষ্ঠার পর

কাটানোর পর তারা দুজন আলাদা পথে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে বিচ্ছেদের নির্দিষ্ট কোনো কারণ তিনি উল্লেখ করেননি।

ন্যান্সির ব্যক্তিগত জীবনে এটি তৃতীয় বিবাহবিচ্ছেদ। ২০০৬ সালে ব্যবসায়ী আবু সাঈদ সৌরভকে বিয়ের পর ২০১২ সালে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে; সেই সংসারে রোদেলা নামে তাদের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। পরবর্তীতে ২০১৩ সালের মার্চে নাজিবুজ্জামান জায়েদকে বিয়ে করলে ২০২১ সালে দ্বিতীয় সংসারটিরও সমাপ্তি ঘটে এবং সেই সংসারে নায়লা নামে আরেকটি কন্যাসন্তান রয়েছে। এরপর ২০২১ সালের আগস্টে গীতিকার মহসীন মেহেদীর সঙ্গে তৃতীয়বারের মতো বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এই সংগীতশিল্পী।

'জেহাদি' বলা সায়েদকে স্মার্ট বললেন ট্রাম্প

১ পৃষ্ঠার পর

অথচ এই ট্রাম্পই বলেছিলেন, নায়েদ সিনেটর নির্বাচিত হলে ক্যাপিটল হিলে তার জন্য মেটাল ডিটেক্টর বসাবেন ও তার নিজ দেশে পাঠিয়ে দেবেন (যদিও নায়েদের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রেই)। তার বাবা মিশরীয় বংশোদ্ভূত।

নিউইয়র্ক পোস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, আবদুল এল নায়েদ ভালো কাজ করেছেন। তার প্রস্তাবটি নিজের নামে 'ট্রাম্পকেয়ার' করার ধারণাটিও বেশ বুদ্ধিদীপ্ত বলে মন্তব্য করেন প্রেসিডেন্ট। ওবামা কেয়ারের মতো ট্রাম্প কেয়ারকে জনগনের সামনে তুলে ধরার অভিপ্রায়ে নায়েদের প্রস্তাবে সায় দিচ্ছেন।

আবদুল আল সাঈদ সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা, মেডিকেয়ার ফর অল , নতুন করে 'ট্রাম্পকেয়ার' নামে চালু করার প্রস্তাব দিয়েছেন। এ নিয়ে ট্রাম্প বলেন, তিনি আবদুল এল নায়েদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতার কোনো মধ্যপন্থা বের করা সম্ভব যতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।

নির্বাচনী প্রচারণায় সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ছিল নায়েদের অন্যতম প্রধান প্রতিশ্রুতি। চলতি মাসের শুরুতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি 'ট্রাম্পকেয়ার' লেখা একটি সোনালি কার্ডের ছবি প্রকাশ করে প্রেসিডেন্টকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবার স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। অপ্রত্যাশিতভাবে ট্রাম্পও শনিবার ওই পোস্টের স্ক্রিনশট পুনরায় শেয়ার করেন।

ট্রাম্প বলেন, ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে শুরুতে বিরোধ তৈরি হলেও পরবর্তী সময়ে আলোচনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করা সম্ভব। তিনি বলেন, প্রথমে সবকিছুতে ভেটো দিলেও একটা সময় ডেমোক্র্যাটরা আলোচনায় আসবে। তখন স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে সমঝোতা যতে পারে এবং একসঙ্গে অনেক ভালো কাজ করা সম্ভব।

নির্বাচনী প্রচারণার সময় অবশ্য ট্রাম্প ও আবদুল আল সাঈদের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত আক্রমণ চলেছিল। অক্টোবরে এক সমাবেশে ট্রাম্প তাকে 'মোহাম্মদ' বলে সম্বোধন করেন এবং জিহাদি বলে মিথ্যা দাবি করেন। নির্বাচনের কয়েক দিন আগে ফ্লোরিডার এক সমাবেশে তাকে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার কথাও বলেছিলেন ট্রাম্প। যদিও আবদুল এল নায়েদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানেই।

অন্যদিকে, আবদুল আল সাঈদও প্রচারণায় ট্রাম্প প্রশাসন ও সাইল প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তার নাম জিহাদ ধর্ম নয়, বরং মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনার সামর্থ্য না থাকাই আসল সমস্যা।

নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের বড় সাফল্যের পর দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আবদুল এল নায়েদ আগেই জানিয়েছিলেন, রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে যে কারও সঙ্গে বৈঠক করতে প্রস্তুত, যদি তা তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সহায়তা করে। এর মধ্যে রাজনীতিকে অর্থের প্রভাব কমানো, মানুষের পকেটে অর্থ ফেরানো এবং সবার জন্য মেডিকেয়ার চালু করার বিষয় রয়েছে।

এদিকে, আবদুল আল সাঈদের সঙ্গে বৈঠকের আগ্রহ প্রকাশের পর গত সপ্তাহে সাইল প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের দপ্তর থেকেও তার সঙ্গে যোগাযোগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

নিউইয়র্কে ইমিগ্রেশন পুলিশের হাতে আটক সিলেটের নজরুল

৬৪ পৃষ্ঠার পর

নজরুল গত বৃহস্পতিবার ১৯ নভেম্বর বিমানে করে এক বন্ধুর সাথে নিউইয়র্ক থেকে মিশিগানে যাচ্ছিলেন। জেএফকেতে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তার স্ট্যাটাস দেখতে গিয়ে আটক করে ফেলে। তাকে গ্রেফতার করে প্রথমে নিউজার্সি আইস ডিটেনশন সেন্টারে নেয়া হয়। এরপর নিউইয়র্কের বাফেলোতে আইস ডিটেনশন সেন্টারে স্থানান্তর করা হয়েছে।

নজরুল ইসলাম সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার বাসিন্দা। গত ৫ বছর ধরে নিউইয়র্কে বাস করেন। তার এসাইলাম কেস পেন্ডিং রয়েছে। ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কাজ করছিলেন। তিনি একাই নিউইয়র্কে বসবাস করেন। তার পরিবার রয়েছে বিয়ানীবাজারে। তার গ্রেফতারের ঘটনায় সহযোগিতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রস্থ বিয়ানীবাজার সমিতি এগিয়ে এসেছে। সংগঠনটি সাধারন সম্পাদক রেজাউল আলম অপু আগামীর সময়কে বলেন, নজরুলের জামিনের ব্যবস্থার জন্য এটর্নিদের সাথে যোগাযোগ করছি। তার আত্মীয়স্বজনকেও বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। বিমানে মিশিগানে যাবার পথে তার এ ঘটনা ঘটে।

এ ব্যাপারে এটর্নি মইন চৌধুরী আগামীর সময়কে বলেন, যাদের বৈধ কাগজপত্র নেই তাদের কোনভাবেই বিমানে যাতায়াত করা উচিৎ নয়। এমন একটি ঘটনার মাশুল দিতে হলো নজরুল ইসলামকে। যাদের এসাইলামের আবেদন পেন্ডিং কিংবা কোর্টে আছে তাদেরকে অবশ্যই সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

বাফেলোতে বাস করেন বাংলাদেশি সাংবাদিক আরিফুল ইসলাম। তিনি প্রতিবেদককে বলেন, বাফেলো ডিটেনশন সেন্টারে প্রায় ৫০ জন বাংলাদেশি আটক রয়েছেন। এরমধ্যে গত ৩ মাসে ১২ জনকে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপোর্ট করেছে।

তারেক রহমানের জন্মদিনে বিএনপির আলোচনা সভা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

স্থিতিশীলতা কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আলহাজ্ব সোলায়মান ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন বিএনপি নেতা এবাদ চৌধুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ এবং প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাচ্চু।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসীম ভূঁইয়া, বিএনপি চেয়ারম্যানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য গোলাম ফারুক শাহীন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা আনোয়ার হোসেন, এম এ সবুর, কাজী আজম, ফিরোজ আহমেদ, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহ্বায়ক সভাপতি জসিম উদ্দিন, যুবদলের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা এম এ বাতিন, বিএনপি নেত্রী সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রদলের সদস্যসচিব জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী, বিএনপি নেতা ফারুক মজুমদার, হেলাল উদ্দিন, সৈয়দ মুরাদুল হাসান রেজা, নুরুজ্জামান, সাত্তার সরকার, স্টেট বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক দেওয়ান কাউন্সার, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম জনি, সিটি বিএনপির নেতা খলকুর রহমান, আ জ ম জাহাঙ্গীর, স্টেট বিএনপির নেতা রিয়াজ মাহমুদ, আব্দুল আহাদ, জিউক খান, নূরে আলম, ড. রফিক, মানুদ রানা, মনিরুল ইসলাম, মানিক, কৃষিবিদ সোলায়মান ও মইনুদ্দিন নটু ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গিয়াস আহমেদ বলেন, বাংলাদেশকে আবারও অস্থিতিশীল করে একটি গণাধিকৃত মহল রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। প্রবাসেও তাদের তৎপরতা রয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এ পরিস্থিতিতে দেশপ্রেমিক প্রবাসীদের সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে সব ধরনের অপতৎপরতা প্রতিহত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন মাওলানা মোজাম্মেল হক।



লেখকের অঙ্গন'র ৩১তম গ্রন্থালোচনা সভা

৩ পৃষ্ঠার পর

অনন্য পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন। তাঁর উদ্যোগে নবীন ও প্রবীণ লেখকদের মধ্যে বইপাঠ, গ্রন্থালোচনা ও সাহিত্যবিষয়ক যুক্ত মতবিনিময়ের মাধ্যমে একটি সৃজনশীল সেতুবন্ধন তৈরি হয়েছে।

প্রথমে হুমায়ূন আহমেদের 'প্রেমের গল্প' থেকে 'সুখী মানুষ' 'অতিথি' ও 'শঙ্খমালা' গল্প নিয়ে আলোচনা করেন কবি ও সাবেক ব্যাংকার মোস্তাফা মহিবুর রহমান। মানুষের সুখ, দুঃখ, অনুভূতি, সম্পর্ক ও জীবনবোধের বিভিন্ন দিক আলোচনায় উঠে এসেছে। লেখকের সহজ ভাষা, সাবলীল বর্ণনা ও চরিত্রের স্বাভাবিক উপস্থাপনায় গল্পগুলোকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

পরে কবি, লেখক ও প্রাবন্ধিক এবিএম নাসেহউদ্দিন আলোচনা করেন আবু নঈদ আইয়ুব'র লেখা 'পাহু' জনের সখা' বইয়ের উপর। পাহুজনের সখা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও জীবনদর্শনভিত্তিক একটি মননশীল প্রবন্ধগ্রন্থ'। এতে রবীন্দ্রকবিতা, গান, প্রেম, দুঃখ, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার গভীর বিশ্লেষণ রয়েছে। লেখক যুক্তি, দর্শন ও নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে নতুনভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ করে দিয়েছেন। বইটি রবীন্দ্রসাহিত্য অনুধাবন ও চিন্তার জগৎ সমৃদ্ধ করার একটি মূল্যবান সংযোজন।

আলোচক কবি ও লেখক রাজিয়া নাজনী, আহমদ ছফার 'ওঙ্কার' বই নিয়ে আলোচনা করেন। ভাষা আন্দোলনের চেতনা ও বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংগ্রামভিত্তিক একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। একটি বোবা মেয়ের নীরবতার মধ্য দিয়ে লেখক একটি জাতির অবদমিত কণ্ঠস্বরকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরেছেন। ভাষা, অধিকার, প্রতিবাদ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা উপন্যাসটির মূল ভাবনা। ছোট পরিসরে গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রকাশ পেয়েছে।

সবশেষে আলোচনা করেন কবি ও লেখক মনিজা রহমান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' ছোটগল্প নিয়ে। এতে গ্রামীণ জীবন, সাধারণ মানুষের বাস্তবতা ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের প্রতিফলন ঘটেছে।

লেখকের বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ গল্পটিকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। মানুষের জীবনসংগ্রাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সামাজিক টানাপোড়েন গল্পের মূল আকর্ষণ।

সার্বিক মূল্যায়ন হলো চারটি সাহিত্যকর্মে ভালোবাসা, জীবনদর্শন, ভাষার অধিকার ও সামাজিক বাস্তবতার ভিন্ন ভিন্ন দিক উঠে এসেছে। সাহিত্য যে আনন্দের পাশাপাশি চিন্তা, মনন ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে, আলোচনাগুলো তারই প্রতিফলন।

নিউইয়র্কে ইউনাইটেড হিন্দুস্ ও আ.লীগের মধ্যে হট্টগোল

১ পৃষ্ঠার পর

২২ নভেম্বর সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের জাইভারসিটি প্রাজায় এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের কথা এই চিহ্নিত মহল থেকে বারবারই অপপ্রচারের অভিযোগ রয়েছে। এবার আ. লীগের হাতে চরমভাবে নাজেহাল হলো ইউনাইটেড হিন্দুর এক নেতা। তাকে জুতা পেটা করার ঘোষণা দেয় যুবলীগের এক নেতা। ইউনাইটেড হিন্দুস্ অব ইউএসএ'র বক্তরা নিজেদেরকে বাংলাদেশি দাবী করলেও তারা বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদীও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধীকারীর হস্তক্ষেপ কমনা করেন।

প্রতিবাদ সমাবেশে ইউনাইটেড হিন্দুস্ অব ইউএসএ'র এক বক্তার মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ইউনাইটেড হিন্দুস্ অব ইউএসএ এবং যুক্তরাষ্ট্র আ.লীগের (পূর্বাঞ্চল) মধ্যে হৈ চৈ-হট্টগোল আর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় প্রকাশ্যে। উত্তেজনার এক পর্যায়ে ইউনাইটেড হিন্দুস্ অব ইউএসএ তাদের সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষনা করে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আ. লীগ ড. প্রদীপ রঞ্জন করের সভাপতিত্বে এবং আব্দুল হাসিব মান্নুনের সঞ্চালনায় তাদের সমাবেশ চালিয়ে যায়।

ইউনাইটেড হিন্দুস্ অব ইউএসএ'র সভাপতি ভজন সরকারের সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রামদাশ ঘরামীর সঞ্চালনায় প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শিতাংশু গুহ , স্বীকৃতি বড়ুয়া, ভজন সরকার, সুশিল সিনহা, ড. প্রদীপ রঞ্জন কর, মঞ্জুর চৌধুরী, বিদ্যুত সরকার, সমীর রায়, নুরুজ্জামান সর্দার, দীলিপ কে. নাথ, জয়দেব কুমার গাইন, জামাল হোসেন, দীনেশ মজুমদার, জাহিদুল হক, জামাল হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা ফারুক হোসাইন, টি মোল্লা, শাহ বখতিয়ার হোসেনসহ আরও অনেকে।

বক্তরা আরও বলেন,বাংলাদেশে যখন মৌলবাদ শক্তির উত্থান হয় এবং সংখ্যালঘুদের উপর নেমে আসে অত্যাচার নির্যাতন তখন কোন রাজনৈতিক দলই এগিয়ে আসে না। '৭৫ সালের পর সব সরকারের আমলেই সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হয়েছে। বর্তমান বিএনপি সরকারকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক সরকার আখ্যায়িত করে সমাবেশ থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আ. লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়, এর পর যদি সংখ্যালঘুদের ওপর এবং আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের কোন রকম অত্যাচার-নির্যাতন নেমে আসে তবে বিদেশ থেকে সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করা হবে।

সমাবেশের মাঝপথে ইউনাইটেড হিন্দু কাউন্সিলের বক্তা জয়দেব কুমার গায়েনের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আ. লীগের কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে । ফলে শুরু হয় বিশৃঙ্খলা ও হৈ-হট্টগোল । জয়দেব গাইন তার বক্তব্যে বলেন, অনেকের ধারনা যে, বাংলাদেশের হিন্দুরা আওয়ামী লীগের সমর্থক। সেই অজুহাত এখানে আওয়ামী লীগের সাথে ইউনাইটেড হিন্দুস্ অব ইউএসএ'র যৌথ সভা করার কারণে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন নেমে আসতে পারে । তাই আওয়ামী লীগের সাথে এই সমাবেশ না করলেই ভালো হতো। এই বক্তব্য দেয়ার পরেই শুরু হয় বিশৃঙ্খলা। আওয়ামী লীগের কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ একাংশের সাবেক সভাপতিসহ দুই-একজন গায়েনকে 'বিএনপির দালাল' বলে গালিগালাজ করেন এবং তাকে জুতা দিয়ে পেটানো দরকার বলেও চিৎকার করেন। তা ছাড়াও জয়দেব গায়েনকে অশ্লীল ভাষায় গালি দেন। এসময় দুই পক্ষের নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার আ. লীগ তাদের সমাবেশ চালিয়ে যায়।

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি



Member of FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE | L1A VISA | E2 VISA | POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

রেনোভেশন/রিপিয়ার/কনস্ট্রাকশন

আপনি কি বাসা-বাড়ির কাজের জন্য লোক খুঁজছেন?
আমরা আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি।



আমরা Binghamton এ কাজ করে থাকি

আমাদের কাজসমূহঃ

* গরম পানির ট্যাঙ্ক ইনস্টলেশন/ মেরামত
* যে কোন প্রকার পাম্বিলিংয়ের কাজ/বাথরুম/কিচেন/অন্যান্য
* যে কোন প্রকার টাইলসের কাজ/নতুন ইনস্টলেশন/রিপ্লেস/ রেনোভেশন
* নতুন বাথরুম ইনস্টলেশন/রিপিয়ার
* কার্পেটিং/নতুন রুম/এক্সটেনশন
* ড্রাই ওয়াল/পেইন্ট/রি-পেইন্ট
* ব্যাকইয়ার্ড/ডক/বারান্দা/ছাদ
* উড ফ্লোর/পলিশ/নতুন ইনস্টলেশন/ক্লিনিং
* অয়েল হিটিং সিস্টেম পুরনোটি রিপ্লেস এবং নতুন থার্মাল ইনস্টলেশন।

Free ইস্টিমেট করা হয়ে থাকে

যোগাযোগঃ

WOVENA CONSTRUCTION INC

172-11, 93 Ave, Jamaica, NY 114333

Phone: 347-822-9052, 716-828-6677

wovenatexusa@gmail.com

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)





KARNAFULLY
TRAVEL INC.

বিশেষ সুবিধা:
মহিলাদের জন্য আলাদা
মহিলা গাইডের
সুব্যবস্থা রয়েছে।

এক্সক্লুসিভ ওমরাহ প্যাকেজ
নভেম্বর ২০২৬

ভ্রমণ তারিখ

জেএফকে - জেদ্দা	মদিনা - জেএফকে	মোট দিন
৪ নভেম্বর	১৪ নভেম্বর	৯ দিন (২টি জুম্মা - মক্কা ও মদিনায়)

প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত:

- বিমান টিকিট (যাতায়াত)
- ভিসা
- ৫-তারকা হোটেল হারাম শরীফের কাছে (ক্লক টাওয়ারে) ভিআইপি নাস্তার ব্যবস্থা।
- লাক্সারি বাসে সম্পূর্ণ স্থল পরিবহন (বিমানবন্দর থেকে বিমানবন্দর)
- গাইডের সাথে উমরাহ পালন
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থান ভ্রমণ (গাইড সহ)।
- মক্কা তায়েফ এবং মদিনা ওয়াদি-ই-জ্বিন অতিরিক্ত ভ্রমণ।
- মহিলাদের জন্য আলাদা মহিলা গাইডের সুব্যবস্থা আছে।
- রাওদার পারমিট পেতে সহায়তা করা হয়।

প্রতি রুমে ৪ জন

KARNAFULLY TRAVEL INC.
37-16 73rd St. Suite #201 FR, Jackson Heights, NY 11372
facebook Karnafully Hajj & Umrah service
Office : 718-205-6050
Celll & WhatsUp : 917 691 7721
Celll & WhatsUp : 646 724 5933 (MINU)
karnafullytravel@yahoo.com | www.karnafullytravel.com

বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের বাস্তব ভিত্তি : বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব

৬ পৃষ্ঠার পর

উৎপাদন খাতের বহু উপকরণও চীন থেকে আমদানি করা হয়।

অর্থাৎ চীন থেকে আমদানিকৃত অনেক উপকরণ সরাসরি বাংলাদেশের উৎপাদন কাঠামোর অংশ হয়ে যায় এবং পরবর্তী সময়ে দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখে। উন্নয়ন অর্থনীতিতে এ ধরনের আমদানিকে প্রায়ই 'উৎপাদনশীল আমদানি' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও ভিয়েতনামসহ বহু উদীয়মান অর্থনীতি তাদের শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বিপুল পরিমাণ মূলধনী যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ও কাঁচামাল আমদানি করেছিল। পরবর্তী সময়ে এসব উপকরণ ব্যবহার করেই তারা রপ্তানিমুখী শিল্প অর্থনীতি গড়ে তুলেছে।

তবে সব শিল্প-সম্পর্কিত আমদানিই যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উৎপাদনশীল বা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক, তা মনে করার কারণ নেই। কোনো আমদানি প্রকৃত অর্থে উৎপাদনশীল কি না, তা নির্ভর করে সেই আমদানি থেকে কতটা স্থানীয় মূল্য সংযোজন হচ্ছে, উৎপাদনশীলতা কতটা বাড়ছে এবং শেষ পর্যন্ত তা কতটা রপ্তানি আয়, কর্মসংস্থান কিংবা আমদানি বিকল্প উৎপাদন তৈরি করছে, তার ওপর। একই সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদে অতিরিক্ত বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা অর্থনৈতিক সম্পর্কে কাঠামোগত দুর্বলতার ইঙ্গিত দিতে পারে। যদি আমদানি দ্রুত বাড়তে থাকে কিন্তু রপ্তানি তুলনামূলকভাবে ছবির থাকে, তাহলে বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ, একক বাজারের ওপর নির্ভরশীলতা এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। সুতরাং বাংলাদেশের জন্য চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার মূল প্রশ্ন শুধু বাণিজ্য ঘাটতি কমানো নয়; বরং কীভাবে এই সম্পর্ককে আরও ভারসাম্যপূর্ণ, উৎপাদনশীল এবং পারস্পরিক লাভজনক করা যায়, সেটি নিশ্চিত করা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন রপ্তানি বহুমুখীকরণ, চীনা বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, যৌথ বিনিয়োগ, প্রযুক্তি ছানান্তর, মূল্য সংযোজনভিত্তিক শিল্প উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক উৎপাদন শৃঙ্খলে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বাড়ানো। অর্থনৈতিক সম্পর্ক তখনই টেকসই হয়, যখন তা একমুখী বাণিজ্য থেকে বেরিয়ে এনে যৌথ প্রবৃদ্ধি, শিল্প সহযোগিতা এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বে রূপ নেয়। বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের ভবিষ্যৎ শক্তি নির্ধারিত হবে মূলত এই রূপান্তর কতটা সফলভাবে ঘটানো যায়, তার ওপর।

চীনের অর্থনীতি যত বড়, তার বাজারও তত বিশাল। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ভোক্তা ও আমদানিকারক বাজার হিসেবে চীন উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। কৃষিপণ্য, সামুদ্রিক পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, ওষুধ, পাটজাত পণ্য, হালকা প্রকৌশল পণ্য, সিরামিক, প্লাস্টিকজাত পণ্য, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য এবং তথ্যপ্রযুক্তি সেবাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প, চামড়া শিল্প, হিমায়িত মাছ ও সামুদ্রিক পণ্য, পাটভিত্তিক পরিবেশবান্ধব পণ্য এবং কিছু বিশেষায়িত কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য। তবে সম্ভাবনা থাকা আর সেই সম্ভাবনাকে বাণিজ্যিক সাফল্যে রূপান্তর করা এক বিষয় নয়। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার জন্য শুধু পণ্যের প্রাপ্যতা যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন মান, উৎপাদন সক্ষমতা, মূল্য প্রতিযোগিতা, সরবরাহের ধারাবাহিকতা এবং বাজার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান। তাই বাংলাদেশ-চীন

বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক দিক হলো চীনের শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা।

২০২৪ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে চীন তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে এমন অল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য ১০০ শতাংশ ট্যারিফ লাইনে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার কার্যকর করেছে। বাংলাদেশও এই সুবিধার আওতাভুক্ত। তবে ট্যারিফ কোটার আওতাভুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কোটার সীমার বাইরে একই সুবিধা প্রযোজ্য নয়। বাংলাদেশের জন্য এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সুযোগ। কিন্তু শুধু বাজার উন্মুক্ত হলেই হবে না; সেই সুযোগ কাজে লাগানোর সক্ষমতাও থাকতে হবে। বাস্তবে অনেক উন্নয়নশীল দেশ বাজারপ্রবেশের আনুষ্ঠানিক সুযোগ পেলেও পণ্যের মান (কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স), পরিমাণ, সরবরাহের ধারাবাহিকতা, ব্র্যান্ডিং, সার্টিফিকেশন এবং লজিস্টিকস সমস্যার কারণে সেই সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এই চ্যালেঞ্জগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা থেকে উত্তরণের প্রস্তুতিকাল ২০২৯ সালের ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়ায় এই সময়কে রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। তবে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা স্থায়ী বা সব ধরনের অশুল্ক বাধামুক্ত প্রবেশাধিকারের নিশ্চয়তা দেয় না। পণ্যের মান, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত শর্ত, উৎসবিধি (রুলস্ অব অরিজিন), পরীক্ষাগার সনদ এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক শর্ত পূরণ করতে হবে। বিশেষ করে কৃষি ও খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান, ট্রেসেবিলিটি এবং স্বচ্ছতাবিধি নিশ্চিত করা অপরিহার্য। ফলে বাংলাদেশের জন্য বাজারপ্রাপ্তির পাশাপাশি বাজারে প্রবেশের বাস্তব সক্ষমতা তৈরি করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই বাংলাদেশের একটি দীর্ঘমেয়াদি দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা প্রায়ই বাজারপ্রাপ্তিকে সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করি, কিন্তু বাজারে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় মান, উৎপাদন ক্ষমতা, সরবরাহ ব্যবস্থা, গবেষণা, প্যাকেজিং, বিপণন এবং রপ্তানি কৌশল নিয়ে তুলনামূলকভাবে কম মনোযোগ দিই। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুযোগ সৃষ্টি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সেই সুযোগ ব্যবহার করার সক্ষমতা তৈরি করাও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন অর্থনীতিতে একে বলা হয় 'সরবরাহ-দিকের সক্ষমতা' (সাপ্লাই-সাইড কেপাসিটি)। যদি উৎপাদন ধারাবাহিক না হয়, মান আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে না পৌঁছায়, সময়মতো সরবরাহ নিশ্চিত করা না যায় এবং রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যাপ্ত সহায়তা না পায়, তাহলে শুল্ক সুবিধা থেকেও প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের জন্য তাই প্রয়োজন একটি সুপরিকল্পিত 'চীনা বাজারমুখী রপ্তানি কৌশল'। এই কৌশলের মধ্যে থাকতে হবে সম্ভাবনাময় পণ্যের নির্বাচন, মান নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো শক্তিশালী করা, পরীক্ষাগার ও সার্টিফিকেশন সক্ষমতা বৃদ্ধি, কৃষি ও খাদ্যপণ্যের ট্রেসেবিলিটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা, রপ্তানিকারকদের জন্য বাজারসংক্রান্ত তথ্য ও বিপণন সহায়তা প্রদান এবং চীনা বাজারে দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্যিক উপস্থিতি নিশ্চিত করা। ওষুধ শিল্পের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান ও নিয়ন্ত্রক অনুমোদন, চামড়া শিল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত উৎপাদন ও সার্টিফিকেশন, পাটজাত পণ্যের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব বিকল্পের বাজার এবং কৃষি ও সামুদ্রিক পণ্যের ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা ও সরবরাহের ধারাবাহিকতা বিশেষ গুরুত্ব পাওয়া উচিত। একই সঙ্গে চীনের বিভিন্ন প্রদেশ ও অঞ্চলের বাজার চাহিদা, ভোক্তা আচরণ এবং বাণিজ্যিক বিধিবিধান সম্পর্কে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের যথাযথ তথ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দিতে হবে।

বাংলাদেশ-চীন অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হওয়া উচিত বিনিয়োগ এবং যৌথ শিল্পায়ন। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অভিজ্ঞতা দেখায়, যে দেশগুলো শুধু বিদেশি পণ্যের বাজার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তারা দীর্ঘমেয়াদে তুলনামূলকভাবে সীমিত অর্থনৈতিক সুফল পেয়েছে। বিপরীতে যে দেশগুলো বিদেশি বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে উৎপাদন, প্রযুক্তি এবং শিল্প সক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছে, তারাই টেকসই অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও মূল প্রশ্ন হলো, আমরা কি চীনের সঙ্গে সম্পর্ককে কেবল আমদানি-রপ্তানির পর্যায়ে রাখব, নাকি এটিকে উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বে উন্নীত করব? এই প্রশ্নের উত্তরই আগামী দশকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রকৃত গভীরতা নির্ধারণ করবে। বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগের বাস্তব অবস্থা এই আলোচনায় বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে যেসরকারি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪.৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে হংকং থেকে বিনিয়োগ এসেছে আরও প্রায় ১৭৩ মিলিয়ন ডলার। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হংকংসহ চীনা বিনিয়োগের মোট স্থিতি ছিল প্রায় ২.৬৭ বিলিয়ন ডলার। এই পরিসংখ্যান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চীনের বিনিয়োগের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব তুলে ধরে। তবে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি বিনিয়োগের প্রকৃতি, স্থানীয় অর্থনীতিতে তার অবদান এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা সৃষ্টির বিষয়গুলোও সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বিশ্ব অর্থনীতিতে বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হলো উৎপাদন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস। ক্রমবর্ধমান শ্রম ব্যয়, ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা, সরবরাহ শৃঙ্খলের বৈচিত্র্যকরণ, আঞ্চলিক উৎপাদন নেটওয়ার্কের বিস্তার এবং ঝুঁকি হ্রাসের কৌশলের কারণে বহু বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান নতুন উৎপাদন কেন্দ্র খুঁজছে। একসময় যে উৎপাদন কার্যক্রম প্রায় সম্পূর্ণভাবে চীনে কেন্দ্রীভূত ছিল, তার একটি অংশ এখন দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ভারত ও থাইল্যান্ড ইতোমধ্যে এই পুনর্বিন্যাসের উল্লেখযোগ্য সুবিধা পেয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশও একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনার দেশ। বৃহৎ শ্রমশক্তি, প্রতিযোগিতামূলক মজুরি, ক্রমবর্ধমান অবকাঠামো উন্নয়ন, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য একটি অনুকূল ভিত্তি তৈরি করেছে। চীনা বিনিয়োগ বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোকে উৎপাদনমুখী শিল্প ছাপনে ব্যবহৃত হলে তা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রযুক্তি ছানান্তর, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং শিল্প বৈচিত্র্যকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষত ইলেকট্রনিকস, হালকা প্রকৌশল, যন্ত্রাংশ উৎপাদন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি সরঞ্জাম, রাসায়নিক শিল্প, টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পে যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে। এই ধরনের বিনিয়োগ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শুধু বৃহত্তর করবে না; বরং আরও জটিল, বৈচিত্র্যময় এবং উচ্চ মূল্য সংযোজনসম্পন্ন উৎপাদন কাঠামোর দিকে এগিয়ে নিতে পারে। একই সঙ্গে চীনা প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়া, ইউরোপ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের একটি রপ্তানি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। তবে এর জন্য প্রয়োজন সুস্পষ্ট শিল্পনীতি, দক্ষ জনশক্তি, নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ ও লজিস্টিকস ব্যবস্থা, চুক্তি বাস্তবায়নের সক্ষমতা এবং একটি স্থিতিশীল ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিদেশি বিনিয়োগ এলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রযুক্তি ছানান্তর ঘটে না। অনেক ক্ষেত্রে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজস্ব প্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনা এবং সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। ফলে বিনিয়োগের অর্থনৈতিক সুফল স্থানীয় অর্থনীতিতে কতটা ছড়িয়ে পড়ছে, তা নির্ভর করে স্থানীয় শিল্পের সঙ্গে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সংযোগ, স্থানীয় সরবরাহকারীদের অংশগ্রহণ, কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি আয়ত্তকরণের সুযোগের ওপর। বাংলাদেশের উচিত চীনা বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে শুধু বিনিয়োগের পরিমাণ বা প্রকল্পের সংখ্যা বিবেচনা না করে স্থানীয় মূল্য সংযোজন, কর্মসংস্থান, প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ, গবেষণা সহযোগিতা এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকে গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বিবেচনা করা। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নধারা হলো 'বাণিজ্য থেকে বিনিয়োগ (ট্রেইড টু ইনভেস্টমেন্ট), বিনিয়োগ থেকে প্রযুক্তি (ইনভেস্টমেন্ট টু টেকনোলজি) এবং প্রযুক্তি থেকে উন্নয়ন (টেকনোলজি টু ডেভেলপমেন্ট)'। নবীন উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, তারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করেছে। সেই বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ও উৎপাদন সক্ষমতা অর্জন করেছে এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলো ব্যবহার করে নিজস্ব শিল্প ও উদ্ভাবনভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলেছে। দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর এবং সাম্প্রতিক সময়ে ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা এই ধারার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে। তবে এই রূপান্তর স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে না। এসব দেশের সাফল্যের পেছনে শুধু বিদেশি বিনিয়োগ নয়; বরং সুস্পষ্ট রাষ্ট্রীয় শিল্পনীতি, শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রযুক্তি আয়ত্তকরণ, গবেষণা এবং রপ্তানিমুখী উৎপাদনের সমন্বিত প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের জন্যও এই রূপান্তরমূলক পথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক যদি কেবল আমদানি-রপ্তানির পরিসংখ্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে এর সম্ভাবনার একটি বড় অংশ অপূর্ণ থেকে যাবে। বাংলাদেশ-চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে, যেখানে যৌথ গবেষণা, প্রযুক্তি ছানান্তর, শিল্প সহযোগিতা, দক্ষতা উন্নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্প অংশীদারিত্ব এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন অর্থনৈতিক সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছান পায়। বিশেষ করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন, রোবটিকস, স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল অবকাঠামোর মতো ক্ষেত্রে সহযোগিতা ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সম্পর্কের নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। বাংলাদেশ যদি শুধু প্রস্তুত পণ্য আমদানিকারক হয়ে থাকে, তাহলে প্রযুক্তিগত নির্ভরতা বাড়বে; কিন্তু যদি যৌথ উৎপাদন, গবেষণা, প্রযুক্তি আয়ত্তকরণ ও দক্ষতা উন্নয়নের পথে এগোয়, তাহলে দীর্ঘমেয়াদে নিজস্ব সক্ষমতা তৈরি হবে। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা গড়ে তোলা জরুরি। চীনা বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ গবেষণা, প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময় এবং শিল্পভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের কর্মসূচি চালু করা যেতে পারে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের তরুণ প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ এবং উদ্যোক্তাদের জন্য বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি আয়ত্তকরণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বিদেশি প্রযুক্তি আমদানি করার পাশাপাশি সেই প্রযুক্তি ছানীয়ভাবে পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন এবং নতুন উদ্ভাবনে ব্যবহার করার সক্ষমতা অর্জনই হওয়া উচিত দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য।

তবে চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার পাশাপাশি ঝুঁকি ও নির্ভরশীলতার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। বিদেশি বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো এবং জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য। উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিজ্ঞতা দেখায়, বিদেশি বিনিয়োগ তখনই সর্বাধিক উপকারী হয়, যখন তা ছানীয় অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়, ছানীয় সক্ষমতা ও সরবরাহকারী তৈরি করে, জনশক্তির দক্ষতা উন্নয়ন ঘটায় এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ায়। বিনিয়োগ এমন হতে হবে, যা ছানীয় শিল্পকে শক্তিশালী করবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, রপ্তানি সক্ষমতা বাড়াবে এবং অর্থনীতির উৎপাদনশীল ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করবে। একই সঙ্গে পরিবেশগত মান, শ্রমিক অধিকার, করনীতি, প্রতিযোগিতা, প্রকল্পের স্বচ্ছতা এবং আর্থিক জবাবদিহির বিষয়গুলোও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। বাংলাদেশের লক্ষ্য হওয়া উচিত চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ করা, কিন্তু সেই সম্প্রসারণ যেন নতুন কোনো একমুখী নির্ভরশীলতার কাঠামো তৈরি না করে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা। গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের কাঁচামাল, প্রযুক্তি কিংবা যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে একটি দেশের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। একইভাবে বিদেশি ঋণ, বিনিয়োগের শর্ত, প্রকল্পের আর্থিক কার্যকারিতা এবং বৈদেশিক মুদ্রার দায় যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করবে বাংলাদেশের নিজস্ব উৎপাদন সক্ষমতা, দর-কষাকষির ক্ষমতা এবং বিকল্প বাজার ও সরবরাহ উৎস বাজায় রাখার সামর্থ্যের ওপর। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করার পাশাপাশি ভারত, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র এবং আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ করাও বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের বহুমুখীকরণ বাংলাদেশের কৌশলগত স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিক দর-কষাকষির সক্ষমতা বাড়াবে।

কেবল আমদানিনির্ভর ভোগবাদী অর্থনীতি গড়ে তোলা একটি স্বাধীন দেশের জন্য কোনো দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কৌশল হতে পারে না। টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উৎপাদনশীল বিনিয়োগ, শিল্প সক্ষমতা, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং দক্ষ মানবসম্পদের সমন্বিত বিকাশ। বাংলাদেশ-চীন অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের প্রকৃত সাফল্য তখনই অর্জিত হবে, যখন এই সম্পর্ক বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও উৎপাদনমুখী, প্রযুক্তিনির্ভর, বহুমুখী এবং বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত একটি অর্থনীতিতে রূপান্তর করতে সহায়তা করবে। অর্থাৎ লক্ষ্য হওয়া উচিত শুধু বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়ানো নয়; বরং এমন একটি অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা, যা বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি শিল্পায়ন, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং জাতীয় সমৃদ্ধির ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করবে। এই বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে চীনের প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-মিয়ানমার-চীন অর্থনৈতিক করিডোর বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ২০২৬ সালের জুনে বেইজিংয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও চীনের প্রেসিডেন্টের বৈঠকে এই করিডোরের প্রস্তাব আলোচনায় আসে। প্রস্তাবিত উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ইউনান প্রদেশের সঙ্গে মিয়ানমার হয়ে বাংলাদেশের যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা। এর মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে নতুন বাণিজ্যিক ও পরিবহন সংযোগ গড়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় এ ধরনের উদ্যোগ আঞ্চলিক উৎপাদন, বাণিজ্য, পরিবহন এবং লজিস্টিকস ব্যবস্থায় নতুন সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। তবে এই প্রস্তাবকে অতীতের বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার (বিসিআইএম) অর্থনৈতিক করিডোরের সঙ্গে এক করে দেখা উচিত নয়। এটা ছিল চার দেশের অংশগ্রহণে একটি বৃহত্তর আঞ্চলিক সংযোগ উদ্যোগ। অন্যদিকে নতুন বাংলাদেশ-মিয়ানমার-চীন করিডোরের প্রস্তাবের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কাঠামো ভিন্ন। প্রস্তাবিত নতুন সংযোগের একটি সম্ভাব্য পথ চীনের ইউনান প্রদেশের কুনমিং থেকে মিয়ানমারের রাখাইন অঞ্চলের কিয়াউকফিউ বন্দর হয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সমুদ্রপথে সংযোগ ছাপন।

প্রকৃতপক্ষে এই রুট, পরিবহনব্যবস্থা, বাংলাদেশের কোন বন্দর ব্যবহার করা হবে, সম্ভাব্য পণ্য পরিবহনের পরিমাণ এবং অর্থনৈতিক কার্যকারিতা কোনোটিই এখনো চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়নি। ফলে উদ্যোগটিকে একটি প্রস্তাবিত আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংযোগ কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করাই যথাযথ।

এই করিডোর বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি হতে পারে। প্রথমত, আঞ্চলিক বাণিজ্য ও পরিবহন সংযোগ সম্প্রসারিত হলে পণ্য পরিবহনের সময় ও ব্যয় কমানোর সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের বন্দর, সড়ক, রেল, নৌপরিবহন এবং লজিস্টিকস খাতে নতুন বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশের উৎপাদনমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক উৎপাদন নেটওয়ার্কের সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত হতে পারে।

চতুর্থত, বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য নতুন বাজারে প্রবেশের সুযোগ পেতে পারে। অর্থাৎ বাংলাদেশকে কেবল একটি ভোক্তা বাজার হিসেবে নয়, বরং উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন ও রপ্তানির একটি সম্ভাবনাময় আঞ্চলিক কেন্দ্রে পরিণত করার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। তবে এই সম্ভাবনাকে বাস্তব অর্থনৈতিক সুফলে রূপান্তর করতে হলে কয়েকটি মৌলিক বাস্তবতা বিবেচনায় নিতে হবে। মিয়ানমারের চলমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, বিশেষত রাখাইন অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতি, এই করিডোরের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ। সেখানে চলমান সংঘাত, বিভিন্ন পক্ষের নিয়ন্ত্রণ এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিবেচনায় না নিয়ে কোনো দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামোগত বা বাণিজ্যিক পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব নয়। পাশাপাশি প্রকল্পের অর্থায়ন কাঠামো, সম্ভাব্য রুট, পরিবহন ব্যয়, বাণিজ্যিক কার্যকারিতা, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর রাজনৈতিক সম্মতি এবং বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোও সতর্কতার সঙ্গে মূল্যায়ন করতে হবে।

বাংলাদেশের উচিত এই প্রস্তাবকে কোনো ভূরাজনৈতিক পক্ষের স্বার্থের সম্প্রসারণ হিসেবে না দেখে নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বার্থ, আঞ্চলিক সংযোগ এবং জাতীয় নিরাপত্তার আলোকে মূল্যায়ন করা।

করিডোরটি কেবল চীনা পণ্য পরিবহনের সুবিধা সৃষ্টি করলে বাংলাদেশের প্রত্যাশিত সুফল সীমিত থাকবে। বরং বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং ছানীয় ব্যবসায়ীদের জন্য সমানভাবে কার্যকর বাণিজ্যিক সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। কোন বাংলাদেশি বন্দর ব্যবহার করা হবে, পরিবহন ব্যয় কত হবে, পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক স্বার্থ কতটা সুরক্ষিত থাকবে এবং বিনিয়োগের আর্থিক দায় কীভাবে বণ্টিত হবে এসব প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর প্রয়োজন। একই সঙ্গে রোহিঙ্গা সংকট এবং রাখাইন অঞ্চলের স্থিতিশীলতার বিষয়টিও বা

সামার সেল! সামার সেল!

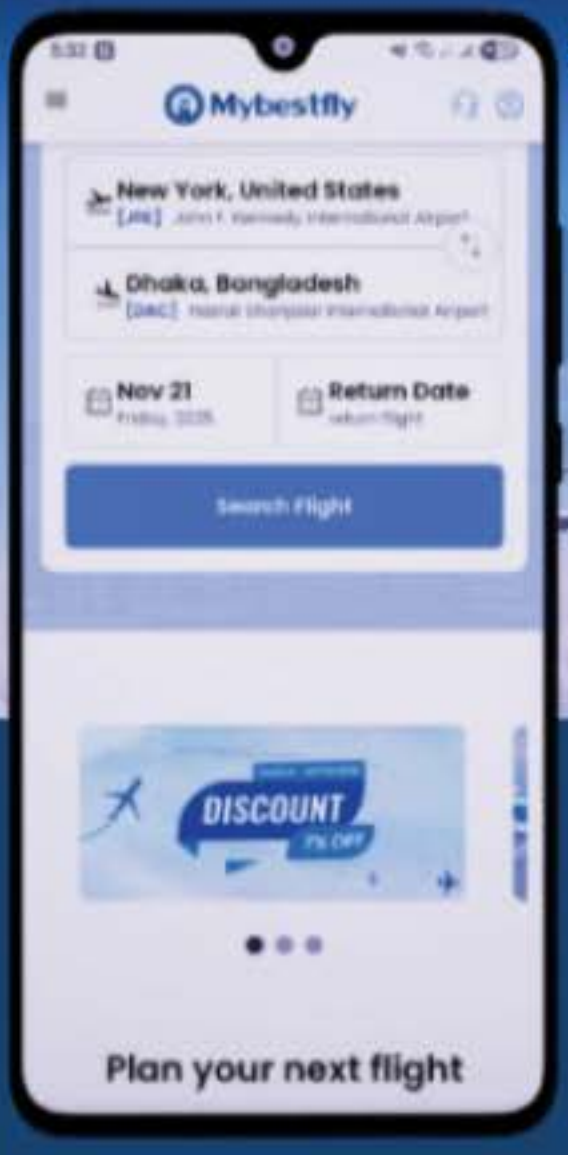



Scan Me

এই সামারে বিমান, এমিরেটস, কাতার, টার্কিশ এবং সৌদি এয়ারলাইন্স এর ফ্লাইট বুকিংয়ে পাচ্ছেন বিশেষ ছাড়

ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট

www.mybestfly.com

Emirates | QATAR AIRWAYS القطرية | TURKISH AIRLINES | السعودية SAUDIA | Biman BANGLADESH AIRLINES

এছাড়াও আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের ইন্টারন্যাশনাল এবং ডোমেস্টিক ফ্লাইট বুক করতে পারবেন

BOOK ONLINE
mybestfly.com

CALL TO BOOK
718-406-9745

Global Tours & Travel

USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka-1000

Sheikh Hasina's voluntary return and extradition are 'Different Matters' to India

Continued from page 18

also said that there is no plan of the government to send an aircraft for Sheikh Hasina. On the other hand, Law Minister Md. Asaduzzaman said that under the law by which Sheikh Hasina was sentenced to death, her opportunity to appeal no longer exists as 30 days have passed since the verdict. Chief Prosecutor of the International Crimes Tribunal Aminul Islam said that if Sheikh Hasina returns to the country, there is no alternative to executing her sentence. Amid discussions about Sheikh Hasina's desire to return, Home Minister Salahuddin Ahmed clarified the government's position to journalists on Wednesday saying, "How a fugitive and convicted accused wishes to return has been seen in international and domestic media. However, she must return to the country under the extradition treaty."

'Mother of Democracy Begum Khaleda Zia Way' Inaugurated in the Heart of Chicago

Continued from page 19

never engaged in politics for the sake of power. The core tenets of her political philosophy were the protection of democracy, the fundamental rights of the people, freedom, and national sovereignty.

From the movement against the autocratic Ershad regime to the political crisis of '1/11' (January 11, 2007) and the long-standing struggle against fascism, she has remained a symbol of uncompromising leadership. She sacrificed her own personal comfort and well-being—and even endured imprisonment—in the struggle to establish democracy and the rights of the people, yet she never compromised with injustice or autocratic rule.

Through her life and struggles, she has demonstrated that while power is transient, the values of integrity, patriotism, and self-sacrifice are eternal. It is for this reason that she remains etched in the hearts of millions of Bangladeshis as 'Deshnetri' (Leader of the Nation) and the 'Mother of Democracy.' Naming a street after her in a world-renowned city like Chicago is not merely a tribute to a great leader; it represents a historic moment of pride—for Bangladesh's democratic struggle, for the sacrifices made, and for the Bangladeshi diaspora.

Lobbying and Multifaceted Activities in the United States Against the Government of Bangladesh

Continued from page 18

Jr., a former US Ambassador to Bangladesh; Michael Rubin, a US foreign policy analyst and senior fellow at the Washington-based conservative think tank, the American Enterprise Institute; Ahmad Kaikaus, a former Alternate Executive Director at the World Bank; Robert B. Lancia, an elected representative in the Rhode Island State Legislature; and a leader of the Awami League—a party whose activities are currently banned in Bangladesh. Masudul Hasan, Dr. Zinat Nabi, Aminul Islam (a leader of the Bangladesh Awami League currently in exile), Md. Kader Miah (President of the Bangabandhu Foundation), Junaid Akhtar, Engineer Md. Fazlul Haque, Md. Zafarullah, Lablu Ansar (US correspondent for bdnews24.com), Alim Khan Akash, activist Swikriti Barua, Sakhawat Ali, Siraj Uddin Sohag, and Mahabbur Rahman Tuku (editor of the weekly *Jago Prohori*).

In response to a question from activist and journalist Lablu Ansar, Sheikh Hasina stated, "I am eager to return home. However, the government of Bangladesh has suspended my passport, ID card—everything. I do not know how I am supposed to return. I have informed them that since a Bangladeshi aircraft brought me here, they should send an aircraft to take me back. I am, however, skeptical about whether they will even permit my return; they have already created various complications. Regardless, I wish to return on December 16th, as that is Bangladesh's Victory Day. If they (the government) do not make arrangements for my return, I want to state unequivocally that I intend to return to Bangladesh on some day in December." The event was chaired by Dr. Nurunnabi, chairman of the organizing body. The panel included Harry K. Thomas Jr., who served as the US Ambassador to Bangladesh from 2003 to 2005; Michael Rubin, a US foreign policy analyst and senior fellow at the Washington-based conservative think tank, the American Enterprise Institute; and A.K. Abdul Momen, former Foreign Minister of Bangladesh. Jahangir Majumder, Secretary General of ICDHRS, moderated the event. While supporters of the Awami League highlighted various negative aspects of the current government, former US Ambassador Harry K. Thomas Jr. refrained from making any comments against the incumbent administration; instead, he emphasized the importance of a democratic transition for the development of Bangladesh. Previously, on September 24, supporters of the Awami League in New York organized a discussion meeting with U.S. Congressman Gregory Meeks, focusing on the struggle for democracy in Bangladesh, as well as the country's economic and political situation. Attendees included former Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen, Abdul Kader Mia, former editor of *Bangladesh Pratidin* Naem Nizam, former president of the National Press Club Farida Yasmin, former RAKSU General Secretary Pradip Ranjan Kar, Dr. Masudul Hasan, Lablu Ansar, and Abu Taher. During the event, various issues critical of the Bangladesh government were raised. It is worth noting that, for the past several years, Awami League supporters living in New York have been raising funds for Congressman Gregory Meeks.

Mosharraf Karim, Sumaiya Shimu and Dighi team up for 'Jatra Biroti'

Continued from page 19

hopes their pairing will strike an emotional chord with audiences.

"We all love spending time together during festivals. We try to make time for friends and family. Since our story revolves around a similar theme, I felt it would be a suitable film for an Eid release," he said. For Shimu, the project marks a return to films after a lengthy hiatus. Although initially hesitant, she was drawn to the script and her character.

"I liked the script, and my character is quite interesting. However, I was initially a little hesitant about taking up the project. After speaking with my co-stars and the production house, I eventually decided to come on board. I hope audiences will see the entire family on screen and find reflections of their own families in us," she said.

Mosharraf, who previously worked with Asad on Chorki's series "Adhunik Bangla Hotel", said the story and the opportunity to work with Shimu again appealed to him.

"Sumaiya Shimu and I are acting together after a long time, which is something I am happy about. The story is also beautiful. I hope audiences will enjoy it if we can execute the work properly. At this point, doing the job well is what matters most to me," he said.

Dighi admitted to feeling nervous about sharing the screen with Mosharraf for the first time. While she had worked with Shimu and Dilara Zaman as a child, she had never acted alongside him.

"I am a little worried about how I will deliver my dialogues standing in front of Mosharraf Karim uncle. He is one of my favourite actors. Hopefully, a little rehearsal with him in front of the camera will help me overcome the nervousness. The story is beautiful, and I am really excited about the film," she said. Veteran actress Dilara Zaman, 84, is looking forward to travelling and spending time with her younger colleagues during the shoot.

"Otherwise, who would leave home at this age?" she remarked.

Yousuf Hasan Arko, Rakib Hossain Evon and Rudra Roy also feature in the cast. Evon described the story as compelling and said he was looking forward to filming.

"Jatra Biroti" marks Asad's debut as a director of a film intended for theatrical release. His previous work for Chorki includes the series "Adhunik Bangla Hotel" and the film "Lifeline".

The production is part of the "Chorki Cinema Initiative", through which the streaming platform is expanding its theatrical offerings.

In a press release, Chorki CEO Redwan Rony said the response to its previous theatrical releases had encouraged the platform to continue producing films for cinemas.

"Over the past few years, we have brought audiences several popular films for theatrical release. The packed cinema halls and enthusiastic response from viewers have inspired us to take forward our 'Chorki Cinema Initiative'. 'Jatra Biroti' is a new endeavour in that direction," he said.

Rony added that audiences had developed confidence in Asad's storytelling and that the film brings together several accomplished actors. *(Source-Daily Star)*

Why the UN Secretary-General Position Is Out of Reach for the US and Russia

Continued from page 19

held the position for two consecutive terms (10 years), it is the turn of the next region. Over the past few decades, the position of UN Secretary-General has been held by representatives from various regions: Africa (Boutros Boutros-Ghali from Egypt, 1992-1996; Kofi Annan from Ghana, 1997-2006), Asia (Ban Ki-moon from South Korea, 2007-2016), and Western Europe (António Guterres from Portugal, 2017–2026).

Which region is next in line?

Given that the current Secretary-General, António Guterres, represents Western Europe-and that previous Secretaries-General have hailed from Asia and Africa-there is a strong case, based on unwritten convention, for the next leader to come from the Latin American and Caribbean region. No one from this region has held the post since Javier Pérez de Cuéllar of Peru, who served from 1982 to 1991.

হাসিনার আগমন ঠেকাতে সবদল একমত হলেও অভিন্ন কৌশল নেই

১ পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক শুরু করেছেন। প্রথম বৈঠক হয়েছে ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি) নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। দ্বিতীয় বৈঠক হবে জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে। এসব বৈঠকে শেখ হাসিনার আগমনের ঢেউার ব্যাপারে দলগুলোর করণীয় বিষয় প্রাধান্য পাচ্ছে। বিশেষ করে শেখ হাসিনার আগমন ঠেকাতে দলগুলো একত্রে একসঙ্গে নাকি আলাদা আলাদা কর্মসূচি নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেবে। এ বিষয়ে এখনই কোনও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে জামায়াত ও এনসিপি সংস্কারের মতো নতুন নতুন ইস্যু হাসিনার বিরোধিতার সঙ্গে যুক্ত করছে। শেখ হাসিনা আগামী ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে ফিরবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এই ঘোষণার কারণে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। তার প্রত্যাবর্তনের ঘোষণায় উজ্জীবিত আওয়ামী লীগ ও তার বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন। বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ শেখ হাসিনার এই দল সহিংস তৎপরতা শুরু করেছে। সারাদেশে তারা ককটেল বিস্ফোরণ এবং গাড়ি, বাড়ি ও বিভিন্ন স্থাপনায় আগুন দিচ্ছে। বিশেষ করে গোপালগঞ্জে টুঙ্গিপাড়া থানা জ্বালিয়ে দিয়ে এবং বিএনপি দলীয় এমপিদের বাড়িতে আগুন দিয়ে তাদের শক্তির প্রমাণ দিয়েছে। তার পাল্টা হিসাবে বিএনপি ও তার বিভিন্ন-অঙ্গ সংগঠন আওয়ামী লীগের নেতাদের বাড়িতে আগুন দিচ্ছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জামায়াত ও এনসিপির সঙ্গে বৈঠক শুরু করলেও মাঠে আওয়ামী লীগকে ঠেকাতে বিএনপি ছাড়া আর কেউ নেই। বিএনপি ও জামায়াত শুধু বিবৃতিতে সীমাবদ্ধ। বিরোধী এই দুই দল শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কর্মসূচির বদলে বরং সরকারের সমালোচনায় ব্যস্ত। তারা বলছেন, সরকারের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী আওয়ামী লীগের সহিংসতার জবাবে সামান্যতম ভূমিকাও পালন করছে না। বরং গোপালগঞ্জ থেকে পুলিশ সদস্যরা সরে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দলটির সংসদীয় পার্টির সভায় দলীয় সংসদ সদস্যদের নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে মাঠ পর্যায়ে সক্রিয় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি কোথাও যৌথ কর্মসূচি পালন করছে না।

শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে তাকে নিশ্চিতভাবে গ্রেফতার করা হবে। বিএনপি ও অন্যান্য দল মাঠ পর্যায়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করবে বলে মনে হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সহিংসতা মোকাবেলায় বিএনপি ও বিরোধী দল সফল হয়নি। ফলে আওয়ামী লীগের তৎপরতা মোকাবেলায় এখনও পর্যন্ত পুলিশের গ্রেফতার অভিযান এবং নিরাপত্তা জোরদার করাতেই সীমিত। রাজনৈতিকভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলায় অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি দুর্বল।

আইন বদলাচ্ছে, ভোক্তার সুরক্ষা কতটা বাড়ছে

১২ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রবাসী শ্রমিকের পরিবারের পক্ষে অনলাইন প্রতারণা, জটিল শর্ত বা চাপ-প্রয়োগের ব্যাপারগুলো জানা সহজ নয়। খসড়ার তুলনামূলক বিবরণীতে এই গোষ্ঠীগুলোর জন্য আলাদা কোনো সুরক্ষা-বিধান আমার চোখে পড়েনি। অন্য দেশে এ নিয়ে স্পষ্ট ব্যবস্থা আছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যায্য বাণিজ্যচর্চা নির্দেশনায় 'ঝুঁকিপূর্ণ ভোক্তা'র ধারণা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। ব্যবসায়ীর আচরণ বিচার করার সময় এই গোষ্ঠীর দুর্বলতা বিবেচনায় নিতে বলা হয়েছে। যুক্তরাজ্যের আর্থিক আচরণ কর্তৃপক্ষ 'কনজিউমার ডিউটি' (২০২৩) চালু করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল গ্রাহকের প্রতি বাড়তি দায়িত্ব দিয়েছে। কানাডার কুইবেক প্রদেশ ১৩ বছরের কম বয়সী শিশুদের লক্ষ্য করে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশের খসড়ায় 'ঝুঁকিতে থাকা ভোক্তা'র সংজ্ঞা যোগ করা এবং এই গোষ্ঠীর জন্য কয়েকটি বিধান রাখা হলে ভালো হবে। যেমন এই গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে চাপ দিয়ে বিক্রির বিপণন-কৌশলে বাড়তি নিষেধাজ্ঞা, শিশুদের জন্য ডিজিটাল বিজ্ঞাপনে নিয়ম, সরল বাংলা, অডিও ও ইশারা-জবায় তথ্য পাওয়ার অধিকার। বিশেষ করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি বা ফোনে চাপ দিয়ে বিক্রির ক্ষেত্রে 'ঠান্ডা হওয়ার সময়' (কুলিং-অফ) রাখা দরকার। অর্থাৎ কয়েক দিনের মধ্যে চুক্তি বাতিল করার সুযোগ থাকা চাই। প্রবীণ ও গ্রামীণ ভোক্তার জন্য এটি কার্যকর সুরক্ষা হতে পারে।

প্রযুক্তির দিক থেকেও সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। ডিজিটাল অভিযোগ-ব্যবস্থা প্রশংসনীয়, কিন্তু যাঁদের স্মার্টফোন বা ইন্টারনেট নেই, তাঁদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা থাকা দরকার। যেমন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, টেলিফোন-হটলাইন এবং ডাকযোগে অভিযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা। নইলে ডিজিটাল প্রতিকার-ব্যবস্থা সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা মানুষকে আরও দূরে ঠেলে দেবে।

আর্থিক সেবা: আইনের বাইরের এলাকা

খসড়ায় ডিজিটাল কমার্সের সংজ্ঞা থেকে অনলাইন ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবাকে বাদ রাখা হয়েছে। এর যুক্তি সম্ভবত এই যে আর্থিক খাত বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু বাস্তবে মোবাইল আর্থিক সেবায় প্রতারণা, অ্যাপভিত্তিক ডিজিটাল ঋণের ফাঁদ, ভুল লেনদেনের টাকা ফেরত না পাওয়া এবং গ্রাহকসেবার জটিলতা সাধারণ মানুষের বড় সমস্যা। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব ব্যবস্থা যদি যথেষ্ট ভোক্তাবান্ধব না হয়, তাহলে সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়ায় প্রতিকারের জায়গায় একটি ফাঁক থেকে যায়। যুক্তরাজ্যে আর্থিক ন্যায়পাল এবং ভারতে রিজার্ভ ব্যাংকের নমনীয় ন্যায়পাল-ব্যবস্থা আর্থিক ভোক্তার অভিযোগ স্বাধীনভাবে নিষ্পত্তির পথ দিয়েছে। তাই বাংলাদেশেও আর্থিক ভোক্তার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও অধিদপ্তরের মধ্যে স্পষ্ট রেফারাল-চুক্তি দরকার। একই সঙ্গে আর্থিক খাতের জন্য ন্যায়পাল-ব্যবস্থার পথও খোলা রাখা প্রয়োজন।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা-ভোক্তা : খসড়ায় ভোক্তার সংজ্ঞায় আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্য কেনা ব্যক্তিও আছেন। এটি ইতিবাচক। সেলাই-মেশিন কেনা দর্জি, ভ্যানগাড়ি কেনা শ্রমিক বা ছোট দোকানি পুরো 'ব্যবসায়ী'র সুবিধা পান না, অথচ ক্ষতির ঝুঁকি তাঁদের বড় প্রতিষ্ঠানের মতোই। এই সংজ্ঞা ধরে রাখা উচিত। একই সঙ্গে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার জন্য 'অন্যান্য চুক্তি-শর্ত' থেকে সুরক্ষাও বাড়ানো যেতে পারে।

অধিকারের ভাষা: কেবল প্রক্রিয়ার নয়, স্বীকৃতিও

আন্তর্জাতিকভাবে ভোক্তা-অধিকার বলতে আটটি মৌলিক অধিকার বোঝানো হয়: মৌলিক চাহিদা পূরণ, নিরাপত্তা, তথ্য, পছন্দের স্বাধীনতা, প্রতিনিধিত্ব, প্রতিকার, ভোক্তা-শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। জাতিসংঘের ভোক্তা সুরক্ষা নির্দেশিকাও টেকসই ভোগের ধারণাকে এর অংশ করেছে।

বাংলাদেশের খসড়ার সংশোধনীগুলো পড়লে দেখা যায়, বিস্তারিত আলোচনা মূলত নিষেধ, নিবন্ধন ও দণ্ড নিয়ে। ভোক্তার অধিকারকে ইতিবাচক ভাষায় প্রতিষ্ঠা করার কাজ, অর্থাৎ 'ভোক্তা কী পাবেন' তা লিখে দেওয়া প্রায় অনুপস্থিত। অধিকারের স্পষ্ট স্বীকৃতি থাকলে আদালত ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইনের ব্যাখ্যায় দিকনির্দেশ পায়। ভোক্তাও আত্মবিশ্বাস পান যে আইন তাঁর পক্ষে দাঁড়াবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। 'পরিবেশবান্ধব', 'প্রাকৃতিক', 'জৈব', 'প্লাস্টিকমুক্ত' এসব পরিবেশ-সংক্রান্ত শব্দ বাজারে ভোক্তাকে টানে, অনেক সময় বাড়তি দামেও। প্রমাণ ছাড়া এমন দাবি ভোক্তার সলিচ্ছাকে বিঘ্নিত করতে পারে। যুক্তরাজ্যের প্রতিযোগিতা ও বাজার কর্তৃপক্ষের 'গ্রিন ক্লেইমস কোড' (২০২১) এবং এ-সংক্রান্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণ-উদ্যোগ দেখায়, বিশ্বজুড়ে এ নিয়ে সতর্কতা বাড়ছে।

বাংলাদেশে অনলাইনে 'অর্গানিক', 'বিশুদ্ধ' ও 'ভেজালমুক্ত' ট্যাগ লাগানো পণ্যের ছড়াছড়ি। এই ধরনের দাবি যাচাইয়ের বিধান আইনে যুক্ত করা এবং দাবির প্রমাণ দেওয়ার দায় বিক্রেতার ওপর দেওয়া দরকার। তাহলে মিথ্যা বিজ্ঞাপনের বিধান আরও কার্যকর হবে। একই সঙ্গে ভোক্তা-শিক্ষা ও প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিও আইনে স্পষ্ট থাকা উচিত। এর মধ্যে আছে ভোক্তা সংগঠনের স্বীকৃতি ও সহায়তা, নীতি-প্রণয়নে তাদের মতামত দেওয়ার অধিকার এবং স্কুল-পাঠ্যক্রমে ভোক্তা-অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা। এসব ছাড়া অধিকারের ভাষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সুপারিশ

১. ভোক্তার সংজ্ঞা বাড়িয়ে 'অর্থ বা ব্যক্তিগত তথ্যের বিনিময়ে' সেবা গ্রহণকারীকেও এর অন্তর্ভুক্ত করুন। 'বিনা মূল্যে' বিজ্ঞাপনে প্রকৃত খরচ ও তথ্য-ব্যবহারের ছহজতা ব্যাখ্যামূলক করুন।

২. ২৩ (ঙ) ধারায় চিকিৎসাসেবার ক্ষেত্রে ফৌজদারি দায় কেবল মৃত্যুর অবহেলা, প্রতারণা ও অনুমোদনহীন চিকিৎসায় সীমিত করুন। বাকি ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও দেওয়ানি ক্ষতিপূরণের পথ চালু রাখুন।

৩. বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবায় বিস্তারিত বিল, আগাম খরচের তথ্য ও রোগীর অধিকার-সনদ নিশ্চিত করুন। রোগীর অভিযোগ নিষ্পত্তির স্বাধীন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করুন।

৪. 'ঝুঁকিতে থাকা ভোক্তা' সংজ্ঞায়িত করে প্রবীণ, শিশু, প্রতিবন্ধী ও গ্রামীণ ভোক্তার জন্য বিপণন-নিয়ম, ঠান্ডা হওয়ার সময় এবং সহজে পাওয়া যায় এমন তথ্যের বিধান যুক্ত করুন।

৫. ডিজিটাল অভিযোগের পাশাপাশি অফলাইন বিকল্প নিশ্চিত করুন।

৬. আর্থিক সেবার ভোক্তার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে রেফারাল-চুক্তি এবং স্বাধীন ন্যায়পাল-ব্যবস্থার রূপরেখা দিন।

শেষ কথা আইন তার সীমানা যেভাবে চিহ্নিত করে, সমাজ সেভাবেই যেকে কাকে রক্ষা করা হচ্ছে। ডিজিটাল যুগে 'ভোক্তা' শুধু তিনি নন, যিনি টাকা দেন। যিনি তথ্য দেন, যিনি দুর্বল, যিনি সবকিছু বুঝে উঠতে পারেন না, তিনিও ভোক্তা। খসড়ার সংজ্ঞা ও সীমানা সেই বাস্তবতার দিকে প্রসারিত হলে আইনটি সত্যিই সবার হয়ে উঠবে।

এম এম মুসা, সাংবাদিক ও গবেষক

জ্যাকসন হাইটসে ডাইভারসিটি প্লাজার পাশেই

বিশ্ব ট্রাভেলস

BISSHO TRAVELS



অল্প খরচে উমরাহ প্যাকেজ

অভিজ্ঞ মোয়াল্লেম দ্বারা পরিচালিত



Masjidul A Robin

Founder and CEO

★ আমাদের সার্ভিস সমূহ

- এয়ার টিকেট
- উমরাহ প্যাকেজ
- ভিসা সার্ভিস
- মানি ট্রান্সফার
- ট্রাভেল গাইডেন্স
- বাংলাদেশ/ইউএসএ পাসপোর্ট রিনিউ

আমাদের ভিসা সার্ভিস

- সৌদি উমরাহ/টুরিস্ট ভিসা
- ইন্ডিয়া ভিসা
- ইউকে ভিসা
- কানাডা ভিসা
- ইউরোপ/শেনজেন ভিসা
- দুবাই ভিসা



Call করুন:

+1 (929) 994-4422

74-03 37th Rd,
Jackson Heights, NY 11372

bisshotravels@gmail.com

আপনার যাত্রা, আমাদের দায়িত্ব

Van Hollen's Challenge to Schumer Highlights Democratic Rift on Israel

Continued from page 18

Now the issue has become a subtext of his drive to replace Mr. Schumer, the New York Democrat, after a midterm campaign shaped in part by the Democratic split over Israel and ahead of a new Congress where that divide is likely to persist.

Mr. Van Hollen, 67, frames his run as an attempt to upend the status quo in Washington. In an interview, he said the leadership race was not about Israel. But he conceded that criticism of the Jewish state and powerful players aligned with it resonated with voters who want to get big money and special interests out of politics.

"A couple of members have raised to me the fact that they've gotten calls from AIPAC members urging them to vote for the current leader," he said, referring to Mr. Schumer. "AIPAC is an example of a special interest working to try to get their way, in this case provide unconditional American taxpayer support to the government of Israel. It's one piece of a much larger set of issues."



Senator Bernie Sanders, the Vermont independent, has announced his support for Mr. Van Hollen in his challenge to Senator Chuck Schumer.Credit...Haiyun Jiang for The New York Times

One accusation that Mr. Van Hollen has repeatedly made to justify challenging Mr. Schumer is that he "joined with AIPAC and crypto" to try to defeat Senator-elect Abdul El-Sayed, the Michigan Democrat who has been harshly critical of Israel, in the state's competitive primary. Mr. Van Hollen says Democrats should no longer accept money from the group or its donors.

(Mr. Schumer did not officially back a candidate in Michigan's primary, and he spent almost $70 million to boost Mr. El-Sayed's general election bid. But he had privately supported Representative Haley Stevens, a vocally pro-Israel Democrat, in the primary.)

Mr. Schumer, who has insisted that he has secured enough private commitments from fellow Democrats to be elected majority leader in a vote that is set for Tuesday, declined to comment for this article. He has laid out an agenda to his colleagues that includes quick action on a stock trading ban, restoring the Affordable Care Act health subsidies and addressing tariffs and data centers. Mr. Van Hollen, the self-proclaimed underdog in the race, is running an outside campaign for the internal position, seeking to leverage the support of progressive activists and build a public case to persuade senators to back him instead.

"I do think that people should have a say in the future direction of our caucus," Mr. Van Hollen said.

On Monday night, Mr. Van Hollen participated in a Zoom call organized by Our Revolution, a progressive organization aligned with Senator Bernie Sanders, the Vermont independent. Attendees on the call were encouraged to put senators on blast and demand new leadership.

The secret-ballot election is for a position that is mostly about managing the 56 senators set to be in the Democratic caucus next year — including two independents who align with them — many of whom have presidential-sized egos and ambitions. Mr. Schumer, who orchestrated a $550 million push to put more Senate seats in play this year and recruited many of the candidates who flipped seats, is seen by his supporters as the coach who won the Super Bowl and earned his right to keep his job.

On most issues, Mr. Schumer and Mr. Van Hollen may favor different tactics but are not so far apart. Both support ending the war with Iran and regulating artificial intelligence. Mr. Van Hollen has pressed for a discussion about changing filibuster rules to push through major legislation, a move that Mr. Schumer has said should be a caucus decision.

But Israel has emerged as a fault line.

Mr. Schumer has long taken pride in being the highest-ranking Jewish official in the country. While he was one of the first to call for new leadership in Israel, Mr. Schumer has opposed measures to cancel arms sales to Israel. Last year, he refused to endorse Zohran Mamdani, who became the first Muslim mayor of New York City and has leftist views, particularly on Israel.

Mr. Van Hollen has emerged as one of the loudest voices in the Senate advocating Palestinian rights, criticizing many of Israel's policies and actions and calling out what he has described as the failures of American administrations. Since Oct. 7, he has voted to block some arms sales to Israel and led a vote this fall to force the Trump administration to produce a human rights report examining violence by Israel in the West Bank, including the deaths of Palestinian American citizens. The measure was blocked, but it attracted support from almost the entire Democratic caucus, including from Mr. Schumer.

Mr. Van Hollen has also visited the Rafah crossing on Gaza's southern border, which Israel shut down in 2024, trapping many Palestinians inside and stranding others outside.

"I was incredibly alarmed that the U.S. had become complicit in what was happening for the destruction of Gaza," he said.

The visit was in line with Mr. Van Hollen's approach of creating moments of confrontation to press for change. Last year, he traveled to El Salvador to push for the release of Kilmar Armando Abrego Garcia, the Maryland man mistakenly deported by the Trump administration. "I just got mad," he said of his decision to visit Mr. Abrego Garcia in El Salvador.

He also made a showy motion last year to bring back 400 books that had been banned by Defense Secretary Pete Hegseth, which included Maya Angelou's "I Know Why the Caged Bird Sings."

"I actually brought it with me to the first meeting of the Naval Academy Board and put it on the table and said we need to reverse it," he recalled. "I do think this moment calls for a different kind of approach." A majority of the books on the list were reinstated.



Mr. Van Hollen visited Rafah border crossing on Gaza's southern border in August 2025 with Senator Jeff Merkley of Oregon.Credit...Ali Moustafa/Getty Images

Jeremy Ben-Ami, the president of the liberal-leaning pro-Israel group J Street, which is not supporting a candidate in the leadership race, credited Mr. Van Hollen with leading on the issue of Israel "before the window really opened to make it politically acceptable. Van Hollen was out front and almost a step ahead on this issue before it was politically safe."

And while Mr. Van Hollen may not be making his leadership bid about Israel, some of his supporters and detractors say his stance on the issue is a factor.

Mr. Sanders said Israel was just one issue in a race that was mostly about rejecting the status quo, but he praised Mr. Van Hollen as someone who has "been a leader in the effort to end military aid to the extremist government in Israel." He added: "He went last year to Gaza. His view on that is very different from Senator Schumer. It's one of the issues that differentiates Chris from Chuck."

Mr. El-Sayed, who is also backing Mr. Van Hollen, said that Mr. Schumer was out of step with his own caucus on Israel, and "even the caucus position has been out of step with the country. We should not be continuing to support a foreign government that has used our money to commit war crimes," he said in an interview. And while he said he had a good relationship now with Mr. Schumer and would support whoever emerged on Tuesday as leader, Mr. El-Sayed gave the New York Democrat little credit for getting behind him after his primary.

"I was the nominee in Michigan," Mr. El-Sayed said. "I could have been a stale piece of bark and he would have supported me." Some staunch backers of Israel have taken the opposite view. Senator John Fetterman, the Pennsylvania Democrat who is an unyielding defender of the Jewish state, said recently on Fox News that Mr. Van Hollen became a "progressive darling" primarily because of his views on Israel. "Other than that, I can't really think of what Van Hollen's known for," he said, adding, "It would be troubling if my caucus elects someone like Van Hollen, that has really made his name being very anti-, hostile, to Israel." For others, Israel is low on the list of considerations as they select their leader. Senator Peter Welch, Democrat of Vermont, called Mr. Schumer "an outlier in our caucus" on the issue and said he was "totally aligned" with Mr. Van Hollen on it.

But Mr. Welch, who would not say whom he was planning to support for leader, said the contest was not about that. "There are significant policy differences, but a major role of the leader is to make space for all the members to have a voice and their view," he said. *(Source-NY Times)*

Mamdani injured himself playing a friendly game of soccer

Continued from page 19

kicked them in the back of the leg. ... Some fall down because of the pain, and it's uncomfortable," Dr. Laith M. Jazrawi, a sports orthopedic surgeon at NYU Langone, told The Post. Mamdani hasn't immediately offered more details about the location or severity of his injury. He also didn't indicate whether or not he'll have surgery.

"It wouldn't be surprising if the mayor decided on a non-operative route," added Jazrawi.

"There's nothing wrong with that. But one of the issues with non-operative treatment is that sometimes there's a slightly increased risk of re-injuring yourself, re-tearing the Achilles when going back to sport."

Mamdani hasn't immediately offered more details about the location or severity of his injury, though he did reveal that he'll be in a boot for six to eight weeks and won't be able to play soccer again for nine months. (MediaPunch / BACKGRID)

Could Mamdani's injury have been prevented?

Mamdani seemed to blame skipping a pre-workout stretch — and his age — for the injury. But while Jazrawi said stretching has some correlation, "it's not the main factor." The area "doesn't have the greatest blood supply in the world" and can be a "weak spot."

"Ruptures are fairly common. Weekend warriors, it happens all the time," he said. Around 80% of Achilles ruptures are sports-related.

In fact, Dr. Adam Bitterman, an orthopedic foot and ankle surgeon and chair of the department of surgery at Northwell Huntington Hospital, told The Post that orthopedic surgeons are seeing "a tremendous spike" in patients coming in with this injury, though the experts don't know exactly what's causing the increase. *(Source-NY Post)*

Bangladesh among 16 countries again in Trump's tariff crosshairs

Continued from page 18

familiar with the matter said the decision could be based on the findings of investigations into excess industrial capacity. The investigation covers China, India, Japan, South Korea, Mexico, Vietnam, Taiwan, Thailand, Malaysia, Indonesia, Switzerland, Norway, Singapore, Bangladesh, Cambodia and the European Union. The Office of the United States Trade Representative (USTR) launched the investigation in March under Section 301 of the Trade Act of 1974. At the same time, separate investigations were launched into weaknesses or leniency in the enforcement of laws prohibiting forced labor in 59 countries and the European Union.

Both investigations aim to develop alternative measures to replace Trump's sweeping tariff policy, which the Supreme Court struck down in February. However, tariff rates may vary from country to country, a person familiar with the matter told Reuters. The maximum tariff limits established under finalized trade agreements with the United States are also expected to remain in place.

Reuters has also provided information on the possible tariff limits for China, the European Union, Japan, South Korea and Malaysia. If the current trade understanding with China remains in place, tariffs on Chinese products during Trump's second term are expected to be capped at 20 percent. The maximum tariff rate for products from the European Union, Japan and South Korea is 15 percent, while Malaysia's rate is 19 percent. However, the source said new tariffs are unlikely to be imposed immediately on products from Mexico and Norway.

Meanwhile, China has rejected allegations of excess industrial capacity. Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun said on Wednesday, "Excess capacity" is a false issue. Beijing opposes the use of this issue as a pretext for political purposes.

Trump seeks alternative route after court ruling

In February, the US Supreme Court struck down the Trump administration's decision to impose sweeping tariffs. The White House subsequently began exploring alternative legal avenues to pursue its tariff policy. This time, the administration is seeking to implement the initiative through investigations under Section 301 of the Trade Act of 1974. This provision allows the United States to take action against unfair trade practices by foreign countries. Washington alleges that excess industrial capacity in several countries is creating an oversupply of goods in the global market. This is putting US manufacturers at a competitive disadvantage.

The US administration has raised particular concerns about China's production of steel, aluminum, electric vehicles, household appliances and solar power equipment. Investigations also cover the production of goods through Chinese investment in several Southeast Asian countries and their subsequent shipment to the US market. Washington believes this is an attempt to circumvent existing tariffs. However, the announcement of new tariffs does not necessarily mean that all countries will face the same rates. The administration plans to maintain the tariff limits established under trade agreements while setting different rates for individual countries. As a result, the decision regarding Bangladesh will depend on the investigation's findings and the final announcement.

Fresh concerns for Bangladesh

The United States is one of the major export markets for Bangladesh's ready-made garment products. If new tariffs are imposed, the cost of purchasing goods for US importers could increase. This could affect orders for Bangladeshi garments, pricing and their competitiveness in the international market.

However, the exact tariff rate that could be imposed on Bangladeshi products remains uncertain. No final announcement has been made on how Bangladesh's existing trade agreement with the United States or any special benefits will be considered under the new tariffs.

The possibility of new tariffs has emerged at a time when the impact of US trade policy is also facing debate within the country. Analysts consider rising consumer goods prices due to import tariffs one of the major reasons for voter dissatisfaction.

However, analysts believe opportunities to change the tariff policy could be limited because of the president's veto power, even if Democrats hold a majority in Congress. *(Reuters)*

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW

ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স

বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ

ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার

MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK

347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

সশস্ত্র বাহিনী সাহস, আত্মত্যাগ ও বিশ্বশান্তির প্রতীক : আইরিন খান

৩ পৃষ্ঠার পর

নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রথম সমন্বিত অভিযানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরে আইরিন খান বলেন, তিন বাহিনীর সেই সম্মিলিত অভিযান বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথে এক স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে আছে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী জাতীয় লক্ষ্যমত্তা ও সচলশীলতার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে গড়ে উঠেছে। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবিলা, মানবিক সহায়তা এবং অবকাঠামো উন্নয়নেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অবদানের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও পেশাদারত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। অসহায় ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা এবং টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁদের অবদান বাংলাদেশের শান্তি, মানবিকতা ও আন্তর্জাতিক সংহতির মূল্যবোধকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরছে।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের ডিফেন্স অ্যাডভাইজার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. নোমানের হোসেন। এতে জাতিসংঘের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন দেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত, সামরিক উপদেষ্টা ও প্রতিরক্ষা অ্যাটাশেগণসহ বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রদূত আইরিন খান জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে বাংলাদেশের বিদ্যমান বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস



মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।



We Do Implant



Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

Mon-Tue-Thu-Fri (2Pm to 7 Pm)
Wednesday (12 Pm to 5 Pm)
Saturday (12pm to 5 Pm)

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

কনস্ট্রাকশন / রেনোভেশন



Free Estimate

নতুন কিচেন / রিনোভেশন • বাথরুম ইনস্টলেশন/ রিপেয়ার
কার্পেটিং / ফ্লোরিং / ওয়াল • টাইলস, প্লাম্বিং ও ইলেক্ট্রিক সহ
যে কোন কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।

বাংলা কনস্ট্রাকশন ইনক
73-05 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email:bmz01x@gmail.com
Phone: 646-996-7171

HOPE & CHERISH
—HOME CARE—



HOME CARE



PCA, HHA, OPWDD & PEDIATRIC SERVICE

COUNTIES SERVED

BRONX • BROOKLYN • MANHATTAN
STATEN ISLAND • QUEENS • NASSAU

WE ARE PROVIDING **PCA/HHA** CERTIFICATION,
TRAINING, AND RECRUITMENT

Please Contact

718-252-3590

CELL: 646-591-8396 | TEXT: 646-591-8396
EMAIL: SHAH@HOPENCHERISH.COM
WWW.HOPENCHERISH.COM

3345 NEPTUNE AVE, BROOKLYN, NY 11224

BISMILLAH

Halal Live Poultry, Meat, Fish & Groceries

* আমাদের অসংখ্য ক্রেতা ও শুভাকাঙ্খীদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে "বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি" তে এখন পাওয়া যাচ্ছে লাইভ , ফ্রেশ ও স্বাস্থ্য-সম্মত গোট (খাসি) এবং ভেড়া ।
* সরবরাহকৃত অসংখ্য তাজা গোট/ভেড়া আমাদের স্টোর থেকেই আপনার পছন্দেরটি বেছে নিন।
* আরও রয়েছে **Rooster Chicken** (রাতা মোরগ), রেড চিকেন, বেবী চিকেন, কবুতর, কোয়েল পাখী, বালী হাসঁ ।

NOW AVAILABLE LIVE GOAT



WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

MasterCard VISA AMERICAN EXPRESS DISCOVER

HALAL MONITORING SERVICES ™ حلال HMS CERTIFIED HAND ZABIHA

SBNY Shariah Board New York

We Accept EBT

Scan Here to Shop & Get Free Delivery

+1 646-604-2613 (call/text)

3715 55th St, Woodside, NY 11377

Web: bismillahhalalnyc.com

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN A
HOME CA

PCA HOME CARE সেবা
আমাদের স

আমরা শীর্ষস্থানীয় **PCA HOME CARE** সেবা
আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে,
সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরে

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-
Cell: 646-591-83
Email: shah@gol

আমাদের নিজস্ব **PCA ও HHA** ট্রেনি

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. O
170-18A Hillside
Jamaica, NY 11
Ph: 718-530-1
Fax: 917-396-4

Email: info@goldenagehomecare.c

AGE
ARE

HHA/PCA SERVICE

SKILLED NURSING

নিতে চান?
াথে যোগাযোগ করুন

প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
আপনাকে HOME CARE
নর সেবা প্রদান করবো

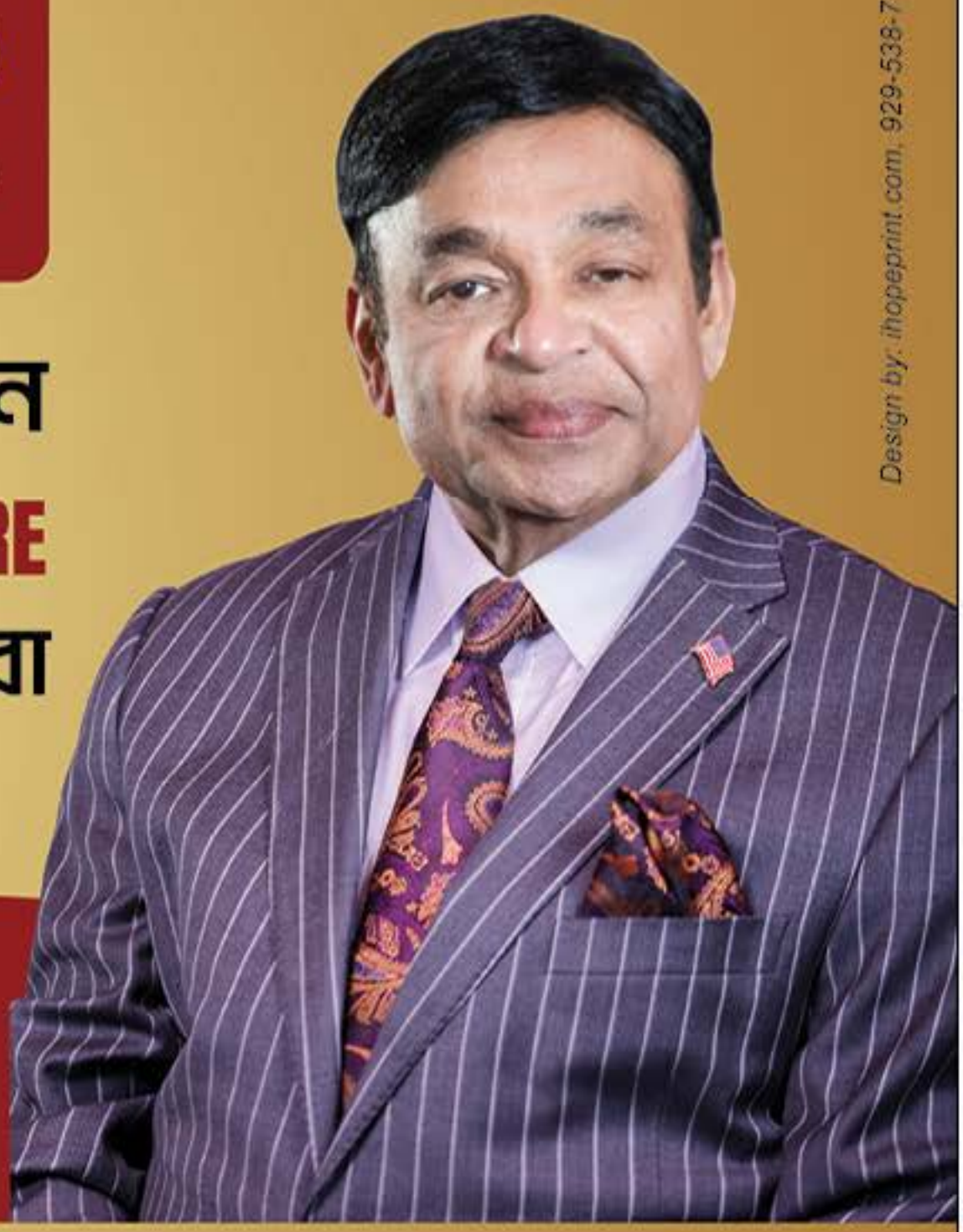

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

7852
96 Text: 646-591-8396
denagehomecare.com

২ স্কুল আছে

FFICE
e Ave
432
820
4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115

We Hire And Train HHA/PCA
Certificate Holder AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

om | www.goldenagehomecare.com

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE



WHY CHOOSE US?

We Pay The Highest Rate

Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি



OUR SERVICES

- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

$23 Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com



ঈদ উপলক্ষে 10% DISCOUNT

DUO NEST
REAL ESTATE TUTORING CENTER

নিউ ইয়র্কে আপনার রিয়েল এস্টেট ক্যারিয়ার শুরু করুন

কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই!

DUO NEST REAL ESTATE TUTORING- এ, আমরা আপনার লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ এবং ঝামেলামুক্ত করে তুলি

কেন রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স নেবেন?

দ্রুত একটি নির্ভরযোগ্য আয় উপার্জন করুন।
নিউ ইয়র্কের ক্রমবর্ধমান রিয়েল এস্টেট বাজারে একটি সম্মানিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন।
স্বাধীনভাবে বা নেতৃস্থানীয় রিয়েল এস্টেট সংস্থাগুলির সাথে কাজ করুন।
ধাপে ধাপে আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করুন।
আপনার সাফল্যের মাধ্যমে আপনার পরিবারকে গর্বিত করুন।

শক্তিশালী ইংরেজি দক্ষতা নেই? কাজের অভিজ্ঞতা নেই?
কোন চিন্তা নেই আমরা আপনাকে প্রতিটি ধাপে গাইড করার জন্য এখানে আছি।

আমাদের সুযোগ ও সুবিধা

- এককালীন পেমেন্ট, কোন এক্সট্রা ফি নেই।
- আপনি পাশ করে লাইসেন্স পাওয়া না পর্যন্ত অগণিত ক্লাস।
- দ্রুত শেখার জন্য ব্যক্তিগত ১-অন-১ কোচিং
- পরীক্ষায় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে প্র্যাকটিস এক্সাম
- সময় অনুযায়ী অনলাইন বা সরাসরি ক্লাস আপনার সুবিধামতো সময়ে
- পরিষ্কার, সহজবোধ্য ইংরেজি ব্যাখ্যা
- রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত শব্দ ও নিয়মাবলী সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CALL US TODAY TO START YOUR REAL ESTATE CAREER
929-414-7746
929-608-6206
646-508-2434

duonest03@gmail.com
169-24 Hillside Ave, FL 2
Jamaica, NY 11432
www.duonest.us

আমাদের সম্মানিত গ্রাহক ও শুভাকাঙ্খীদের জানাচ্ছি

Happy Thanks Giving Day





Jacob Milton
President / CEO



Niru Nira
Director Operation

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল , এল এল সি
আপনার আইনী সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়

৩৭-৪৮ ৭২ স্ট্রিট , ২য় তলা, জ্যাকসন হাইটস , নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২

Tel : 917-722-1405 / 718-524-9777

মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংকট ও উত্তরণের অনিশ্চয়তা

১০ পৃষ্ঠার পর

ইসরায়েলের ভেতরে রাজনৈতিক বিভাজন, ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ফাতাহ-হামাস বিভক্তি, আঞ্চলিক শক্তিগুলোর অবিশ্বাস, এবং আন্তর্জাতিক মহলের দ্বিমুখী অবস্থান - সব মিলিয়ে রোডম্যাপ তৈরি করাই কঠিন। কেউ দুই রাষ্ট্র সমাধানের কথা বলছেন, কেউ বলছেন তা এখন বাস্তবসম্মত নয়। কেউ বলছেন আগে নিরাপত্তা, কেউ বলছেন আগে ন্যায়। এই বিতর্ক চলতেই থাকবে যতদিন না সব পক্ষ অন্তত একটি ন্যূনতম ঐকমত্যে পৌঁছায়।

আরেকটি বড় অনিশ্চয়তা হলো সিরিয়া। আসাদ সরকারের পতনের পর সিরিয়ায় নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার চেষ্টা চলছে। কিন্তু সেখানে এখনো নানা গোষ্ঠী, বিদেশি শক্তি ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা রয়েছে। সিরিয়া স্থিতিশীল না হলে লেবানন, জর্ডান, তুরস্ক ও ইরাকও স্থিতিশীল হবে না। একইভাবে ইয়েমেনে শান্তি না আসলে লোহিত সাগর নিরাপদ হবে না, আর লোহিত সাগর নিরাপদ না হলে বিশ্ব বাণিজ্য স্বাভাবিক হবে না।

এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য করণীয় কী? প্রথমত, কূটনৈতিকভাবে ভারসাম্য বজায় রাখা - কোনো পক্ষের অন্ধ সমর্থক না হয়ে মানবিক আইন, বেসামরিক সুরক্ষা ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়া। দ্বিতীয়ত, প্রবাসীদের সুরক্ষা ও জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। তৃতীয়ত, নিজের অর্থনীতিকে বহুমুখী করা, যাতে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো এক সংকট পুরো অর্থনীতিকে কাঁপিয়ে না দেয়। শেষ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের সংকটের উত্তরণ নির্ভর করছে একটি কঠিন সত্যের ওপর - অস্ত্র দিয়ে হয়তো যুদ্ধ থামানো যায়, কিন্তু শান্তি আনা যায় না। শান্তির জন্য দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা, পারস্পরিক স্বীকৃতি, ন্যায় ও নিরাপত্তার ভারসাম্য। যতদিন এই সদিচ্ছা না আসবে, ততদিন যুদ্ধবিরতি আসবে, আবার ভেঙে যাবে, আলোচনা হবে, আবার থেমে যাবে। আর এই চক্রের মধ্যেই সাধারণ মানুষের জীবন চলতে থাকবে - অনিশ্চয়তা, ভয় আর অপেক্ষার মধ্যে। মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ তাই এখনো খোলা। তা যেতে পারে আরও বিভাজন ও সংঘাতের দিকে, আবার যেতে পারে ধীরে ধীরে কূটনীতির দিকে। কোন পথে যাবে তা নির্ভর করছে আগামী মাসগুলোতে নেতারা কী সিদ্ধান্ত নেন তার ওপর। ইতিহাস সাক্ষী, এই অঞ্চলে সবচেয়ে অন্ধকার সময়েও আলোচনার দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। সেই দরজাটাই এখন সবচেয়ে বড় আশা।

লেখক : কবি ও কলামিস্ট

বিশ্বের যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য
একমাত্র আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যের নিশ্চয়তা।

আমরা ওমরার প্যাকেজ করে থাকি

আমাদের প্যাকেজ বিবরণ

- ওমরা ভিসা
- এয়ার টিকেট
- ১ দিন মক্কায় ট্যুর
- ১ দিন মদিনা ট্যুর
- মক্কা থেকে মদিনা গাড়িতে
- এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল (4 Star Hotel with Breakfast.)
- মদিনার হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট ড্রপ অফ (একজন বাংলাদেশী মোয়াল্লেম মক্কা ও মদিনা)

* হজের পর পরই ওমরাহ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ
* শুধুমাত্র গ্রুপ প্যাকেজের জন্য প্রযোজ্য।



NAFS TRAVEL INC.

SANU SHEAK (SANA)
Cell: 347-537-7657
Email: nafstravel@gmail.com
www.nafstravel.com

NAFS TRAVEL

37-59 74th Street, Jackson Heights, NY 11372
(Inside Mollika electronics next to CITI Bank)

রোহিঙ্গা গণহত্যার রায় এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবী

৬ পৃষ্ঠার পর

আদালত ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করে। আদালত নির্ধারণ করেন, ২০১৭ সালে রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সামরিক অভিযানের সময় মিয়ানমার গণহত্যা সংঘটিত করেছে এবং গণহত্যা সনদের অধীন তার আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করেছে। গণহত্যা প্রতিরোধ, অপরাধীদের শাস্তি এবং প্রমাণ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার বিষয়েও আদালত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

এই রায়ের তাৎপর্য অসাধারণ। কারণ আন্তর্জাতিক বিচার আদালত রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক আইনগত দায় নির্ধারণ করেন। এটি কোনো ব্যক্তির ফৌজদারি দণ্ডাদেশ নয়; বরং একটি রাষ্ট্র গণহত্যা সনদের অধীনে তার দায়িত্ব লঙ্ঘন করেছে-এমন বিচারিক সিদ্ধান্ত।

আদালত মিয়ানমারকে অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধ, তদন্ত ও প্রয়োজনীয় বিচারিক ব্যবস্থা গ্রহণ, ক্ষতিপূরণ এবং রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, ঘেচ্ছামূলক ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের পরিবেশ তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও পদ্ধতি নির্ধারণের বিষয়টি পরবর্তী বিচারিক পর্যায়ের জন্য রাখা হয়েছে।

এটি শুধু রোহিঙ্গাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার একটি বিচারিক স্বীকৃতি নয়; রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানও।

তবে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি-রায় ঘোষণা আর ন্যায়বিচারের পূর্ণ বাস্তবায়ন এক বিষয় নয়। আদালত অপরাধের দায় নির্ধারণ করতে পারেন, কিন্তু বাস্তুচ্যুত মানুষের ঘরে ফেরা, হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়া, নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়া এবং অপরাধীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও বাস্তব পদক্ষেপ প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতার রাজনীতি

আন্তর্জাতিক বিচারব্যবস্থার সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্নগুলোর একটি হলো-আইন কি ক্ষমতাবান রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও সমানভাবে কার্যকর হতে পারে?

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ১৯৪৮ সালের গণহত্যা সনদ রাষ্ট্রগুলোকে গণহত্যা প্রতিরোধ ও শাস্তি দেওয়ার বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করেছে। কিন্তু ইতিহাস দেখিয়েছে, আন্তর্জাতিক আইনের স্বীকৃতি থাকলেই অপরাধ প্রতিরোধ করা যায় না। রাজনৈতিক স্বার্থ, সামরিক প্রভাব, ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক অনেক সময় মানবাধিকারের প্রশ্নকে পেছনে ঠেলে দেয়।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো ক্ষমতা এই সংকটের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। পাঁচ স্থায়ী সদস্যের যেকোনো একজনের ভেটো আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আটকে দিতে পারে। ফলে যে প্রতিষ্ঠান বিশ্বশান্তির রক্ষক হওয়ার কথা, তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামোতেই ক্ষমতার অসমতা রয়ে গেছে।

এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন দেখা দেয়: মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব রক্ষার মতো সর্বজনীন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কি কয়েকটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বার্থের ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত?

রোহিঙ্গা সংকটের বিচারিক ইতিহাসে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ রোম সংবিধির সদস্য হওয়ায় মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে জোরপূর্বক বিতাড়নের মতো অপরাধের ক্ষেত্রে আদালতের এখতিয়ারের প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কৌঁসুলি ২০২৪ সালের নভেম্বরে মিয়ানমারের সামরিক নেতা মিন অং হ্লাইংয়ের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার আবেদন করেন। আদালতের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, আবেদনটি বিচারিক বিবেচনাধীন রয়েছে।

এখানে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের পার্থক্য বোঝা প্রয়োজন। প্রথমটি রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক আইনগত দায় নির্ধারণ করে; দ্বিতীয়টি নির্দিষ্ট ব্যক্তির অপরাধের বিচার করে। রোহিঙ্গাদের ন্যায়বিচারের জন্য দুটি প্রক্রিয়াই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু একটির ফল অন্যটির বিকল্প নয়।

আরেকটি বিষয় মনে রাখা দরকার, আন্তর্জাতিক আদালতের রায় বাস্তবায়নের জন্য কেবল আইনি ঘোষণা যথেষ্ট নয়। মিয়ানমারের ওপর কার্যকর আন্তর্জাতিক চাপ, অপরাধীদের জবাবদিহি, ক্ষতিপূরণ এবং প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা ছাড়া বিচারিক স্বীকৃতি বাস্তব জীবনে অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে।

বাংলাদেশের মানবিক দায়িত্ব এবং আন্তর্জাতিক দায়বণ্টন

রোহিঙ্গা সংকট বাংলাদেশের জন্য শুধু পররাষ্ট্রনীতির বিষয় নয়; এটি দীর্ঘস্থায়ী মানবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বাস্তবতা। বিপুলসংখ্যক বাস্তুচ্যুত মানুষকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ মানবিক দায়িত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কিন্তু এই দায়িত্ব অনির্দিষ্টকাল একতরফাভাবে বহন করা কোনো দেশের পক্ষে সম্ভব নয়।

কক্সবাজারের আশ্রয়শিবিরগুলোতে জন্ম নেওয়া নতুন প্রজন্মের অনেক শিশুর কাছে জন্মভূমি এখনো এক অনিশ্চিত স্মৃতি। তারা এমন এক বাস্তবতায় বড় হচ্ছে, যেখানে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তাদের হাতে নেই। তাদের কেউ মিয়ানমারের গ্রাম দেখেনি, কেউ দেখেছে শুধু বাবা-মায়ের স্মৃতিতে, কেউ আবার জানে না তার পরিবারের বসতভিটার অবস্থান কোথায়। এখানে বাংলাদেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ও স্বার্থও বিবেচনায় নিতে হবে। কর্মসংস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ, বনভূমি, স্থানীয় অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও জনসেবার ওপর দীর্ঘস্থায়ী চাপ তৈরি হয়েছে। এই বাস্তবতা অস্বীকার করলে সংকটের পূর্ণ চিত্র পাওয়া যাবে না। আবার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অসুবিধার কথা বলে আশ্রয়প্রার্থী মানুষদের মৌলিক অধিকার অস্বীকার করাও মানবিক সমাধান হতে পারে না।

সমাধান তাই একতরফা নয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অর্থনৈতিক সহায়তা, মানবিক সুরক্ষা, কূটনৈতিক উদ্যোগ এবং মিয়ানমারের ওপর কার্যকর চাপের দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, প্রত্যাবর্তন যেন কোনো প্রশাসনিক সংখ্যা পূরণের কর্মসূচি না হয়। রোহিঙ্গাদের ফিরে যাওয়ার অধিকার থাকতে হবে নিরাপত্তা, নাগরিকত্বের কার্যকর নিশ্চয়তা, চলাচলের স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষা ও জীবিকার সুযোগের ভিত্তিতে। প্রত্যাবর্তন হতে হবে ঘেচ্ছামূলক, নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ এবং টেকসই। তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের নিজেদের মতামত ও অংশগ্রহণও নিশ্চিত করতে হবে।

ভবিষ্যৎ পৃথিবী কোন নৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়াবে?

রোহিঙ্গাদের অভিজ্ঞতা আমাদের একটি বৃহত্তর সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায়। সভ্যতার অগ্রগতি শুধু প্রযুক্তি, অর্থনীতি, সামরিক শক্তি কিংবা রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর উন্নয়নে পরিমাপ করা যায় না। একটি সমাজ কতটা সভ্য, তার বড় পরীক্ষা হলো-সে তার দুর্বলতম মানুষটির অধিকার কতটা রক্ষা করতে পারে।

ইতিহাসে আমরা দেখেছি, জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা কীভাবে মানুষের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সহিংসতার যুক্তি তৈরি করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নাৎসি গণহত্যা মানবসভ্যতাকে শিখিয়েছিল, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সংগঠিত ঘৃণা একত্র হলে মানুষকে কত ভয়াবহভাবে অমানবিক করে তোলা সম্ভব। সেই অভিজ্ঞতার পরই গণহত্যা প্রতিরোধ ও শাস্তির আন্তর্জাতিক সনদ প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু এত দশক পরও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে জাতিগত পরিচয়, ধর্মীয় বিভাজন ও রাজনৈতিক অনুগত্যের ভিত্তিতে মানুষের অধিকার সংকুচিত হচ্ছে।

তাহলে ইতিহাস থেকে আমরা আসলে কতটা শিখা নিয়েছি?

ইমানুয়েল কান্টের বিশ্বনাগরিকতার ধারণা মানুষের মর্যাদাকে রাষ্ট্রীয় সীমানার সংকীর্ণতার বাইরে নিয়ে যাওয়ার একটি দার্শনিক ভিত্তি দেয়। মানুষের পরিচয় কেবল তার পাসপোর্টে সীমাবদ্ধ নয়। তার জন্ম, অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও মর্যাদা কোনো রাষ্ট্রের প্রশাসনিক স্বীকৃতির ওপর নির্ভর করতে পারে না।

এই জায়গায় রোহিঙ্গা প্রশ্নটি আরও বিস্তৃত হয়ে ওঠে। আজ একটি রাষ্ট্র যদি কোনো জনগোষ্ঠীর পরিচয় অস্বীকার করে, তাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয় এবং তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে, আর পৃথিবী যদি কেবল বিবৃতি দিয়ে দায়িত্ব শেষ করে, তাহলে আগামীকাল অন্য কোনো রাষ্ট্র একই যুক্তি ব্যবহার করার নৈতিক সাহস পাবে না-তার নিশ্চয়তা কোথায়?

একটি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধকে উপেক্ষা করা শুধু সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি অন্যায় নয়; এটি আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের সর্বজনীন ধারণাকেও দুর্বল করে। কারণ মানবাধিকার যদি কেবল শক্তিশালী রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য কার্যকর হয়, তবে তা আর সর্বজনীন অধিকার থাকে না; হয়ে ওঠে ক্ষমতার সুবিধাভোগীদের বিশেষ সুযোগ।

রাষ্ট্রের আগে মানুষ

রোহিঙ্গা গণহত্যার রায় একটি ঐতিহাসিক বিচারিক স্বীকৃতি। কিন্তু এই রায়ের প্রকৃত সার্থকতা নির্ভর করবে এর পরবর্তী বাস্তবতার ওপর। যারা ঘর হারিয়েছে, তাদের ঘরে ফেরার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কি না; যারা নাগরিকত্ব হারিয়েছে, তারা সমান নাগরিক মর্যাদা ফিরে পাচ্ছে কি না; যারা স্বজন হারিয়েছে, তারা ন্যায়বিচার পাচ্ছে কি না-এসব প্রশ্নের উত্তরেই রায়ের মানবিক মূল্য নির্ধারিত হবে।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তা মানুষের জীবনের চেয়ে বড় হতে পারে না। রাষ্ট্রের সীমানা থাকতে পারে, কিন্তু মানুষের মর্যাদার কোনো সীমানা নেই। কোনো জনগোষ্ঠীর ভাষা, ধর্ম, জাতিগত পরিচয় কিংবা রাজনৈতিক অবস্থান তার অস্তিত্বের অধিকার কেড়ে নেওয়ার বৈধতা তৈরি করতে পারে না। আমাদের মনে রাখতে হবে, গণহত্যা শুধু একটি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ নয়; এটি মানুষের পারস্পরিক সহাবস্থান, সভ্যতার বিবেক এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীর নিরাপত্তার বিরুদ্ধে অপরাধ। আন্তর্জাতিক আদালতের রায় সেই অপরাধের বিরুদ্ধে আইনের অবস্থানকে স্পষ্ট করেছে। এখন প্রয়োজন সেই অবস্থানকে কার্যকর রাজনৈতিক ও মানবিক বাস্তবতায় রূপ দেওয়া।

রোহিঙ্গাদের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে পৃথিবী হয়তো আরও অনেক অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অর্জন করবে, আরও শক্তিশালী অস্ত্র তৈরি করবে, মহাকাশে নতুন নতুন অভিযান চালাবে; কিন্তু মানুষের মর্যাদা রক্ষার মৌলিক পরীক্ষায় তার ব্যর্থতা থেকেই যাবে।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটি তাই শুধু মিয়ানমারের নয়, বাংলাদেশেরও নয়, কোনো একটি জাতি বা ধর্মেরও নয়। প্রশ্নটি সমগ্র মানবসভ্যতার। একটি রাষ্ট্র যদি মানুষের অস্তিত্ব কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেয়, আর পৃথিবীর অন্য রাষ্ট্রগুলো যদি সেই অপরাধের বিচার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আমরা কোন সভ্যতার নাগরিক-যেখানে মানুষের অধিকার রাষ্ট্রকে সীমাবদ্ধ করে, নাকি যেখানে রাষ্ট্রের ক্ষমতাই ঠিক করে দেয় কে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার পাবে?

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট



MD Golam Mostofa, ESQ.
NY State Attorney

LL. B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh.
Barrister-At-Law, London.
Attorney-At-Law, NY.

- Personal Injuries & Death Claims
- Car Accidents and Medical Mal Practice
- Divorce, Family Matters and Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure proceedings
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Wills, Trust and Estate Planning
- All Criminal Matters
- All Immigration Matters

Address:
Queens: 148-45 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435

Phone# 718-487-4873, Cell: 917-285-6247(Text) Email: abmostofa1@gmail.com

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য নিশ্চয়তা
প্রদান করি



ZAM ZAM
TRAVEL US

আমাদের সার্ভিস সমূহ

- এয়ার টিকেটিং
- হজ্ প্যাকেজ — সার্ভিস প্রোভাইডার
- হোটেল বুকিং
- ভিসা প্রোসেসিং
- ওমরাহ্ প্যাকেজ — সার্ভিস প্রোভাইডার

কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন?

- ✓ বিশেষজ্ঞ দল
- ✓ যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
- ✓ প্রিমিয়াম সহায়তা
- ✓ নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা

ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with
إشراء الخير ITHRAA ALKHAIR
إشراق

এয়ার লাইন সমূহ

السعودية SAUDIA | QATAR AIRWAYS القطرية | Emirates | TURKISH AIRLINES

ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh

নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী

খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান?

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মসিষ্ট, নার্স, ফেডারেল জব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সি ড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।

৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।
সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।

আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।

খান ভাই

646-637-7590

Email: khanma663@gmail.com

COOL Multiservices LLC

Real Estate, Tax, Insurance & Consultancy
We Offer Mortgage
Wireless Communication Limo Service



শাহ্ হামজার স্মরণে

বিশ্বাসের উত্তরাধিকার, উৎকর্ষতার ভবিষ্যৎ

১৯৯৯ সাল থেকে কুল মাল্টিসার্ভিসেস এলএলসি আমাদের কমিউনিটির একটি নির্ভরযোগ্য ভরসার নাম। দীর্ঘ এই পথচলায় আমরা সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জন করেছি।

আজ আমরা গর্বের সাথে জানাচ্ছি—আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ আরও নিরাপদ ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে আমরা আমাদের সেবার পরিধি ও দক্ষতা আরও বিস্তৃত করেছি।

আপনি যদি ট্যাক্স সংক্রান্ত সহায়তা চান, কিংবা নিজের স্বপ্নের একটি বাড়ির খোঁজে থাকেন—যে দলকে আপনি বছরের পর বছর বিশ্বাস করেছেন, সেই দল আজও আপনার পাশে আছে।

আমাদের প্রধান সেবাসমূহ

* ট্যাক্স প্রস্তুতি ও পরামর্শ
  দ্রুত, নির্ভুল ও সর্বোচ্চ রিটার্ন নিশ্চিত করার জন্য অভিজ্ঞ সহায়তা।
* মর্টগেজ ও ঋণ সমাধান (থ্রি এপ্রোভাল)
  সহজ শর্ত, প্রতিযোগিতামূলক সুদের হার ও ব্যক্তিগত গাইডলাইন।
* রিয়েল এস্টেট সেবা
  বাড়ি কেনা বা বিক্রি—বাজার বিশ্লেষণ করে আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহায়তা।

আপনার স্বপ্নের বাড়ির শুরু এখান থেকেই

প্রথমবার বাড়ি কিনছেন?
আপনাকে আন্তরিক স্বাগতম।
এই প্রক্রিয়াকে জটিল মনে করার কোনো কারণ নেই। আমরা প্রথমবার বাড়ি কিনতে আগ্রহীদের জন্য থ্রি-অ্যাপ্রুভালসহ প্রতিটি ধাপে পাশে থেকে সহায়তা করি, যাতে আপনার "স্বপ্নের বাড়ি" বাস্তবে রূপ নেয়।

কুল-এর সাথে যুক্ত হয়ে উপভোগ করুন
২৫ বছরেরও বেশি সময়ের সততা, অভিজ্ঞতা ও পেশাদার সেবার নিশ্চয়তা।

: যোগাযোগ :

১৯৭০১ হিলসাইড অ্যাভিনিউ, হলিস, নিউ ইয়র্ক ১১৪২৩

৩ ৭১৮-৮০৩-৮২০০

ইমেইল: coolmultiservicesllc@gmail.com

হ্যান্ডস অন
ফিসিক্যাল থেরাপি
রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া

এলআইসি. ফিসিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।
আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway
170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100



হোমিও চিকিৎসা

জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়



ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালটেন্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন
347-596-3111, 347-485-8020

জ্যাকসন হাইটস অফিস: (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিস: (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

হাসিনার প্রত্যাবর্তনের বাজি কতটা বাস্তব?

৫ পৃষ্ঠার পর

এখন পর্যন্ত নিশ্চিত নয়।

বিজয় দিবস কেন বেছে নিলেন হাসিনা? তারিখ নির্বাচনের মধ্যেও রয়েছে রাজনৈতিক বার্তা। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে কেবল একটি জাতীয় দিবস নয়; এটি মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়, স্বাধীনতার গৌরব এবং জাতীয় আত্মপরিচয়ের প্রতীক। শেখ হাসিনা এই দিনটিকে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্য দিন হিসেবে বেছে নিয়ে রাজনৈতিকভাবে কয়েকটি বার্তা দিতে চাইতে পারেন। প্রথমত, তিনি নিজেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে নিজের প্রত্যাবর্তনের দাবিকে একটি জাতীয় আবেগের সঙ্গে মেলাতে চাইছেন। দ্বিতীয়ত, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের কাছে এটি যতে পারে মনোবল ফিরে পাওয়ার একটি আহ্বান। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছেও তিনি বোঝাতে চাইতে পারেন যে নির্বাসনে থেকেও বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করছেন না। তবে বিজয় দিবস কোনো ব্যক্তি বা দলের একক সম্পত্তি নয়। এটি বাংলাদেশের মানুষের অর্জন। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবকে রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনের প্রচারণায় ব্যবহার করা যতটা সহজ, ততটা সহজ নয় সেই গৌরবের সঙ্গে বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতার সমন্বয় ঘটানো। শেখ হাসিনার সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি কোন রাজনৈতিক বাস্তবতায় ফিরতে চাইছেন? যে দেশের ক্ষমতা থেকে তিনি গণ-অভ্যুত্থানের মুখে বিদায় নিয়েছেন, সেই দেশের মানুষের কাছে তার জবাবদিহির প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

সীমান্তে আওয়ামী লীগ নেতাদের তৎপরতা: কাকতালীয়, নাকি পরিকল্পনার অংশ? শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে ভারতে অবস্থানরত আওয়ামী লীগের কয়েকজন শীর্ষ নেতার সীমান্ত পরিদর্শন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানা গেছে, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম এবং শেখ হাসিনার সাবেক একান্ত সচিব আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী নালিম পশ্চিমবঙ্গের পেট্রাপোল সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। সেখানে তাদের রুদ্ধদ্বার বৈঠকের খবরও প্রকাশিত হয়েছে। ত্রিপুরার আগরতলা-আখাউড়া সীমান্তপথ নিয়েও তাদের পর্যবেক্ষণের পরিকল্পনার কথা এসেছে সংবাদমাধ্যমে। এই তৎপরতা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তৈরি করেছে। একজন রাজনৈতিক নেতার দেশে ফেরার সম্ভাব্য পথ দেখতে দলের শীর্ষ নেতাদের সীমান্তে যেতে হচ্ছে কেন? তারা কি কেবল সম্ভাব্য প্রবেশপথ পর্যবেক্ষণ করছেন, নাকি এর পেছনে রয়েছে আরও বড় কোনো রাজনৈতিক পরিকল্পনা?

পেট্রাপোল-বেনাপোল এবং আগরতলা-আখাউড়া-দুটি সীমান্তপথই ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সীমান্ত পরিদর্শন করলেই কোনো রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনের পথ তৈরি হয়ে যায় না। আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রমের ক্ষেত্রে দুই দেশের আইন, অভিবাসন কর্তৃপক্ষ, নিরাপত্তা সংস্থা এবং কূটনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয় রয়েছে।

তাই আওয়ামী লীগ নেতাদের এই তৎপরতাকে সম্ভাব্য রাজনৈতিক প্রস্তুতির ইঙ্গিত হিসেবে দেখা যেতে পারে, কিন্তু একে শেখ হাসিনার দেশে ফেরার চূড়ান্ত পরিকল্পনার প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।

এখানে আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। আওয়ামী লীগের যেসব নেতা দেশে ফেরার পথ নিয়ে সক্রিয়, তাদের কারও কারও বিরুদ্ধে বাংলাদেশে গুরুতর মামলা রয়েছে। ফলে বিষয়টি শুধু রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনের নয়, ব্যক্তিগত আইনি ঝুঁকির সঙ্গেও সম্পর্কিত। দিল্লির নীরবতাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন: শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের হিসাব-নিকাশে ভারতের অবস্থান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে তিনি ভারতে অবস্থান করছেন। বাংলাদেশ সরকার তার প্রত্যর্পণের দাবি জানিয়েছে। কিন্তু দিল্লির অবস্থান এখনো এমন নয়, যাতে তার প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শেখ হাসিনার মুখপাত্রের বক্তব্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ সরকারকে বিমান পাঠানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু রয়টার্সের প্রতিবেদন বলছে, এ বিষয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়নি। বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও বিমান পাঠানোর কোনো সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়নি।

ভারতের জন্য বিষয়টি নিছক একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর যাতায়াতের প্রশ্ন নয়। বাংলাদেশের সঙ্গে তার দীর্ঘ সীমান্ত, নিরাপত্তা, বাণিজ্য, যোগাযোগ, পানি বণ্টন এবং আঞ্চলিক ভূরাজনীতির সম্পর্ক রয়েছে। শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়া এবং তাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর প্রশ্ন-দুটিই ভারতের কূটনৈতিক হিসাবের অংশ।

দিল্লি নিশ্চয়ই জানে, শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। আবার তাকে প্রত্যর্পণ করলেও তার রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রভাব থাকবে।

সুতরাং ভারতের নীরবতাকে সম্মতি বা প্রত্যাখ্যান কোনোটিই ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। তবে এটুকু স্পষ্ট, ভারতের সহযোগিতা ছাড়া শেখ হাসিনার পরিকল্পিত প্রত্যাবর্তন সহজ হবে না।

আওয়ামী লীগের লক্ষ্য কি শুধু হাসিনাকে ফেরানো? এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্ন রয়েছে। শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের দাবির সঙ্গে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাসের কোনো সম্পর্ক নেই তো?

২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগ কার্যত দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামোর বাইরে চলে গেছে। দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ। শীর্ষ পর্যায়ের অনেক নেতা দেশের বাইরে, কেউ কেউ কারাবন্দী, আবার অনেকের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। দলটির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত।

এমন পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে নতুন আশাবাদ তৈরি করতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ক্রিয় বা আত্মগোপনে থাকা নেতা-কর্মীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও এটি ভূমিকা রাখতে পারে।

সম্ভবত আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব বুঝতে পারছে, শুধু বিদেশে বসে বিবৃতি দিয়ে দেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করা কঠিন। প্রয়োজন একটি দৃশ্যমান রাজনৈতিক ঘটনা, যা নেতা-কর্মীদের মনোযোগ আবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দিকে ফিরিয়ে আনবে। ১৬ ডিসেম্বরের ঘোষণা সেই রাজনৈতিক ঘটনার সূচনা হতে পারে। তবে আওয়ামী লীগের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা শুধু শেখ হাসিনার অনুপস্থিতি নয়; বরং দলটির অতীত শাসন, জুলাই-আগস্টের নিষ্ঠুরতার অভিযোগ এবং জনগণের মধ্যে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক ক্ষোভ। একটি দল নিষিদ্ধ হলেই তার সমর্থকরা রাজনৈতিকভাবে বিলীন হয়ে যায় না। আবার অতীতে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিল বলেই কোনো দলের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হয়ে যায় না। আওয়ামী লীগকে যদি ভবিষ্যতে রাজনীতিতে ফিরতে হয়, তাহলে শুধু শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। দলটিকে নিজের রাজনৈতিক দায়, নেতৃত্বের সংকট এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহির প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে।

ক্ষমতার পতন থেকে বিচারের মুখোমুখি, ইতিহাসের শিক্ষা: বিশ্ব রাজনীতিতে ক্ষমতার উত্থান-পতনের ইতিহাস বেশ নির্মম। অনেক নেতা রাজনৈতিক নিপীড়নের অভিজ্ঞতা থেকে উঠে এসে ক্ষমতায় বসার পর নিজেরাই বিরোধী মত দমনে কঠোর হয়েছেন। কেউ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছেন, কেউ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাদের অনেককেই বিচারের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা, জুলফিকার আলী ভুট্টোর রাজনৈতিক পরিণতি, অগুস্তো পিনোশের বিচারিক জটিলতা কিংবা হোসনি মুবারকের পতন-প্রতিটি ঘটনার প্রেক্ষাপট আলাদা। তবু এসব ইতিহাসে একটি সাধারণ শিক্ষা রয়েছে: রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা স্থায়ী নয়, আর ক্ষমতার অপব্যবহারের দায় একসময় সামনে আসতে পারে।

শেখ হাসিনার রাজনৈতিক জীবনও এখন সেই কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি। একসময় বাংলাদেশের রাজনীতিতে তার সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। বিরোধীদল, নির্বাচন, প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নিয়ে তার সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে নানা অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে নির্বাচনব্যবস্থা, বিরোধীদলের ওপর দমন-পীড়ন, গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। অন্যদিকে, তার সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, অবকাঠামোগত অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দাবিও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অংশ।

কিন্তু উন্নয়ন কোনো সরকারকে আইনের ঊর্ধ্বে ছান দিতে পারে না। একইভাবে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ভিত্তিতে কাউকে বিচারের মুখোমুখি করাও ন্যায়বিচার হতে পারে না।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিচার হতে হবে স্বচ্ছতা, সাক্ষ্যপ্রমাণ, আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে। মৃত্যুদণ্ডের মতো গুরুতর শাস্তির ক্ষেত্রে বিচারপ্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতা আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আজ শেখ হাসিনা বিচারের মুখোমুখি। আগামী দিনে অন্য কোনো ক্ষমতাসীন নেতাকেও একই প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হতে পারে। প্রত্যাবর্তনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা রাজনীতি নয়, বিশ্বাসযোগ্যতা! শেখ হাসিনা দেশে ফিরবেন কি না, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো-ফিরলে তিনি কোন রাজনৈতিক অবস্থানে দাঁড়াবেন?

তিনি কি একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হবেন? নাকি রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনের দাবিতে আবারও ক্ষমতার রাজনীতিতে প্রবেশ করতে চাইবেন? তার দল কি অতীতের রাজনৈতিক অবস্থান থেকে সরে এসে আত্মসমালোচনার পথ বেছে নেবে? এসব প্রশ্নের কোনো পরিষ্কার উত্তর এখনো নেই।

সরকারের দায়িত্বও এখানে কম নয়। শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের রাজনৈতিক সহিংসতা, প্রতিশোধ কিংবা আইনবহির্ভূত আচরণের সুযোগ দেওয়া যাবে না। কেউ অপরাধে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত হলে তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু সেই আইনের প্রয়োগ হতে হবে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ এবং সবার জন্য সমান।

একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের সমর্থকদেরও রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে গণশত্রু হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। কোনো দলের অপরাধের দায় প্রত্যেক সমর্থকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া গণতান্ত্রিক আচরণ নয়।

বাংলাদেশের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ প্রতিশোধের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

শেখ হাসিনার ঘোষিত তারিখ ঘিরে আগামী কয়েক সপ্তাহ বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। সীমান্তে আওয়ামী লীগ নেতাদের তৎপরতা, নতুন পাসপোর্ট ও ভ্রমণ নথি সংগ্রহের উদ্যোগ, ভারতের অবস্থান এবং বাংলাদেশের সরকারের কঠোর বার্তা-সব মিলিয়ে বিষয়টি ইতিমধ্যে রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে।

তবে বাস্তবতা হলো, এখন পর্যন্ত ১৬ ডিসেম্বর শেখ হাসিনার দেশে ফেরার কোনো নিশ্চিত ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশ সরকার তাকে রাষ্ট্রীয় বিমান পাঠানোর কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। ভারতও প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক সম্মতি দেয়নি। বরং বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাকে গ্রেপ্তারের কথা স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে।

তাই তার প্রত্যাবর্তনের বাজি এখনো অনেকটাই রাজনৈতিক ঘোষণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, বাস্তব প্রস্তুতির ওপর নয়।

তবে এই ঘোষণাকে একেবারে গুরুত্বহীন ভাবারও কারণ নেই। এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নিজের রাজনৈতিক উপস্থিতি জানান দিতে চাইতে পারে, ভারতের ওপর কূটনৈতিক চাপ তৈরির চেষ্টা হতে পারে, আবার দেশের ভেতরে দলীয় নেতা-কর্মীদের সক্রিয় করার কৌশলও থাকতে পারে।

শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনার দেশে ফেরা নির্ভর করবে আইনি প্রক্রিয়া, ভারতের সিদ্ধান্ত এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার ওপর। কোনো নেতার ব্যক্তিগত ইচ্ছা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের বিকল্প হতে পারে না।

বাংলাদেশের মানুষ ২০২৪ সালে যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রাজপথে নেমেছিল, তার কেন্দ্রে ছিল অধিকার, মর্যাদা, জবাবদিহি ও গণতন্ত্রের দাবি। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে কি না, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু নতুন বাংলাদেশ গড়ার নামে পুরোনো কর্তৃত্ববাদ কিংবা নতুন প্রতিহিংসার রাজনীতি-কোনোটিই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

শেখ হাসিনা ফিরবেন কি ফিরবেন না, সেটি সময়ই বলে দেবে। কিন্তু তার প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নে বাংলাদেশের গণতন্ত্র, বিচারব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ যেন আড়ালে পড়ে না যায়।

ইতিহাসের শিক্ষা পরিষ্কার ক্ষমতা কাউকে চিরস্থায়ী করে না, নির্বাসন কাউকে নির্দোষ প্রমাণ করে না, আর রাজনৈতিক পতনও কাউকে বিচারবহির্ভূত শাস্তি দেওয়ার বৈধতা দেয় না।

১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস। এই দিনটি কোনো ব্যক্তির ক্ষমতায় ফেরা কিংবা কোনো দলের পুনর্বাসনের চেয়েও বড়। এটি বাংলাদেশের মানুষের বিজয়ের দিন। সেই বিজয়ের প্রকৃত মর্যাদা রক্ষা করতে হলে রাষ্ট্রকে আইনের পথে চলতে হবে, রাজনীতিকে প্রতিহিংসা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং প্রতিটি পক্ষকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের বাজি কতটা বাজব-তার উত্তর এখনো অনিশ্চিত। কিন্তু বাংলাদেশ কোন পথে এগোবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষেরই।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট, niazjournalist@gmail.com

বাংলাদেশ নিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যম : সত্য, গুজব এবং বয়ানের দোলাচল

৫ পৃষ্ঠার পর

সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমেও অপতথ্য ও এআই-ভিডিও তিন গুণ বেড়েছে; ফেব্রুয়ারিতে ফেনসুকের উনসকনিই 'প্রথম আলো' ও 'মেইলি স্টার'-এ মব-হামলার পথ তৈরি করেছিল। নয়াদিল্লিও বাংলাদেশি গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে পালটা অপপ্রচারের অভিযোগ তুলেছে।

এই টানাপোড়েন নতুন মাত্রা পেয়েছে ২০২৬ সালের নভেম্বরে, শেখ হাসিনাকে ঘিরে অস্থিরতায়। 'নিউজ১৮ বাংলা'-র খবর অনুযায়ী, বিজয় দিবসের আগে হাসিনার ফেরা বা প্রত্যর্পণ-বিতর্ক, নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের গোপন হামলার অভিযোগ, প্রশাসনিক দমনপীড়ন ও বিএনপি-জামায়াতের একজোট হওয়ার খবরে দেশ উত্তপ্ত। গোপালগঞ্জ ও নড়াইলের কাশিয়ায় সহিংসতা ছড়ানোকেই দুই দেশের গণমাধ্যমে আকাশ-পাতাল ফারাক স্পষ্ট হলো। 'এবিপি আনন্দ', 'এবিপি লাইভ' ও 'সংবাদ প্রতিদিন' দাবি করল, নড়াইলে হিন্দু ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের প্রায় দুই শত ঘরবাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে; সামাজিক মাধ্যমে তা দুই-তিন শত ছাড়িয়ে 'গণহত্যা'র রূপ নিল। অথচ 'প্রথম আলো' জানাল, কালিয়ায় আওয়ামী লীগের ২০-৩০টি বাড়িতে হামলা ও পাঁচ-ছয়টি ঘরে অগ্নিসংযোগ হয়েছে-যার মধ্যে সাবেক সাংসদ বি এম কবিরুল হক ও কৃষ্ণপদ ঘোষের বাড়ি রয়েছে-তবে হতাহত হয়নি। রিউমর স্ক্যানারের মতে, বিএনপির দুই নেতা খুনের জেরে অর্ধশতাধিক ঘর-দোকানে হামলা হলেও অগ্নিসংযোগে কেউ মারা যাননি। নড়াইল পুলিশ জানিয়েছে, কেন্দারচরে হিন্দু বসতিতে হামলার ভিডিওটি পুরোনো ও এআই-নির্মিত, কারণ সেখানে হিন্দু বসতিই নেই। কালিয়া বিএনপির সাধারণ সম্পাদক স ম ওয়াহিদুজ্জামানও দুই শতাধিক বাড়িতে হামলার দাবি উড়িয়ে দেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার নয়াদিল্লির ভূমিকার অভিযোগ তুললেও ভারত তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

বিষয়গুলোর আঁচ পশ্চিমবঙ্গেও লাগাটা স্বাভাবিক। ২২ নভেম্বর 'সংবাদ প্রতিদিন', 'নিউজ১৮ বাংলা' ও 'হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা'-র খবর অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানান। প্রশাসনিক শালীনতা মেনেই তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের দুই কোটি মানুষের আত্মীয়স্বজন বাংলাদেশে থাকেন; তিনি জয়শঙ্করের সঙ্গে কথা বলবেন, সীমান্তে নজরদারি ও দশ হাজার অনুপ্রবেশকারী ফেরতের দাবি করেন এবং সিএএ-র সময়সীমা বাড়াতে কেন্দ্রকে চিঠি লেখার কথা জানান। বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্যও আন্দোলনের ডাক দেন। তবে শুভেন্দুর বক্তব্যে দ্বিচারিতার প্রশ্ন তুলেছেন সমালোচকেরা। বাংলাদেশের হিন্দুদের দুর্দশায় যিনি এতটা ব্যথিত, ভারতের অভ্যন্তরে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন, মসজিদ ও উপাসনালয় ভাঙা কিংবা ফুটপাতের দোকান গুঁড়িয়ে দেওয়া তাঁর চোখে পড়ে না কেন-সে প্রশ্ন আজ ছেড়েছে। সমর্থকদের যুক্তি, ভারতের পদক্ষেপ আইনশৃঙ্খলার অংশ আর বাংলাদেশের বিষয়ে সরব হওয়া মানবিক দায়বদ্ধতা। কিন্তু এই বাহাই-করা সংবেদনশীলতাই প্রমাণ করে, এগুলো হয়তো তাঁদের রাজনৈতিক মেরুকরণেরই হাতিয়ার। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে, বাংলাদেশের ঘটনা ঘিরে অসত্য প্রচার ও পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির এই রাজনৈতিক বাড়াবাড়ি আসলে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক চাপে রাখার একটি সুপরিকল্পিত কৌশলও হতে পারে, যদিও শাসক শিবির তা উড়িয়ে দিয়ে একে সীমান্ত-নিরাপত্তা ও সংখ্যালঘুদের প্রতি সংবেদনশীলতার প্রকাশ বলেই দাবি করছে।

দিনের শেষে প্রশ্নটি কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে-বিপক্ষে নয়, সাংবাদিকতার মেরুদণ্ডের। বাংলাদেশে বাস্তব সহিংসতাকে 'সবই অপপ্রচার' বলে ধামাচাপা দেওয়া যেমন আত্মঘাতী, তেমনই টিআরপি ও রাজনৈতিক ফায়দার লোভে যাচাইহীন সংখ্যা ও সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ানো আরও বিপজ্জনক। সীমান্তের দুই পারে সরকার বদলাবে; কিন্তু সংবাদপত্রের কলম কুয়াশা সরিয়ে নির্মোহ সত্যে না ফিরলে অবিশ্বাসের বিষবাষ্প দুই বাংলার সাধারণ মানুষের ঘাড়েই এসে পড়বে।

গঙ্গা চুক্তির নবায়ন: ন্যায্যতা, সমতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা

১২ পৃষ্ঠার পর

পানি সংরক্ষণ, শুষ্ক মৌসুমে প্রবাহ বৃদ্ধি, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং নদীর পরিবেশগত প্রবাহের বিষয়গুলো আরও কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার ছিল। ১৯৭৫ সালে ভারতের ফারাক্কা ব্যারাজ চালু হওয়ার পর বাংলাদেশের গঙ্গা-পদ্মার পানিপ্রবাহে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে (জানুয়ারি থেকে মে) ভারত ফারাক্কা পয়েন্টে পানি প্রত্যাহার করায় বাংলাদেশে পদ্মা নদীর পানিপ্রবাহ কমে যায়। এর প্রভাব শুধু পদ্মা নদীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; পদ্মার শাখা-প্রশাখা ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদনদীগুলোর ওপরও পড়েছে। বিশেষ করে, গড়াই নদীতে পানিপ্রবাহ কমে যাওয়ায় নদীর তলদেশে পলি জমা, নাব্য হ্রাস এবং অনেক শাখা নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হয়েছে।

ফারাক্কার প্রভাব শুধু বাংলাদেশ নয়, নদীনির্ভর মানুষের জীবনও বিপর্যস্ত হয়েছে। ফারাক্কা ব্যারাজ নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল হুগলি-ভাগীরথী নদীর নাব্য বজায় রাখতে গঙ্গার পানি প্রবাহিত করা, যাতে কলকাতা বন্দরের নাব্য রক্ষা করা যায়। কিন্তু এই প্রকল্পের উজান ও ভাটির নদীব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন নিয়ে বহু বছর ধরে বিতর্ক রয়েছে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গা-পদ্মার পানিপ্রবাহ কমে যাওয়ার সঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্পর্ক রয়েছে। কৃষি ও সেচব্যবস্থা, নদীর নাব্য, লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং মৎস্যসম্পদ ও জীববৈচিত্র্য নেতিবাচক প্রভাব। মানুষের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে কৃষক, জেলে, মাঝি, নৌযান শ্রমিক এবং নদীর ওপর নির্ভরশীল অন্যান্য পেশার মানুষ পানির স্বল্পতা ও নদীর পরিবর্তনের কারণে অর্থনৈতিক চাপে পড়েন। তবে এসব সমস্যার সবটুকু শুধু ফারাক্কা ব্যারাজের কারণে হয়েছে-এমন সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক হবে না। জলবায়ু পরিবর্তন, উজানের অন্যান্য পানি প্রত্যাহার, পলি ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নদীশাসন এবং অবকাঠামোগত কারণও বিবেচনায় নিতে হবে। অন্যদিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের নদীতীরবর্তী মানুষেরও বন্যা, নদীভাঙন, পলি জমা, মৎস্যসম্পদ ও নদী ব্যবস্থাপনা নিয়ে সমস্যা রয়েছে। ফারাক্কা ও গঙ্গার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে স্থানীয় মানুষের উদ্বেগও উপেক্ষা করা যায় না। অর্থাৎ নদীর সমস্যাকে ভারত বনাম বাংলাদেশ হিসেবে দেখলে সমাধান পাওয়া কঠিন। নদীর উজান ও ভাটির মানুষকে একই ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

নবায়ন নিয়ে আপত্তি কতটুকু? এই মুহূর্তে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ভারতের লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি নবায়নের বিষয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনা তখনো শুরু হয়নি। অন্যদিকে ২০২৬ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি জানিয়েছেন, বাংলাদেশ পুরোনো চুক্তি শুধু নবায়ন করতে চায় না; বরং গ্যারান্টি ক্লজসহ নতুন চুক্তি করতে আগ্রহী। ২৯ সেপ্টেম্বর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানিয়েছেন, গঙ্গার পানিবণ্টনসহ অভিন্ন নদীর বিষয়গুলো যৌথ নদী কমিশনের মাধ্যমে আলোচনা করা হবে এবং কারিগরি পর্যায়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। এরপর ২ নভেম্বর ২০২৬ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এ বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছেন। পানিসম্পদমন্ত্রী ও সরকারের অর্থবিষয়ক উপদেষ্টা আলোচনার প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দুই দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা চলছে এবং আনুষ্ঠানিক আলোচনাও হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। অতএব, বলা ঠিক হবে না যে একেবারেই কোনো অগ্রগতি নেই। তবে এটাও সত্য যে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত প্রকাশ্যে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী নতুন চুক্তির চূড়ান্ত শর্ত, স্বাক্ষরের তারিখ কিংবা বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত পানির নিশ্চয়তা নিয়ে কোনো চূড়ান্ত সমঝোতার ঘোষণা আসেনি। সময় অত্যন্ত সীমিত। ১২ ডিসেম্বরের আগে কার্যকর সমঝোতা না হলে দুই দেশের জন্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে।

নতুন চুক্তি শুধু পুরোনো চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। গত ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে কয়েকটি মৌলিক পরিবর্তন আনা জরুরি। যেমন, পানির ন্যূনতম প্রবাহের নিশ্চয়তা। বাংলাদেশের জন্য শুষ্ক মৌসুমে একটি বাস্তবসম্মত ন্যূনতম পানিপ্রবাহ নির্ধারণ করতে হবে এবং নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে পানিবণ্টন হওয়া বাঞ্ছনীয়। ফারাক্কায় কত পানি প্রবেশ করছে, ভারত কতটুকু নিচ্ছে এবং বাংলাদেশে কতটুকু ছাড়ছে- এসব তথ্য প্রতিদিন দুই দেশের কাছে থাকতে হবে। ফার্স্টিজ ট্রিজসহ গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে যৌথভাবে পানির পরিমাণ পরিমাপ করতে হবে। প্রতিটি ১০ দিনের হিসাব জনসাধারণের জন্যও প্রকাশ করা যেতে পারে।

অন্যদিকে বাংলাদেশ শুধু শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানিপ্রবাহ ও আকস্মিক বন্যাও কৃষি, অবকাঠামো ও জনজীবনে ক্ষতি করে। তাই নতুন ব্যবস্থাপনায় শুষ্ক মৌসুমে পানির নিশ্চয়তার পাশাপাশি বর্ষাকালের অতিরিক্ত প্রবাহ সম্পর্কে আগাম তথ্য, বন্যা পূর্বাভাস এবং সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা যুক্ত করতে হবে। নতুন চুক

পাবলিক স্কুলসহ ১১ সিটি এজেন্সিতে হালাল খাবার নিশ্চিতের আদেশ

৩ পৃষ্ঠার পর

ও সেবেলিংয়ের অভিন্ন নির্দেশিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। আগামী এক বছরের মধ্যে এই নির্দেশিকা প্রণয়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় থাকা অনেক নিউইয়র্কবাসীর জন্য সরকারি খাদ্য কর্মসূচিগুলো দৈনন্দিন পুষ্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বর্তমানে বিভিন্ন সংস্থায় অনুরোধের ভিত্তিতে হালাল ও কোশার খাবারের ব্যবস্থা করা হলেও সব কর্মসূচিতে একই ধরনের নীতিমালা অনুসরণ করা হয় না। নতুন নির্দেশিকার মাধ্যমে এ ব্যবস্থায় সমন্বয় আনা এবং ধর্মীয় খাদ্যবিধি অনুসরণকারী মানুষের জন্য খাবারের প্রাপ্যতা বাড়ানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী, মেয়রের অফিস অব ফুড পলিসি (এমওএফপি) আগামী এক বছরের মধ্যে 'সিটি এজেন্সি ফুড গাইডেন্স ফর নিউইয়র্কার্স হু অবজার্ভ ডায়েটারি রেস্ট্রিকশনস' শীর্ষক নির্দেশিকা তৈরি করবে। এতে হালাল ও কোশার খাবারের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় খাদ্যবিধি অনুসরণকারী নিউইয়র্কবাসীর চাহিদা পূরণে সরকারি সংস্থাগুলোর করণীয় নির্ধারণ করা হবে।

নির্দেশিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হবে হালাল ও কোশার খাবারের তৃতীয় পক্ষের সার্টিফিকেশনের জন্য অভিন্ন মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা। খাবারের প্যাকেট, উপাদানের তালিকা এবং পরিবেশনের স্থানে হালাল ও কোশার পরিচিতি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হবে। এতে খাবার ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়েছে কি না, তা সহজে বুঝতে পারবেন সুবিধাভোগীরা।

মেয়র মামদানি বলেন, সিটি গভর্নমেন্ট যে খাবার পরিবেশন করে, তাতে এই শহরের মানুষের বৈচিত্র্যের প্রতিফলন থাকা উচিত। ধর্মীয় বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে কোনো নিউইয়র্কবাসীকে পুষ্টিকর খাবার ফিরিয়ে দিতে বা ক্ষুধার্ত থাকতে হওয়া উচিত নয়। প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক মানুষের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও খাদ্যসংক্রান্ত বিধিনিষেধের প্রতি সম্মান দেখানো জরুরি।

বাংলাদেশি সাইফকে বহিষ্কারের উদ্যোগ ইমিগ্রেশন পুলিশের

১ পৃষ্ঠার পর

একজনকে গ্রেফতার করেছে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও শুল্ক সংস্থা (আইস পুলিশ)। গ্রেফতার হওয়া ২১ বছর বয়সী সাইফ জুনাব আলী বাংলাদেশি নাগরিক বলে জানিয়েছে আইস। তাকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের প্রক্রিয়া শুরু করেছে আইস পুলিশ। গত মঙ্গলবার সাইফ জুনাব আলীকে গ্রেফতার করা হয়। এর কয়েক দিন আগেই গত মার্চে ঘটে যাওয়া ওই দুর্ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মাত্রার অনিচ্ছাকৃত হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছিল। মামলায় অভিযুক্ত ৩ জন জামিনে ছিলেন।

গত ১৯ মার্চ রাত প্রায় ১১টা ৪০ মিনিটে ব্রাঙ্কসের কেনসিংটন এক্সপ্রেসওয়েতে লোকাস্ট স্ট্রিটের কাছে এই প্রাণঘাতী দুর্ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ অনুযায়ী, জনসুক জুবার্টের গাড়িটি পেছন থেকে অন্য একটি গাড়ির ধাক্কায় দুর্ঘটনার শিকার হয়। এরি কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, দুর্ঘটনার প্রায় এক ঘণ্টা আগে অভিযুক্তদের একটি দল রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে যান চলাচলে বাধা দিচ্ছিল, বিভিন্ন লেন আটকে রাখছিল, গাড়ি দিয়ে বার্নআউট করছিল এবং আতশবাজি ছুড়ছিল। এই ঘটনায় চার তরুণের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। তাদের মধ্যে সাইফ জুনাব আলী (২১) শাফি আহমেদ (২৩) এবং আবু সালেহ (২১) ব্রাঙ্কসের ও আশপাশের এলাকার বাসিন্দা। চতুর্থ অভিযুক্ত ১৮ বছর বয়সী এক তরুণ, যে ঘটনার সময় ১৭ বছর বয়সী ছিল। তার নাম প্রকাশ করা হয়নি।

আইস ব্রাঙ্কসের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানায়, সাইফ জুনাব আলী বাংলাদেশি নাগরিক। বর্তমানে তিনি আইসের হেফাজতে রয়েছেন এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের প্রক্রিয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ ৪ ডব্লিউআইভিনি জানিয়েছে, মঙ্গলবার ২৪ নভেম্বর সাইফকে গ্রেপ্তার করেছে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ সংস্থা (আইস পুলিশ)। গত ১৯ মার্চ ব্রাঙ্কসের কেনসিংটন এক্সপ্রেসওয়েতে ওই সংঘর্ষে ৩০ বছর বয়সী জুবার্ট মারা যান। এরি কাউন্টির জেলা অ্যাটর্নির দপ্তর জানায়, সোমবার ২৩ নভেম্বর সাইফসহ চারজনকে আদালতে হাজির করা হয়। চারজনের বিরুদ্ধেই সেকেন্ড-ডিগ্রি ম্যানস্লটারের অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। সাইফসহ তিনজনের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী সংঘর্ষের পর ঘটনাস্থল ছেড়ে যাওয়ার অভিযোগও রয়েছে। আদালতে হাজিরার ১ দিন পরই আইস পুলিশ সাইফকে আটক করে ডিপোর্টের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় করে প্রতারিত হবেন না, আমরা বিনামূল্যে বাড়ি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি।



বিঃদ্রঃ আপনি যদি রিয়েল এস্টেট জব করতে চান আপনাকে ১০০% সহযোগিতা করা হবে।

Md. Alamgir Hossain
Associate Broker
75-35 31st Ave, Suite 202
East Elmhurst, NY 11370
Cell : 347-774-6432
Office : 347-846-1200
Email: mdahossain@kw.com

মোঃ আলমগীর হোসেন
লাইসেন্স এসোসিয়েট ব্রোকার
যোগাযোগ:৩৪৭-৭৭৪-৬৪৩২

REAL ESTATE, DIVORCE,
IMMIGRATION & SMALL BUSINESS



বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা, ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয় অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যুগাযুগ করুন

নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি

Hasan Malik, Esq.
718-433-9243

37-13 74TH ST, FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ATTORNEY ADVERTISING

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসিদের নিম্নবর্ণিত সার্ভিস গুলি সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছে

TRANS GLOBAL REAL ESTATE & GLOBAL TAX AND FINANCIAL SERVICES

রিয়েল স্টেট ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস

FLORIDA- ফ্লোরিডায়
জমি ও বাড়ীর মালিক হওয়ার অপূর্ব সুযোগ
Please Call: 929-391-6274
For further inquiry
Jackson Height Office:
37-18-74th Street, 2nd Floor,
Jackson Height, NY 11372
Phone: 718-779-7600
Jamaica, Hollis Office:
184-02 Hillside Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: 718-779-7600

TAX Services
ট্যাক্স সার্ভিসেস
25 YEARS EXPERIENCED
Please Call:
718 581 6081
347 392 4312
718 779 7600
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
TAX FILING, FAST REFUND
REASONABLE FEES!

REAL ESTATE Services
রিয়েল স্টেট সার্ভিসেস
Global Tax and Financial Services
Year round Tax, Immigration, Real Estate & Multi Services
Cell: 718-581-6081, 718-779-7600
Email: rahmanghs@yahoo.com
Maksudur Rahman
I.R.S Registered Tax Preparer
Jamaica Hollis Office
Jackson Heights Office

আপনি জানেন কি?
পরীক্ষা ও আবেদন ফি ছাড়া আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ইমিগ্রেশন ফরম ও আবেদন ফি ছাড়া আবেদন করার সুযোগ আছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।



কর্নফুলি ট্রাভেল

আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা - রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

জ্যাকসন হাইট্স, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে

বাংলাদেশী ডাক্তার

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Internal Medicine

Geriatric Medicine

শামীম আহমেদ এম, ডি

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

35-30 , 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)

TEL: 718-205-6561

Starling Car Service LLC

Best Choice for your trip

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান



- 24 Hours Service
- Experienced & Professional Driver
- Affordable Price
- Airport Service
- Long Distance - Short Distance Hourly Service
- Special Occasions Service
- Wheelchair Available
- Corporate Transporation







Please Contact:
Md. Kamroul Hasan
President & CEO
718-612-8825

2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx
NY 10462
Tel: 718-612-8825
914-294-1845
Email: starlingcarservice@gmail.com

We arrange
Base Letter & Base Affiliate

Amader Service.com

Your Trusted Service Partner

আমাদের সেবাসমূহ

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
১. ইভেন্ট ডেকোরেশন
২. ফুড সাপ্লাই
৩. ফটোগ্রাফী
৪. ভিডিওগ্রাফী

হোম সার্ভিস
১. ফার্নিচার সেটআপ
২. ইলেট্রিক্যাল
৩. প্লাম্বিং
৪. রিপিয়ারিং (কনস্ট্রাকশন)
৫. সার্ভিলেন্স ক্যামেরা

অফিস এ্যাডভাইজারী
১. ভিসা প্রসেসিং
২. পাসপোর্ট রিনুয়াল
৩. যেকোন ধরণের ইমিগ্রেশন ফরম
৪. ভিএমডি সার্ভিস
৫. ইবিটি, ফুড ষ্ট্যাম্প, রেন্টাল এসিসট্যান্ট
৬. হোম কেয়ার

এছাড়াও আমরা বাংলাদেশে বাড়ি, প্লট, জমি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি এবং আপনার বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব নিয়ে থাকি।

Get all services you need in one place from professional expart, at home!

এ্যাপসটি ডাইনলোড করে আপনার মোবাইল থেকে সরাসরি অর্ডার করুন।

Google Play App Store

CONTACT

+1 917 519 1151, +1 929 569 9350, +1 347 659 8410

www.amaderservice.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE MBPS, MIFPO

917-476-6628, 718-371-8334

www.neherphotography.weebly.com



মিনা বাজার



71-10 35th Ave

SUPERMARKET & FRESH ZABIHA HALAL MEAT • FISH • FRUITS & VEGETABLES

718-639-6462

জ্যাকসন হাইটস'র ৩৫ এভিনিউতে ফ্রেশ মাছ -মাংস এবং তাজা শাক-সবজি ও ফল-মূল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সমাহার নিয়ে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত !

* সুলভ মূল্য ও সততাই আমাদের বৈশিষ্ট
* সর্বদা টাটকা ও ফ্রেশ পণ্য সরবরাহ করা হয়
* ছোট -বড় সব ধরণের দেশীয় মাছ পাওয়া যায়

আমরা কোরবানীর অর্ডার নিচ্ছি

মিনা বাজার সুপার মার্কেট

















MINA BAZAR SUPER MARKET

71-10 35TH AVENUE, JACKSON HEIGHTS

718-639-6462

পায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam



পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন ?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

ডায়াবেটিক রোগীদের ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে
ডায়াবেটিক জুতা দেওয়া হয়।

We Accept Wellcare, Fidelis, Medicare, Metroplus, Healthfirst and other private insurances.

Our Office Locations

01 16605 Highland Ave, Suite L-1, Jamaica, NY 11432
02 264-02 Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
03 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
04 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
05 7721 101th Ave, Ozone Park, NY 11416
06 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Phone: 347-509-4470, Fax: (646) 845-1861

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appointment

ESTD 2017

Tribune Training Academy

Workplace Safety Training School

40-38 75th Street,
Jackson Heights, NY 11373
(718) 790-2664
tribunest@gmail.com
www.tribunest.com



40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- 30 Hour OSHA Training
- 40 Hour OSHA/SST
- 62 Hour Supervisor SST
- 4,16 & 32 Hour Scaffold
- 8-Hour EPA Lead Renovator
- NYS Security Guard License
- Fire Guard/FSD Training
- Work-zone Flagger
- Forklift/Scissor Lift Operator
- Defensive Driving Course

40-HR OSHA/SST: $400 (LIMITED TIME OFFER)

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

আমেরিকা তথা নিউইয়র্ক এ একটি গর্বিত বাড়ির মালিক হতে চান?

আমরা স্বাচ্ছন্দ্য মুল্যে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি।

MLS

EQUAL HOUSING LENDER





KAZI N JALAL
Licensed Sale Agent

ARA REALTY SERVICES INC

A full Service Real Estate Brokerage of Professional Company

158-10 84th DriveJamaica, NY 11432
Email: realtornykazi@gmail.com
Office: 917-417-6766
Cell: 516-439-0156

CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন



ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

tax refund

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

জব জব হেল্প জব

Job Help Application Processing Service

917-500-3937

OUR SERVICES

- পোষ্টাল জব
- ফেডারেল জব
- স্টেট জব
- এম. টি. এ জব
- সিটি জব
- রেজুমী তৈরী
- কভার লেটার
- সিটিজেনশিপ এপ্লিকেশন প্রসেসিং
- নিউ পাসপোর্ট/রিনিউয়াল
- ডুয়েল সিটিজেনশিপ
- ফুড স্ট্যাম্প
- ডিজএবিলিটি (SSI)
- সোশ্যাল সিকিউরিটি (SS)
- রিটারম্যান্ট বেনিফিট



Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
★
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435

Phone/Fax:
917-200-6160

আমাদের প্রতিশ্রুতি – নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা ও সাশ্রয়ী মূল্যের ইন্স্যুরেন্স সেবা প্রদান করা

EnR Insurance BroKerage

একটি বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

4122 75th Street
Elmhurst, NY 11373
(718) 310-0413

আমাদের ইন্স্যুরেন্স সেবাসমূহঃ

হোম ইন্স্যুরেন্স
- Home/ Co-op/ Condo/Renters
- High Value Home
- Vacant Property/ Land
- Builders Risk

Home Business
Masjid, Church & Temple
Umbrella Insurance & More

কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স
- Commercial Property
- Commercial Package Policy
- Business Owners Policy
- Disability Insurance
- Workers' Compensation
- Professional Liability
- Construction Insurance
- One Day Event

আমরা মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স সেবাও দিয়ে থাকি
Providers: HealthFirst, VNS, United, WellCare, Aetna, Fidelis Care



Home Insurance Carriers

DB Insurance, Hyundai, Liberty Mutual, Otsego Mutual, Travelers, Associated Mutual, Sterling, Kingstone, Security Mutual & More.

Mohammed Tohin, Broker
info@enrinsurance.com
Fax: (718) 650-2245
www.enrinsurance.com

LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL
NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন
বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে কল করুন +1 (929) 393-8620

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :

The easiest way to buy and sell a home
Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
Buying and selling a home as an investment
The market price of house goes up and down
Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
What to do to buy your own house
Rules of buying and selling properties
Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office:
37-22 73rd Street, Suite 2A
Jamaica Office:
167-16 Hillside Avenue
917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

TOUR Packages

১ দিনের ট্যুর (নিউইয়র্ক থেকে)

বস্টন ভ্রমণ	$ ১১৯
আমেরিকান জ্বিম মল	$ ৩০
ওয়াশিংটন ডিসি	$ ১০৯
ফিলাডেলফিয়া (চেরি ব্লসম)	$ ১০৯
লেগোল্যান্ড, নিউইয়র্ক	$ ১৪৮
চুয়াং ইয়েন মনাস্ট্রি ও মহাযান টেম্পল	$ ৭৮
ফল সংগ্রহ ও হ্যাপি ফার্ম	$ ৬৮
জিম থার্প (সুইস টাউন, পেনসিলভেনিয়া)	$ ৮৮
লিউইন ফার্মস, ল্যাভেন্ডারস বাই দ্য বে ও ট্যাঙ্গার আউটলেটস	$ ৬০
শ্রী স্বামিনারায়ণ মন্দির (রবিনসভিল) ও লংউড পার্ডেন্সস্	$ ৬৮
লং আইল্যান্ড গেম ফার্ম, শিশুদের চিড়িয়াখানা, ভ্যাভারলিট মিউজিয়াম ও প্ল্যানেটোরিয়াম	$ ৬৮

২ দিনের ট্যুর

ফিলাডেলফিয়া+ওয়াশিংটন ডিসি	$ ২৪৮
কেপ মে	$ ৩৪৮
স্টারগেজিং ট্যুর	$ ৩৪৮
নিউ হেভেন+রোড আইল্যান্ড+বস্টন	$ ২৫৮
নায়াগ্রা+ওয়াটকিস গ্লেন+ফিঙ্গার লেক	$ ১৮৮
অ্যালিস টাউন ও মার্থাস ভিনইয়ার্ড	$ ৩৩৮
থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস+কর্নেল ইউনিভার্সিটি+ওয়াইনারি	$ ২৮৮
শ্রী স্বামিনারায়ণ মন্দির+আমিশ ফার্ম+হার্শিস চকলেট ওয়ার্ল্ড	$ ৩১৮
ওয়াশিংটন ডিসি (চেরি ব্লসম)+স্মিথসোনিয়ান+ওল্ড টাউন আলেক্সান্দ্রিয়া	$ ১৯৮

৩ দিনের ট্যুর

নায়াগ্রা ফলস+বস্টন	$ ৩২৮
নায়াগ্রা ফলস+থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস	$ ৪২৮
ওয়াশিংটন ডিসি+নায়াগ্রা ফলস	$ ২৮৮
নায়াগ্রা ফলস+টরেন্টো+থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস	$ ৪৬৮
বস্টন+পোর্টল্যান্ড+আকাডিয়া ন্যাশনাল পার্ক	$ ৪৯৮

বুকিং ও তথ্যের জন্য আজই যোগাযোগ করুনঃ

ট্যুরস্ এন্ড ফান

136-21 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11418
917-378-4921, 929-928-5001
info@toursandfun.com | www.toursandfun.com

আমরা মেক্সিকো, দক্ষিন আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়াতেও ট্যুর প্যাকেজের ব্যবস্থা করি।

আরামদায়ক পরিবহন • অভিজ্ঞ গাইড • পরিবার ও গ্রুপের জন্য বিশেষ ছাড়!

First Time in NY

COMMUNITY CONNECT

Scan to Register

Tuesday June 17th, 2025
5.00 PM - 7.30 PM

150 State Street 4 FL
Albany 12207 NY

Speakers



The Next Bangladesh:
Powered by its Global Citizens (NRBs)

Quazi M. Ahmed
LLB, MBA (IBA), MA (Japan), IMP (NYU, USA), CISS (Norway)
Global Leadership Trainer & Coach
Founder & President, BOND
CEO, Global Center of Excellence, LLC

Cybersecurity Awarness:
Protecting Ourselves and Our Community



Mahbub Rahman
IT Professional & Career Coach
Founder & CEO at Sustain Secure and The Triple Zero LLC

Refreshments will be served

Hosted by
MAJESTIC TOUCH

Organizing Partners
BOND, SUSTAIN SECURE, QUAZI consultants, GLOBAL, EAGLES BOOST, triplezero, CXO GLOBAL ALLIANCE, America TECH

পূর্বাচল মেরিন সিটিতে সাশ্রয়ী মূল্যে প্লট ক্রয় করে বাড়ী নির্মাণের সুবর্ণ সুযোগ

মানচিত্রে প্রকল্পের অবস্থান

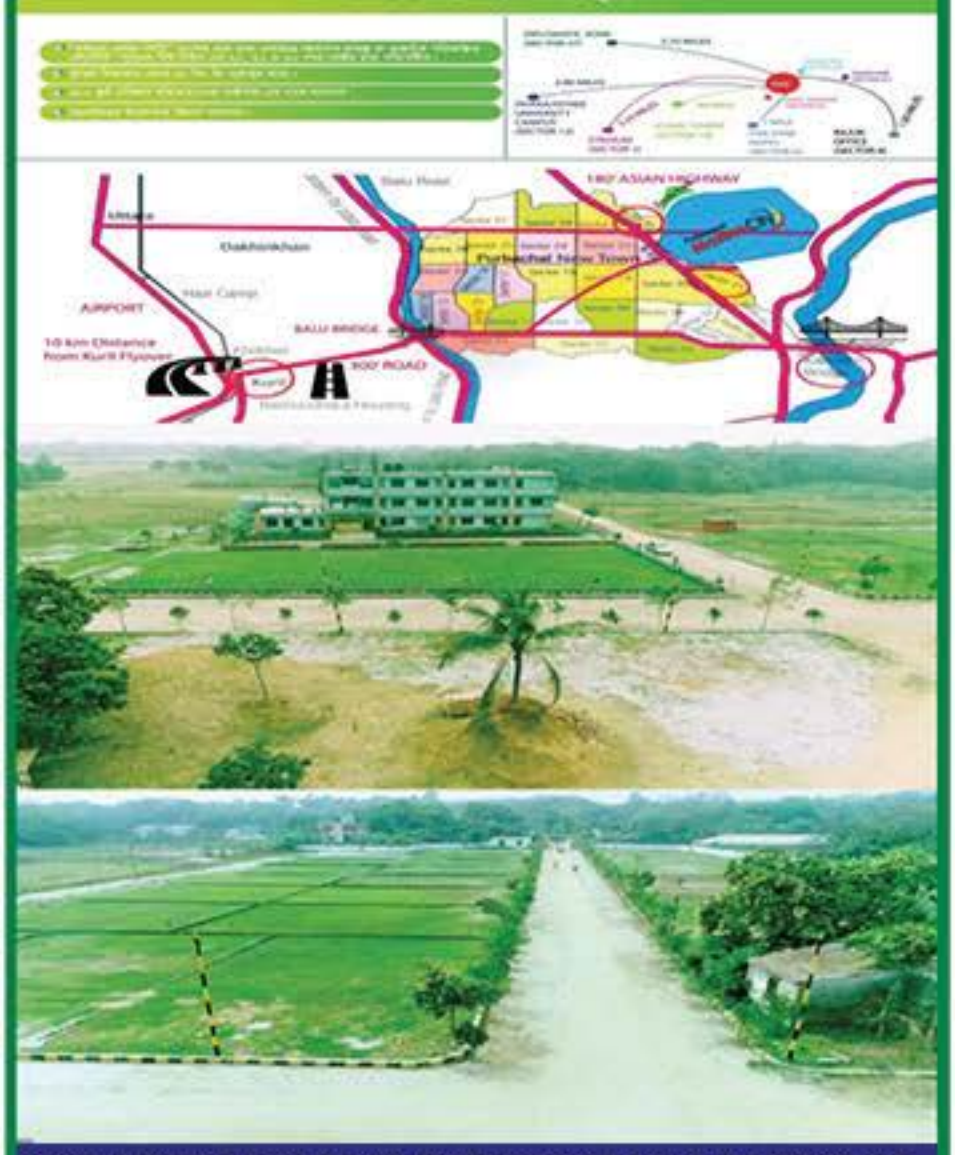

যোগাযোগঃ ATM Salah Uddin, Cell: 929-462-2170, Md Mofizur Rahman, Cell: 929-395-3945
Address : 37-18-73rd st. Suite 501, Jackson Heights, NY 11372

Video & Photo PRODUCTION SERVICES

DREAM FRAME CREATIVE

সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কনটেন্ট দরকার?
আমাদের হাতে তৈরি করুন ফাস্ট ও স্মার্টলি!

- Brand Videos
- Event Coverage
- Product Demos
- Corporate Videos
- Video Editing

আমাদের সেবাসমূহ:
ইভেন্ট ফিল্মিং (বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন)
কর্পোরেট ও প্রোমোশনাল ভিডিও
সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউব কনটেন্ট
লাইভস্ট্রিমিং (Facebook, YouTube)
ডকুমেন্টারি

ইভেন্ট কভারেজ থেকে কর্পোরেট ভিডিও
—সবকিছু এক ছাতার নিচে!



Phone
(646) 457-6732
(929) 498-0979

Website
www.dfcreative.org

Location
Jamaica, NY 11432

US BANGLA TAX & MULTISERVICES INC.
US BANGLA TECHNOLOGY & SUPPLIES INC.
US BANGLA DEVELOPER & PROPERTY INC.

Chandan Gupta
President
347-239-3408

Mostafezur Rahman
Vice President
646-361-0250

Authorized e-file Provider

One Stop Services
37-47 73rd Street, Suite #217
Jackson Heights, NY-11372
Tel :718-255-6783
Fax:718-255-6783
usbanglagroup@yahoo.com

Services : Individual & Business Tax Services, Immigration Services, Loan Modification, Real Estate Property Investment.

আপনার স্বপ্নের বাড়ীটি বেছে নিন

Dream Cottage Realty Inc

আমরাই আপনার এটর্নি, প্রি-অ্যাপ্রুভড লোন সহ সকল ব্যাবস্থা করে থাকি।

শত ভাগ গ্যারান্টি
সবচেয়ে কম রেটের মর্টগেজে সহযোগীতা প্রদান করা হয়



Fazle **Shohag Khan**
Licensed Real Estate Sales

Cell: 1-917 770 1341
Office: 1-516 800 5160
e-mail: shohag.khan@hotmail.com

ICOR আয়কর TAX & CONSULTING

MAXIMIZE YOUR REFUND
CLAIM EVERY CREDIT & DEDUCTION YOU DESERVE

Tax Prep & Consulting Services for Individuals & Businesses

Our Services

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

- Individual Tax Preparation (Form W-2, 1098, 1099 ...)
- Business Tax Preparation (Corporation, LLC, Partnership, Not-for-Profit ...)
- Self-Employed Tax Preparation (Uber, Lyft, Taxi ...)
- Amended Tax Preparation
- Sales Tax Preparation
- Tax Planning & Consulting
- Year-Round Support
  Notary, Immigration, RAPID DIVORCE, Insurance –7702 Plan, Copy, Scan, Print, E-mail ...
- BUSINESS SETUP LLC, INC., Not-for-Profit, Nonprofit...

You Can Trust Us for Accurate, Reliable, and Professional Tax Filing.



30 MINUTES NO OBLIGATION FREE CONSULTATION



Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant
347-266-3376, 646-651-0945

Nadira Hossain, MA
Tax Assistant
646-651-2787

ICOR Multi Services Inc.
icormultis@gmail.com
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372

ICOR আয়কর TAX & CONSULTING

PAY LESS TAXES
PROVEN TAX STRATEGIES

The IRS won't tell you which CREDITS & DEDUCTIONS you are missing—but I WILL.

Small Business Owners, Rental Property Owners, Self-Employed Individuals, and Investors...
Discover what you have been overlooking ...

Customize Tax Planning Can Maximize Your Tax Savings

Tax-Advantaged Accounts are Dedicated Savings Vehicles—Specially Designed to Give You and Your Family Extra Tax Benefits in Exchange for Saving Money for Specific Goals-Like: Retirement, Education, Wealth Creation, Financial Security ...

- Retirement Plans - 401(k), IRA, Roth IRA ...
- Education plans - 529 Plan, Coverdell ESA, UGMA/UTMA ...
- Health Savings Account - HSA
- Flexible Savings Account - FSA
- Achieving a Better Life Experience Account - ABLE
- Tax-efficient investment - ETFs, Index Funds ...
- Tax-advantaged investment - Municipal Bond, Treasury Bond ...



Income Continuation Plan –7702 Plan – Permanent Life Insurance is a Hybrid Financial Tool / Unique Blend of Financial Protection for you & your business, assets and family / Tax Exempt Financial Asset: MULTI-PURPOSE FUND for you to access for any reason without penalty & taxes – Emergencies, Education, Retirement, Opportunities ... while FINANCIAL SECURITY & TAX-FREE INCOME for your family and loved ones.

Estate Planning : can be used to Equalize Inheritances or Provide Funds For Estate Taxes...

I am a Professional Financial Coach, Tax Advisor, and Licensed Insurance Broker
I am happy to assist you with your Financial Planning, Tax Planning, Budgeting, Debt Management, and Insurance Needs



Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant

ICOR Multi Services Inc.
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372
347-266-3376, 646-651-0945 icormultis@gmail.com



HP
HAVEN POINT
HOME CARE INC.
A Home Health Care Consultant

PCA HOME CARE SERVICE
আমরা সর্বোচ্চ রেট পেতে সহযোগিতা করছি

আপনি কি PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদানে সহায়তাসহ হোম কেয়ার সংক্রান্ত সকল প্রকার সহযোগিতা করে থাকি।

ডে কেয়ারের
সেবা নিলে পাচ্ছেন
সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
470 447 8625
917 519 1151

ডে কেয়ার ও হোম কেয়ার সেবা নিতে আজই যোগাযোগ করুন

1088 Liberty Ave. Brooklyn, NY 11208

NY INSURANCE

BROKEAGE INC.

TLC INSURANCE SPECIALIST

718 476-2025

NY CAR & LIMO

SERVICES INC

BLACK & GREEN CAR BASE

718 727 4444

BEGINNER'S

DRIVING ACADEMY

YOUR DRIVER LICENSE IS OUR RESPONSIBILITY

929 244-7730

DMV EXPRESS

PLATES
NEW, SURRENDER & TRANSFER

TITLE
NEW & DUPLICATE TITLE REQUEST

REGISTRATION
NEW, REPLACE, RENEWAL & TRANSFER

929-244-7730

EXCELSIOR

Charles Rutenburg Realty Inc.

255 Executive Drive, Suite 104, Plainview, New York 11803
Office: (516) 575-7500 | Fax: (516) 575-7501
www.crrli.com

আমরা বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় করিতে সহায়তা করে থাকি।

One Key® MLS



Shamsud Doha
Licensed Real Estate Salesperson
(718) 415-0013
doha57@aol.com

RESIDENTIAL • CO-OP & CONDO • SHORT SALE • FORECLOSURES

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية

ALAM MEDICAL

লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।

Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician



আমাদের সেবাসমূহ :

- হেলথ চেকআপ।
- দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
- রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
- নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Specialist on Residential & Commercial, Bank Own Properties, Short Sale, REO and Loan Modification.
Hard Money Loan Available.

রিয়েল স্টেট লাইসেন্স প্রাপ্ত আমেরিকাতে বাড়ি বেচা-কেনা ও লোন সংক্রান্ত বিষয়ে বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশিষ্ট রিয়েল্টর



Somnath Ghosh (SAM)
Licensed Real Estate Agent
Tel: (Direct)
646-597-1760

Office : 81-15 Queens Blvd
2nd FL, Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000
Fax: 516-407-5615
Email:sstreamline@ gmail.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.



Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ইন্টারেষ্ট রেট কম
- ইনভেষ্টমেন্ট
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ফাষ্ট ক্লোজিং
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত



139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

FOR SALE



945A Herkimer Street, Brooklyn, NY 11233
Legal 3 Family
Asking: 1,599,000



1550 Parker St, Bronx, NY 10462
Legal 8 Family, 2 car garage, Drive way, built in 2011, Yearly Tax $325
Asking: 2,100,000



2114 Lacombe Ave, Bronx, NY 10473



1630 Salem Rd, Valley Stream, NY 11580

Please call for buying, selling or rental

BUYING | SELLING | RENTAL | ক্রয় | বিক্রয় | ভাড়া



KAMRUZ ZAMAN BACCU
Licensed RE Salesperson
347-465-3220
Email: kamruzbaccu1@gmail.com
WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
81-15 Queens Blvd, Elmhurst
New York 11373




রকি'র জাদুতে স্টার ফার্নিচারের ১৫ বছর

৬৪ পৃষ্ঠার পর

স্টার ফার্নিচার। সময়ের ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠানটির এখন ৬টি শাখা। বিস্তৃত হয়েছে জ্যাকসন হাইটস, জামাইকা, ব্রুকলিন ও ওজনপার্কে। বিশাল ব্যাপকতা নিয়ে ৭ম শাখা উদ্বোধন হতে যাচ্ছে লং আইল্যান্ডের ন্যাসাল স্ট্রিটে। আর এই আয়োজনের নায়ক রকি আলিয়ান। যার হবার কথা ছিল বিমানের পাইলট। বনে গেলেন সফল ব্যবসায়ী। শিক্ষিত, স্মার্ট ও সদা হাস্যোজ্জ্বল রকি আলিয়ান ফার্নিচারের ব্যবসাটিকে উচ্চস্তরে নিয়ে গেছেন। স্টার ফার্নিচার এখন নিউইয়র্ক সিটিতে একটি ব্রান্ড।

প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও সিইও লায়ন রকি আলিয়ানের গ্রন্থনা ও পরিকল্পনায় এবং ফাতেমা শাহাব রুমা'র প্রানবন্ত ও সাবলীল উপস্থাপনায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন স্টার ফার্নিচারের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান দুলাল হোসেন ,বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লায়ন শাহ নেওয়াজ , বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম,সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ আলী, লায়নস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট এ জেড এম রাসেল, এটর্নি মঈন চৌধুরী, জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী ব্যবসায়ী এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শিয়াস আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান ও লায়ন মোহাম্মদ সাইফুদ।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণি পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য এম এম শাহীন,চিত্রনায়ক অমিত হাসান, মহিউদ্দিন দেওয়ান, ফকরুল ইসলাম দেলুয়ার,আজমল হোসেন বাবু,ফিরোজ আহমেদ, লায়ন দুলাল বেহদু, লায়ন আনিক রাজ, লায়ন আহসান হাবিব, হাসান জিলানী, তারেক হাসান খান, ডিউক খান, মিয়া মোহাম্মাদ দুলাল, লায়ন এম, মফিজুর রহমান,বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা আক্তার হোসেন, লায়ন মাসুদ রানা তপন,মনির হোসেন, কাজী শাকাওয়াত হোসেন আজম,আব্দুর রশীদ বাবু, জে মোল্লা নানি ও লায়ন এম এস আলম ।

সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠানে দেশের জনপ্রিয় গান পরিবেশন করেন চন্দন চৌধুরী,নাজু আখন্দ, রোকসানা মিজী, শিমন চৌধুরী, কামরুজ্জামান বাবুল,ও আবজাব জনি ।

গত ১৫ বছর যাবত স্টার ফার্নিচার ঈর্ষণীয় সাফল্যের সাথে ব্যবসা করে আসছে। স্টার ফার্নিচারের যাত্রা শুরু ২০১১ সালে। লক্ষ্য ছিল পরিবারগুলোর জন্য সুন্দর, আরামদায়ক এবং মানসম্মত আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা।

প্রতিষ্ঠানটির প্রকাশিত ইতিহাস অনুযায়ী, ২০১২ সালে ব্রুকলের পার্কচেস্টারে শোরুম স্থাপনের মধ্য দিয়ে ব্যবসার সম্প্রসারণ শুরু হয়। ২০১৫ সালে জ্যাকসন হাইটস, ২০১৭ সালে নর্থ ব্রুকল ও রিচমন্ড হিল এবং ২০২৩ সালে আরও একটি শোরুম যুক্ত হয় তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশের শরীয়তপুরেও প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে। প্রতিষ্ঠানটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর প্রায় ২০ হাজার ক্রেতা তাদের শোরুমগুলোতে আসেন। যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, চীন, কোরিয়া, তুরস্ক, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মেক্সিকো ও ব্রাজিলসহ বিশ্বের ২০টিরও বেশি দেশ থেকে সংগ্রহ করা আসবাবপত্র রয়েছে তাদের পণ্যের সম্ভারে।বাংলাদেশি কমিউনিটির একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার এই পথচলা নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন।এই অর্জন সামনের দিনগুলোতে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অব্যাহত থাকবে এই প্রত্যাশা সবার।

















আওয়ামীপন্থীদের লবিং ও বুমেরাং প্রশ্ন!

১ পৃষ্ঠার পর

ছায়ী প্রতিনিধি ড. একেএম আব্দুল মোমেন ও যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ড. নুরুন্নবী। উল্লেখ্য ড. মোমেন দেশ থেকে পালিয়ে আসার পর থেকেই বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। আওয়ামী লীগ আয়োজিত বিভিন্ন সমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছেন। রাজনৈতিকভাবে তিনি এখন যীতথ সক্রিয়। পত্রপত্রিকাতেও সরকারের দমনপীড়ন কথা জোড়ালো ভাষায় লিখছেন। ২৪ নভেম্বরের অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা নিজে আচুয়ালি বক্তব্য রাখেন। ভারত থেকে টেলিফোনে বক্তব্য প্রদান করেন তিনি। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত হারি কে টমাস জুনিয়র, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি বিশ্লেষক এবং ওয়াশিংটন ভিত্তিক রক্ষণশীল থিঙ্ক ট্যাংক 'আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ'র সিনিয়র ফেলো মাইকেল রুবিন, বিশ্বব্যাংকের সাবেক বিকল্প পরিচালক আহমেদ কায়কাউস, রোড আইল্যান্ড স্টেট পার্লামেন্টের নির্বাচিত প্রতিনিধি রবার্ট বি লাঞ্চিয়া, বাংলাদেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা ডা. মানুদুল হাসান, ড.জিনাত নবী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পলাতক নেতা আমিনুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সভাপতি মো. কাদের মিয়া, জুনায়েদ আকতার, ইঞ্জিনিয়ার মো. ফজলুল হক, মো. জাকরউল্যাহ, বিডিনিউজ ২৪ এর যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি লাবনু আনসার, আসিম খান আকাশ, , একটিভিস্ট দীপ্তি রাউজা, নাখাওয়াত আলী, সিরাজ উদ্দীন নোয়াগ ও সাপ্তাহিক জাগো প্রহরীর সম্পাদক মাহাবুবুর রহমান টুকু। অনুষ্ঠানে আলোচক সহ সবমিলে ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

একজন একটিভিস্ট কাম সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, আমি উদগ্রিব হয়ে আছি দেশে ফেরার জন্যে। কিন্তু বাংলাদেশের সরকার আমার পাসপোর্ট, আইডি কার্ড সবকিছু নাসপেন্ড করেছে। তাই আমি জানি না কীভাবে দেশে ফিরবো। তবে আমি তাদের জানিয়েছি, যেহেতু বাংলাদেশ এয়ারক্রাফট আমাকে এখানে নামিয়েছে, সেজন্যেই তাদের একটি এয়ারক্রাফট পাঠানো উচিত দেশে ফিরে যাবার জন্যে। তবে আমি সন্দেহ করছি যে তারা আমাকে দেশে ফেরার অনুমতি দেবে কিনা। ইতিমধ্যেই তারা নানা জটিলতা তৈরী করেছে। তবে আমি ১৬ ডিসেম্বর ফিরতে চাই, কারণ সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের বিজয় দিবস। যদি তারা (সরকার) আমাকে নিয়ে যাবার বা আমি ফিরে যাবার ব্যবস্থা না করে, আমি স্বার্থহীনভাবে বলতে চাই, ডিসেম্বরের যে কোন দিন আমি বাংলাদেশে ফিরতে চাই।' এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হোস্ট সংগঠনের চেয়ারম্যান ড. নুরুন্নবী এবং প্যানেলিস্ট ছিলেন ঢাকায় ২০০৩ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনকারি হারি কে থমাস জুনিয়র, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি বিশ্লেষক এবং ওয়াশিংটন ভিত্তিক রক্ষণশীল থিঙ্ক ট্যাংক 'আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ'র সিনিয়র ফেলো মাইকেল রুবিন ও বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে এ মোমেন। আইসিআইএইচআরএস'র মহাসচিব জাহাঙ্গির মজুমদার অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন। এই অনুষ্ঠানে আওয়ামী সমর্থকরা সরকারের বিভিন্ন নেতিবাচক বিষয় তুলে ধরলেও সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত হারি কে টমাস জুনিয়র বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করেননি। তিনি বাংলাদেশের উন্নয়নে গনতান্ত্রিক উত্তোরনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

এর আগে গত ২৪ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে আওয়ামী সমর্থকরা মার্কিন কংগ্রেসম্যান গ্রিগরি মিক্সকে নিয়ে বাংলাদেশে গনতন্ত্রের লড়াই,অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে আওয়ামী সমর্থকরা। এতে উপস্থিত



ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একেএম আব্দুল মোমেন, আব্দুল কাদের মিয়া,বাংলাদেশ প্রতিদিনের সাবেক সম্পাদক নঈম নিজাম, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, রাকসুর সাবেক জিএস প্রদীপ রঞ্জন কর,ডা. মানুদুল হাসান,শাহাবুদ্দীন আনসার ও আবু তাহের। লেখানেও বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ইস্যু তুলে ধরা হয়। উল্লেখ্য গত কয়েক বছর ধরে নিউইয়র্কে বসবাসরত আওয়ামী সর্মথকরা কংগ্রেসম্যান গ্রেগরি মিক্সের জন্য তহবিল সংগ্রহ করে আনছে। এদিকে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস সেক্রেটারি গোলাম মর্তুজা নিজস্ব ফেসবুক স্টাটাসে ২৪ নভেম্বর হারি টমাসের (২৪ নভেম্বর) বক্তব্য অনুবাদ করে বলেছেন, টমাস যা বলেছেন তা ক্যাসিস্ট সোনরদের জন্য বুমেরাং হয়েছে। তারা তা শোনার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বরং নিউইয়র্কের একজন আড়াটে সাংবাদিক বাংলাদেশ নিয়ে আজেবাজে কথা বলেছেন। আওয়ামী ঘরণার অনুষ্ঠানে হ্যারিসন টমাস বলেছেন, আমি বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবাসি। এই বন্ধন নিয়ে আমার গর্বের একটি বড় কারণ একটি গান। বাংলাদেশের মানুষ যখন 'আমরা করব জয়' গায়, তখন তারা গায় 'উই শ্যাল ওভারকাম'। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার আন্দোলনে প্রতিবাদ ও আশার গান হয়ে উঠেছিল এটি। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের গির্জা আর মিছিল থেকে গানটি পৌঁছে গেছে বাংলাদেশের রাজপথে। আজও এ গান দুই দেশেরই।

স্মৃতি স্মৃতি আজও মনে পড়ে। ২০০৪ সালে আমার বাবা ক্যানসারের সঙ্গে লড়ছিলেন। সে সময় মাকে সঙ্গে নিয়ে নিউইয়র্কের হুইটনে বাংলাদেশি-আমেরিকান চিকিৎসকদের একটি সম্মেলনে গিয়েছিলাম। সেখানে উপস্থিত সব চিকিৎসক উঠে দাঁড়িয়ে বাবার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। সে কথা আমি কোনো দিন ভুলব না। ২০০৫ সালে একদিন 'আমেরিকা উইক ইন খুলনা' লেখা পোলো শার্ট পরে সেন্ট্রাল পার্ক সাউথ ধরে হাঁটছিলাম। এরের পর এক ট্যাক্সিচালক শার্টটি দেখে হাসিমুখে আমাকে অভিবাদন জানালেন। নিউইয়র্কের দুই জায়গায় চিকিৎসক আর ট্যাক্সিচালকদের কাছে একই আন্তরিকতা পেয়েছি।

এ কারণেই বাংলাদেশের মানুষ ভোটের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা আমার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ। বহুদলীয় গণতন্ত্র বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। একটি দেশের মানুষকেই তা বেছে নিতে হয়। ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের মানুষ সেটাই করেছে। গণতন্ত্রে দেশ পরিচালনার জন্য জনগণের রায় পাওয়া একটি সরকার দরকার। একই সঙ্গে এমন শক্তিশালী বিরোধী দল দরকার, যারা সরকারকে প্রশ্ন করতে পারবে, জবাবদিহি করতে বাধ্য করবে এবং ভোটারদের সামনে একটি বাস্তব বিকল্প তুলে ধরবে। তবে অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনার সম্ভাব্য বাংলাদেশ প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকারকে সতর্ক করেছেন সাবেক মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তা মাইকেল রুবিন। তিনি বলেছেন, দেশে ফেরার পর শেখ হাসিনা বা তাঁর সঙ্গে আসা কারও কোনো ক্ষতি হলে এর দায় তারেক রহমানের সরকারকে নিতে হবে। যদিও মাইকেল রুবিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কোন পর্যায়ে দায়িত্বে নেই। তিনি আওয়ামী নেতাদের বক্তব্যের আলোকে মতামত দিয়েছেন। নিউ ইয়র্কে আয়োজিত 'বাংলাদেশ'স ফিউচার' শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তব্য দিয়ে রুবিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতসহ অন্যান্য দেশের ভূতনীতিকদেরও ঢাকাকে একই বার্তা দেওয়ার আহ্বান জানান।

এর কয়েক দিন আগে শেখ হাসিনা ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে দেশে ফেরার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন। তবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নেওয়া হবে।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র উদ্যোগে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক। সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি আর মানবিকতার বার্তার পাশাপাশি উৎসবের আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে সংগঠনটির উদ্যোগে ৩০০ পরিবারের মধ্যে হালাল চিকেনসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। বুধবার ২৫ নভেম্বর এস্টোরিয়ায় এই খাদ্যসামগ্রী আয়োজন করা হয়। থ্যাংকসগিভিং তে কেবল একটি উৎসব নয়, এটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন এবং একে অপরের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করারও একটি উপলক্ষ। আর সেই চেতনাকে ধারণ করেই এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ইউএসএ ইনক এই মানবিক আয়োজন করে বলে কর্মকর্তারা জানান। সংগঠনের সভাপতি সোহেল আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মো. জাবেদ উদ্দীনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় এই উল্লেখিত কর্মসূচি। এ আয়োজনে ৩০০ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় হালাল চিকেনের পাশাপাশি আলু, পেঁয়াজ, বেগুন, গাজর, পাম্পা, আপেল, পেঁপেসহ বিভিন্ন ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী।

কর্মসূচীতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাস্টুম ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইসেন্স অব দ্য ক্রু ক্রস ক্রু শিল্ড ইন্স্যুরেন্স-এর কমিউনিটি আউটরীচ ম্যানেজার ঔইন্ডি ভমিংগাস, মূলধারার রাজনীতিক শামছুল হক, বিয়ানীবাজার সমিতি ইউএসএ'র সাবেক



সভাপতি মানুদুল হক হানু, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মনজুর চৌধুরী ও মোহাম্মদ মির্জা। পুরো আয়োজনের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ১১৪তম প্রিসিংকটের অফিসার ক্লেবি ও অফিসার বেলিন। খাদ্যসামগ্রী বিতরণের সময় এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উপদেষ্টা এমাদ আহমেদ, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী ও আব্দুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী এবং সদস্য নাবিল আহমেদ, নুরুল হক, হোসেন আহমেদ, সাদাম হোসেন, ঊজলা মিয়া, শেখ মোহাম্মদ জুবায়ের, নাবিলা আক্তার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এসময় অতিথিবৃন্দ কমিউনিটির মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে উল্লেখ করেন এবং এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন।

মো. জাবেদ উদ্দীন জানান, উল্লেখিত কর্মসূচীতে নকল বাংলাদেশী সহ অন্যান্য কমিউনিটির ৩০০ পরিবারের মধ্যে ২০০ পরিবারের মাঝে ২০০ হালাল চিকেন, ৫০টি পরিবারের মাঝে নন হালাল চিকেন এবং ৫০টি পরিবারের মাঝে নন হালাল টার্কি বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ৩০টি পরিবারের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ৩০টি হালাল চিকেন ও নন হালাল টার্কি সহ অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। কর্মসূচীটি সফল করতে সহযোগিতার জন্য অ্যাস্টুম ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইসেন্স অব দ্য ক্রু ক্রস ক্রু শিল্ড ইন্স্যুরেন্স, ঘুনা লোন্যাল লার্ডিন, নাইন মিলিয়ন রিজন্স ও আলীক ফার্মেসী'র প্রতি সংগঠনের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।



শিকাগোতে বেগম খালেদা জিয়া'র নামে রাস্তা উদ্বোধন

৬৪ পৃষ্ঠার পর

কমিটির অন্যতম সদস্য শিয়ান আহমেদ। ২৩ সেপ্টেম্বর সিটি অব শিকাগো সর্বসম্মতিক্রমে 'মাদার অব ডেমোক্রেসি বেগম খালেদা জিয়া ওয়ে' রাস্তার নাম করনের সিদ্ধান্ত নেয়। তা ১৪ অক্টোবর অর্ডিন্যান্স আকারে প্রকাশিত হয়। রাস্তাটির পূর্ব নাম ছিল আপার ওয়াকার ড্রাইভ।

শিকাগো বিএনপির সভাপতি শাহ মোজাম্মেল নাঈম সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিকাগোর বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বেগম খালেদা জিয়া কখনো ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করেননি। তার রাজনীতির মূলমন্ত্র ছিল গণতন্ত্র, জনগণের মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা।

স্বৈরাচারী এরশাদবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে এক-এগারোর রাজনৈতিক সংকট এবং দীর্ঘ ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে তিনি ছিলেন আপসহীন নেতৃত্বের প্রতীক। গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি নিজের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছেন। কারাবরণ করেছেন। কিন্তু অন্যায় ও স্বৈরশাসনের সঙ্গে কখনো আপস করেননি।

তিনি তার জীবন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন-ক্ষমতা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আদর্শ, সততা, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের মহিমা চিরস্থায়ী। আর সেই কারণেই বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে তিনি 'দেশনেত্রী' ও 'মাদার অব ডেমোক্রেসি' হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

শিকাগোর মতো বিশ্বখ্যাত নগরীর রাস্তা তার নামে নামকরণ শুধু একজন মহান নেত্রীর প্রতি সম্মান নয়; এটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, আত্মত্যাগ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য এক ঐতিহাসিক গৌরবের মুহূর্ত।

বৃহত্তর সিলেটের হবিগঞ্জের সন্তান শাহ মোজাম্মেল নাঈ আজকাল প্রতিনিধিকে বলেন, ম্যাডাম জিয়া মারা যাবার পরই 'মাদার অব ডেমোক্র্যাসি' বেগম খালেদা জিয়ার নামে শহরে একটি রাস্তার নামকরণের জন্য সিটির কাছে আবেদন করেছিলাম। সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারন অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিউইয়র্কে আসলে তা তাকে অবহিত করি। রোববার তা উদ্বোধন হলো। উল্লেখ্য শাহ মোজাম্মেল নাঈ ২০২৬ এর নির্বাচনে হবিগঞ্জ ১ থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু দলের বৃহত্তর স্বার্থে রেজা কিবরিয়াকে দল মনোনয়ন দিলে তিনি প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নেন।

শিকাগোতে খালেদা জিয়ার নামে রাস্তার নামকরণের খবরে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপি এবং অঙ্গ সংগঠনের নেতারা। এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন ও সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরী, নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা ও সাধারণ সম্পাদক বদিউল আলম, জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবু নাইদ আহমদ, জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী ও জ্যেষ্ঠ সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাইফুর খান যারুন, যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার সায়েম রহমান ও সদস্যসচিব জাহাঙ্গীর শহিদ সরওয়ার্দী এবং যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম শাহীন।

সৌদি আরবের তেল শোধনাগারে আবার হামলা

৩ পৃষ্ঠার পর

কেন্দ্র হিসেবেও পরিচিত। এর আগে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট জানিয়েছিল, তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের রাস তানুরা এলাকায় চারটি ড্রোন ধ্বংস করেছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার অগ্নিকাণ্ড শনাক্তকরণ ব্যবস্থায় রাস তানুরা শিল্পাঞ্চলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির তথ্য ধরা পড়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স প্রকাশিত স্যাটেলাইট ছবিতেও ওই এলাকার ওপর কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা গেছে। ধারণা, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন এলাকার বিস্তৃতি প্রায় ৬০০ বর্গকিলোমিটার বা ২৩০ বর্গমাইল। তবে হুতিদের ক্ষয়ক্ষার দাবি এবং শোধনাগারে অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে স্বাধীনভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রে হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিকের মাথায় হাত

১ পৃষ্ঠার পর

পারেন। প্রযুক্তি জায়ান্টটি ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদের ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থেকে কোম্পানির হয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া অথবা চাকরি ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তটি আইবিএম-এর বৃহত্তম ব্যবসায়িক বিভাগ 'আইবিএম কনসাল্টিং'-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেখানে বিশ্বজুড়ে ১ লাখ ৫০ হাজারের বেশি কর্মী রয়েছেন।

তবে ঠিক কতজন কর্মী এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বা তাদের মধ্যে কতজন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন, তা আইবিএম প্রকাশ করেনি। এই পদক্ষেপটি বিশেষ করে এইচ-১বি ভিসাধারী এবং গ্রিন কার্ডের অপেক্ষায় থাকা কর্মীদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অনেক বিদেশি পেশাজীবী তাদের ওয়ার্ক ভিসা স্পনসর করা এবং যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাসের আবেদনে সহায়তার জন্য নিয়োগকর্তাদের ওপর নির্ভর করেন।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কর্মীরা অন্য দেশে স্থানান্তরিত হতে চান কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন সপ্তাহ সময় পেয়েছেন। যারা বিদেশের কোনো পদ গ্রহণ করবেন না, তাদের তিন মাসের হাঁটাইকালীন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে । ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর তাদের শেষ কর্মদিবস হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

আইবিএম এই সিদ্ধান্তের পেছনে পরিবর্তিত ব্যবসায়িক চাহিদা এবং দক্ষ কর্মীর সহজলভ্যতাকে কারণ হিসেবে দেখিয়েছে। আইবিএম-এর এক মুখপাত্র বলেন, মেধার ঘাটতি মেটাতে কোম্পানিটি মার্কিন উচ্চ-দক্ষতাসম্পন্ন ভিসা কর্মসূচি ব্যবহার করে আসছিল। তবে বেশ কয়েক বছর ধরে এসব কর্মসূচিতে তাদের অংশগ্রহণ কমে আসছিল।

মুখপাত্র বলেন, 'বেশ কয়েক বছর ধরেই এই অংশগ্রহণ কমছে, এবং দক্ষতার সহজলভ্যতা ও ক্লায়েন্টের চাহিদা পরিবর্তিত হওয়ায় আমরা আইবিএম কনসাল্টিংয়ের অধিকাংশ পদের জন্য ভিসা এবং গ্রিন কার্ড স্পনসরশিপ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' কোম্পানিটি তাদের নব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভিসা স্পনসরশিপ বন্ধের ঘোষণা দেয়নি। এই সিদ্ধান্ত মূলত আইবিএম কনসাল্টিংয়ের অধিকাংশ পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কনসাল্টিং ব্যবসাটি প্রযুক্তি খাতে রাখার ক্ষেত্রেও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। রেড হ্যাট, হ্যাশিকর্প এবং কনল্যুয়েন্টের মতো প্রতিষ্ঠান অগ্রিম্রণের মাধ্যমে আইবিএম নিজেকে একটি নফটওয়্যার-কেন্দ্রিক কোম্পানি হিসেবে গড়ে তুললেও ২০২৪ সাল থেকে এর কনসাল্টিং বিভাগের পারফরম্যান্স মূলত ছবির হয়ে আছে।

যারা আইবিএম-এর সাথে কাজ চালিয়ে যেতে চান, তাদের জন্য অন্য কোনো দেশে চলে যাওয়া একটি বিকল্প। এই স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ভারত একটি প্রধান গন্তব্য হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে।

'রেস্ট অব ওয়ার্ল্ড'-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ১৬ নভেম্বর আইবিএম-এর ক্যারিয়ার পোর্টালে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে ১ হাজার ২৭৮টি কনসাল্টিং শূন্যপদের তালিকা ছিল। এর মধ্যে ১ হাজার ১২৫টি পদই ছিল ভারতে। সিঙ্গাপুরে ২৩টি এবং যুক্তরাজ্যে ১৮টি শূন্যপদ ছিল। কোম্পানিটি যুক্তরাষ্ট্রেও ৮৯টি কনসাল্টিং শূন্যপদের তালিকা প্রকাশ করেছে।

আমেরিকার বাইরে আইবিএমের সঙ্গে ক্যারিয়ার চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক কিন্তু কর্মীর জন্য এই শূন্যপদগুলো সুযোগ তৈরি করতে পারে। তবে ক্ষতিগ্রস্ত কতজন কর্মীকে বিদেশের পদের প্রস্তাব দেওয়া হবে বা প্রস্তাব চাকরিগুলো তাদের বর্তমান পদ ও বেতনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে কি না, তা কোম্পানি নিশ্চিত করেনি। যেসব কর্মী বছরের পর বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে তাদের জীবন গড়ে তুলেছেন, তাদের জন্য অন্য দেশে স্থানান্তরের অর্থ হতে পারে বেতন, জীবনযাত্রার ব্যবস্থা এবং পারিবারিক দায়বদ্ধতায় বড় ধরনের পরিবর্তন।

আইবিএম-এর এই সিদ্ধান্ত এমন এক সময়ে এল, যখন মার্কিন প্রশাসন কর্মসংস্থান-ভিত্তিক অভিবাসন কর্মসূচিগুলোর ওপর নজরদারি বাড়িয়েছে। এইচ-১বি ভিসা কর্মসূচি আমেরিকান কোম্পানিগুলোকে বিশেষায়িত কাজের জন্য বিদেশি পেশাজীবী নিয়োগের সুযোগ দেয়। ভারতীয় প্রযুক্তি কর্মীরা এর অন্যতম বৃহত্তম সুবিধাভোগী। তবে ট্রাম্প প্রশাসন এই কর্মসূচিটিকে আরও কঠোর করার পদক্ষেপ নিয়েছে। এর পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে-নির্দিষ্ট কিছু নতুন এইচ-১বি আবেদনের জন্য প্রস্তাবিত ১ লাখ ডলার ফি এবং ভিসা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এমন পরিবর্তন আনা, যাতে উচ্চ বেতনের পদগুলো বেশি গুরুত্ব পায়। কর্মসংস্থান-ভিত্তিক অভিবাসন কর্মসূচির কথিত অপব্যবহারের অভিযোগে কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধেও প্রশাসন ব্যবস্থা জোরদার করেছে। গত মাসে মাইক্রোসফট, অ্যামাজন এবং কগনিজ্যান্ট, ইনফোসিস ও টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেসসহ বেশ কয়েকটি প্রযুক্তি আউটসোর্সিং কোম্পানি 'পার্মানেন্ট লেবার সার্টিফিকেশন' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের মুখে পড়েছে; যা কর্মসংস্থান-ভিত্তিক গ্রিন কার্ড প্রত্যাশী বিদেশি কর্মীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

এই সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত ভারতীয় পেশাজীবীদের পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করতে পারে যে, তাদের ক্যারিয়ার নিয়োগকর্তা-স্পনসরকৃত ভিসার ওপর কতটা নির্ভরশীল।

ইনফরমেশন টারের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও অনিল আগরওয়াল বলেন, আইবিএমের এই পদক্ষেপ পুরো প্রযুক্তি শিল্পে ঘটে চলা বৃহত্তর পরিবর্তনের প্রতিফলন। তিনি বলেন, 'আইবিএম-এর এই পদক্ষেপ প্রযুক্তি খাতের ভেতরের বৃহত্তর পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। পরিবর্তিত ভোক্তা চাহিদা, শ্রমবাজার এবং কোম্পানির লক্ষ্যগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনছে। যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত ভারতীয়দের জন্য এর বিশেষ প্রভাব রয়েছে, কারণ তাদের অনেকেই কোম্পানির ভিসা সুবিধার ওপর নির্ভর করেন।'

আগরওয়াল আরো বলেন, কোম্পানিগুলো তাদের নিয়োগের চাহিদা পরিবর্তন করায় পেশাজীবীদের এমন দক্ষতার ওপর মনোযোগ দিতে হবে যা সব সময় প্রাসঙ্গিক থাকে।

তিনি বলেন, 'তবুও, আমি মনে করি স্থানান্তরযোগ্য দক্ষতা গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া উচিত। এআই এবং অটোমেশন উভয়ের ফলেই নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কিত দক্ষতা, বিশ্লেষণাত্মক ও সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা এবং ব্যবসায়িক ফলাফল এনে দেওয়ার ক্ষমতা আগের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যায়িত হবে।' (তথ্য সূত্র : এনডিটিভি ও স্ট্যান্ডার্ড বিজনেস)

থ্যাংকস গিভিং ডে উপলক্ষে বিএএসজের খাদ্য সহায়তা

৬২ পৃষ্ঠার পর

কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত এই বিশেষ খাদ্য সহায়তার আওতায় টার্কি, মুরগিসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। থ্যাংকস গিভিং ডে উপলক্ষে আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির লোকজনের সাথে বন্ধুত্ব, সংহতি প্রকাশ ও তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের লক্ষ্যে এই বিশেষ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে বলে জানান আয়োজকরা। বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোক এই খাদ্য সহায়তা কার্যক্রমে অংশ নেয়।

ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে সহায়তা করে কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি। থ্যাংকস গিভিং ডে এর প্রাক্কালে বিএএসজের এই বিশেষ খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলে। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নর্থইস্ট জার্সির সভাপতি মোঃ জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক ফুড ব্যাংক কার্যক্রম সফল করায় সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

গুলিবিদ্ধ বাংলাদেশি ছাত্র মাহমুদুল ইসলামের অবস্থা সংকটাপন্ন

৬২ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষার্থী মাহমুদুল ইসলাম পরিবারের সঙ্গে নর্থ ডেলাওয়্যারে বসবাস করেন। তার পিতার নাম সাইদুল ইসলাম এবং পরিবারের দেশের বাড়ি বাংলাদেশের কুমিল্লায়। ঘটনার সময় তার শরীরের ফুসফুসের অংশে (লাং) গুলি লাগে বলে জানা গেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, তিনি এখনো সংকটাপন্ন অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এদিকে এ ঘটনায় ১৬ বছর বয়সী এক কিশোরকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র রাখাসহ একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে ঘটনার পেছনের কারণ এবং অন্য কেউ জড়িত কি না, তা জানতে তদন্ত চলছে। ঘটনার পর পুলিশি তদন্ত ও নিরাপত্তার স্বার্থে ইস্ট মেইন স্ট্রিটের একটি অংশ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা বন্ধ রাখা হয়। পরিস্থিতির কারণে গত সোমবার ইউনিভার্সিটি অব ডেলাওয়্যারের সব ক্লাস বাতিল করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বর্তমানে জনসাধারণের জন্য আর কোনো চলমান নিরাপত্তাঝুঁকি নেই। এদিকে, বাংলাদেশি শিক্ষার্থী মাহমুদুল ইসলামের সংকটাপন্ন অবস্থার খবর ছড়িয়ে পড়ার প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। তার দ্রুত সুস্থতা কামনায় পরিবার, স্বজন ও কমিউনিটির পক্ষ থেকে সবার কাছে দোয়া চাওয়া হয়েছে।

T-SHIRTS & JEANS PANTS
WHOLESALE ONLY


WAREHOUSE:
NORTHERN BLVD
LIC, NY 11101
CONTACT:
CHOWDHURY
MOBILE #
+1-646-373-9740
+1-929-261-5994
EMAIL:
KHIRSHINUSA@GMAIL.COM

MAHADI
CONSTRUCTION INC.
LICENSED & INSURED
MD NAZRUL ISLAM
347-453-9116
Our Construction Service :
Masonry, Brick, Block, Finishing Basement, Side-work Roofing, Painting, Pointing,Bathroom & Kitchen Renovation,
FREE ESTIMATES
New Building Etc,
LICENSED PLUMBER AVAILABLE
73 21 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
347-453-9116, Monir : 929-328-9192


BECOME A REALTOR
রিয়েল এষ্টেট পেশায় আসুন
Make SIX-FIGURE ($$$$$$)
or more income/ year !
মাত্র ১ মাসেই লাইসেন্স করা সম্ভব
বছরে লক্ষ লক্ষ ডলার ($$$$$$) আয় করুন
YES, Sky is the Limit! NO MORE ODD JOB!
No Bossing! Work Independently
Work Part-time/ Full-time, We Help You:
Pass Real Estate Exam
[Salesperson in New York State]
মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়
Unlimited Package Deal- Flat Fee - Until You Pass
পাশ-চুক্তি পড়ানো- পাশের নিশ্চয়তা ১০০%
Real Estate Productivity Coaching

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Consultant, Coach & Licensed Realtor
148-45 Hillside Avenue, Suite 201B
Jamaica, NY 11435
Phone: 347 451 7307
Email: realtorhoque64@gmail.com

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS REALTY


•Residential •Commercial • Investment
•Foreclosures •Auctions • Co-Op & Condo
•Short Sale •Hud • Rentals
•Bank Owned/ REO Properties
List Your Property Faster with TOP $$$
Free Market Analysis
Consultation

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Licensed Realtor
realtorhoque64@gmail.com
azizul.hoque@kw.com
www.azizul-hoque.kw.com
347-451-7307
347-846-1200
347-846-1201
75-35 31st Avenue Suite. 202
Jackson Heights, NY-11370
realtorhoque64 AzizulH48770125
azizul-hoque-880064245

ভালোবাসার স্মৃতি

১৬ পৃষ্ঠার পর

মেঘ সরে জবির রূপের চাঁদের আলোয় দ্যাখ.দ্যাখ.. রুমটা কেমন আলোতে ঝলমল করছে।

তারপর ঊর্মি অন্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো কি ঠিক বলেছি না?

সুস্মিতা বললো, একদম ঠিক বলেছিস তুই। আর একে অন্যের গায়ে টিপ্পনী কেটে বলতে লাগলো তাইতো বলি. আমাদের কথা তাই ভালোবাসার মানুষটিকে হাতছাড়া না করে একেবারে সোজা ঘরের বউ করে আনার কারণ কি?

নীলা বললো মুখলিনে, এমন চাঁদ মুখ কেউ কি আর হাত ছাড়া করে? ঊর্মি বললো আরে.মুখলিনে আমাদের জবি কথা তাইকে সে রূপের যাদুই কাবু করেছে। ঊর্মির কথা শুনে সবাই হাসাহাসি করতে লাগলো। এমন সময় কথার মা, মানে স্মৃতির শাশুড়ী মমতা বেগম রুমে প্রবেশ করতে করতে বললো..কিরে, তুরা সব এভাবে আমার নতুন বউমা-টাকে জ্বালাচ্ছিস কেনো? তুরা নতুন বউটাকে যেভাবে ঘিরে ধরে রেখেছিস? বউ-টা দম নেবে কি- করে? গরমে বউটা তো ঝাঁফসায় যাবে। একটু নিঃশ্বাস নেওয়ার অন্তত ফাঁসা-দে।

ঊর্মি বললো বাব্বাহ! জবী আসতে না আসতেই দ্যাখো কাকী-মার জবীর প্রতি কতো মায়া। আর আমরা বুঝি আপনার কিছু হয়নে?

মমতা বললো, কি যে বলিস না তুরা। তুরা বুঝি আমার পর? বউমা সারাদিন শাড়িকাপড়ের ভিতর থেকে গরমে জাই....।

শাশুড়ীকে আসতে দেখে স্মৃতি তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে বেড় থেকে নেমে নিচু হয়ে শাশুড়ির পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলো। মমতা মাথায় হাত দিয়ে বললো...থাক...থাক...মা সুখী হও..। মায়ার দু, হাত দিয়ে আপন করে সারাজীবন এই সংসারটাকে আগলে রাখো..। তারপর একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে সবাইকে বললো, এবার সব রুম থেকে চল। বউটাকে একটু একা থাকতে দে.। এরপর স্মৃতির দিকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে এক এক করে সব চলে যেতে লাগলো। সুস্মিতা আর ঊর্মি যাওয়ার সময় একটু দুষ্টুমি করে ইশারা ইঙ্গিতে ফিসফিস করে স্মৃতিকে বললো...

জবী আমাদের কথা তাইকে একটু ভালো করে যত্ন খ্যাতির করো বুঝলে? আমরা গেলাম..বলে হাসতে হাসতে সকলে রুম থেকে বেরিয়ে গেলো। বেশ কিছুক্ষণ পর কথা দরজা ঠেলে রুমে ঢুকলো। স্মৃতি নেমে সালাম করলো। কথা নিচু হয়ে দুই বাহু ধরে উঁচু করে বললো..

উঁ..হু..তোমার জায়গা ওখানে নয় স্মৃতি। তারপর থুতনিতে হাত দিয়ে কপালে আদরের চুম্বন দিয়ে বুকেতে টেনে বললো। তোমার জায়গা যে আমার এই বুকের মাঝে।

স্মৃতিও বললো, এভাবে ভালোবাসা দিয়ে সারা জীবন তোমার বুকে আমাকে আগলে রেখো। যেনো মৃত্যুও তোমার বুক থেকে আমাকে কেড়ে নিয়ে যেতে না পারে। কথা বললো, হুম তাই রাখবো স্মৃতি...।

তারপর দুজনে কল্পনায় ভেসে একটা গান গাইতে শুরু করলো..।

গানটি হলো....

আজকের, এই মধুরও রজনীতে
পারি তোমায় কথা দিতে....
আমি, মৃত্যুকেও হাসি মুখে পারবো মেনে নিতে
আমি, শুধু, পারবো না কোনদিনও
তোমাকে ভুলে যেতে।

সে রাতের পর থেকে প্রতিটা দিন। প্রতিটা মুহূর্ত স্মৃতির

আর কথার কাটছিলো সুখের জীবন। কয়েকমাস যেতে না যেতেই স্মৃতি প্রেগনেন্ট হলো। শ্রাবনের মাসের পাঁচ তারিখে ডেলিভারি ডেট দিয়েছে ডক্টর। বউ স্মৃতি যেনো কথার প্রাণ। অফিস ছুটির পরেই সোজা বাড়িতে চলে আসে কথা। একদিন রাতে কথা যখন শুয়ে আছে। স্মৃতি কথার মাথার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বললো। আচ্ছা, আমার যদি কিছু হয়ে যায় তুমি কি আরেকটা বিয়ে করবে? কথা স্মৃতির কথা শুনে ধচমচ করে শোয়া থেকে ওঠে স্মৃতির মুখে হাত রেখে বললো। এমন কথা আর কখনো বলবে না স্মৃতি। আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমার জীবন সঙ্গী হিসেবে মেনে নিতে পারবো না। স্মৃতি বললো, তুমি এতোটা ভালোবাসো আমায়? কথা বললো, হুম অনেক। আমার জীবনের চেয়েও অনেক বেশি তোমাকে ভালোবাসি স্মৃতি। আমি সারাটা জীবন তোমার স্মৃতি আগলে বেঁচে থাকতে চাই।

তারপর কথা বললো এবার ঘুমাও স্মৃতি। এখন তোমার রাত জাগা একদম উচিত না। স্মৃতি কথার বুকের উপর আছে করে মুখটি রেখে ঘুমিয়ে পড়লো।

এর পরের মাসেই স্মৃতির ডেলিভারি পেন ওঠলো।প্রচণ্ড ব্যথায় ছটফট করছে স্মৃতি। কথার মা, মমতা বেগম স্মৃতির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে শান্তনা দিয়ে বললো। একটু ধৈর্য ধরো বউমা। তোমার কিচ্ছু হবে না।

আমি এখুনি কথাকে বাড়ি আসতে বলছি। তারপর দ্রুত মমতা কথার কাছে ফোন করে বিস্তারিত বলতেই কথা তাড়িঘড়ি করে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বাসায় এলো।

স্মৃতির অবস্থা খুব খারাপ দেখে কথার পূর্ব পরিচিত এক বন্ধু রফিকের কাছে কল করলো দ্রুত একটা এম্বুলেন্স পাঠানোর জন্য। রফিক একটা ক্লিনিকে জব করে। রফিক কথার কাছে এ খবর শোনা মাত্র একটা এম্বুলেন্স পাঠায় দিল। এম্বুলেন্স আসতেই কথা স্মৃতিকে এম্বুলেন্স তুলে দ্রুত ক্লিনিকে নিয়ে ভর্তি করলো। গাইনী ডক্টর রুমেলা তিথি স্মৃতির আল্ট্রাসনো বিভিন্ন পরিক্ষা নিরিক্ষার পর চিন্তাগ্রস্ত মুখে বললো দেখুন পেটে বাচ্চার পজিশন খুবই খারাপ।

"প্লাসেন্টাল অ্যাবরাপশন হওয়ায় জরায়ুতে প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে। মা- সন্তানের জীবন অত্যন্ত ঝুঁকি পূর্ণ। দুজনকে বাঁচাতে পারবো কিনা ঠিক বলতে পারছিনা। তারপর একটা কাগজ দিয়ে বললো। এখানে একটা বনসাই দিন। অতি দ্রুত নিজারের জন্য পেসেন্ট কে ও, টি রুমে নিতে হবে। ডক্টরের মুখে এ কথা শুনে আকাশের মাথায় যেনো আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। কথার দু, চোখ জলে ভরে গেলো। অশ্রু ভজল আপনা চোখে কথা কলম ধরে বনসাই করলো। তৎক্ষনাৎ স্মৃতিকে ও, টি রুমে নেওয়া হলো। কথা স্মৃতির কপালে হাত বুলিয়ে বললো তুমি চিন্তা করো না স্মৃতি। তোমার কিছু হবে না, আমি তো আছি। স্মৃতি শুধু বোবার মতো তাকিয়ে ছিল কথার দিকে। শুধু, বললো: আমার যদি কিছু হয়ে যায়।। তুমি নিজের দিকে খেয়াল রেখো। দু, চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে স্মৃতির।

প্রায় দু, ঘন্টা পর অপারেশন থিয়েটার থেকে ডক্টর রুমেলা তিথি বের হলো মলিন মুখে। কথা ছুটে কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো। ডক্টর কি খবর বলুন? কি হলো বলুন? ডক্টর রুমেলা বললো: আপনার কন্যা সন্তান হয়েছে কথা নাবেব। কথা বললো, আর আমার স্মৃতি, স্মৃতি কেমন আছে ডক্টর? কথা বলতে কণ্ঠ আটকে আসছে যেনো ডক্টর রুমেলা তিথির। মলিন মুখে ডক্টর বললো, সরি প্রচুর ব্লিডিং এর কারণে আপনার সহধর্মী স্মৃতিকে বাঁচাতে পারলাম না।

একটা নার্স ও টি রুম থেকে বের হয়ে সদ্য নবজাতক কন্যা শিশুটিকে কথার হাতে তুলে দিল। এরপর সাদা কাপড়ে জড়ানো স্মৃতির লাশ বের করা হলো। কথা এ দৃশ্য দেখে তার মা মমতার কাছে ফোন করে বললো মা। কেঁদে ওঠে বললো মা, স্মৃতি, স্মৃতি আর বেঁচে নেই মা তোরপর স্মৃতির লাশ জড়িয়ে ধরে কথা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

এ ঘটনার পর তা- প্রায় বিশটি বছর গত হয়ে গেছে। কথা আর বিয়ে করেনি। স্মৃতির ছোট্ট সেই ফুটফুটে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সে দীর্ঘ লম্বা জীবনটা পার করে দেছে।

আজ কথা আর স্মৃতির সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়ে খুকু মণির বিয়ে। খুকু মণি দেখতে হয়েছে অবিকল ওর মায়ের মতো। আজ ভোর হতে গভীর রাত পর্যন্ত সারাটাদিন দূরদূরান্ত থেকে আসা বিভিন্ন আত্মীয় স্বজন। আর পাড়া প্রতিবেশী মানুষের সমাগমে কিছুক্ষণ আগেও সারাটা বাড়ি গিজগিজ করছিল।

রাস্তার মূল গেট থেকে শুরু করে বাড়িতে প্রবেশ করার পথের দুই ধারে, বাড়ির চারিপাশ ঘর, বারান্দা, বাড়ির আঙ্গিনা। সর্বত্রই লাল, সবুজ, হলুদ, আরো নানান রঙবি রঙের লাইটিং এর চোখ ঝলসানো চাকচিক্যময় আলোতে ঝিকমিক করছে এখনো সারাটা বাড়িঘর। এক অন্য রকম আনন্দ মুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে আজ সবাইকে কাঁদিয়ে শশুরবাড়ি চলে গেল খুকু মণি। আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশীরা অনুষ্ঠান শেষ হতেই যে যার বাড়ি চলে গেছে। এখন আর কোন কোলাহল নেই। এখন পুরো কোলাহল হীন নির্জন বাড়ি। কথার মা মমতা বেগমও এখন আর বেঁচে নেই । কথার ছোট ভাই হৃদয়ের বউ নীলা সারা বাড়ি কোথাও তার জামুর কথাকে খুঁজে পাচ্ছে না। ও ভাইজান, ভাইজান কোথায় আপনি? নীলা হৃদয়কে বললো, ওনাহো ভাইজানকে দেখেছ? হৃদয় বললো কই নাতো। নীলা বললো: জানো ভাইজানকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। হৃদয় বললো, একমাত্র মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেখো কোথাও মন খারাপ করে হয়তো বসে আছে। নীলা খুঁজতে খুঁজতে একসময় রুমে এসে দেখলো কথা স্মৃতির ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বললো: ও, আপনি এখানে ভাইজান। আর আমি সারাটা বাড়ি আপনাকে তন্নতন্ন করে খুঁজছি। নীলাকে দেখে আড়াল হয়ে লুকিয়ে কথা চোখের জল মুছলো।

নীলা বুঝতে পারলো তার জামুর খুকুমণির মায়ের কথা মনে করে কাঁদছে। বললো: ভাইজান, মেয়ে বড় হলে তো বিয়ে দিতেই হবে। কথা বললো: জানো ছোট বউ।

আজ খুকুমণির মা স্মৃতি বেঁচে থাকলে কতোই না খুশি হতো। নীলা বললো: সবার ভাগ্যে সব তা- থাকে না।

আপা নেই, এখন আপনাকে শক্ত হতে হবে। আমরা তো আছি। খুকুমণি সে-তো আমারও মেয়ে। আমি এ বাড়ি আসার পর খুকুমণিকে সেই ছোট থেকে নিজের মেয়ের মতো করে মানুষ করেছি। আমি মনে করি আমার ছেলে নয়ন আর খুকুমণি ওরা দু, জনেই আমার সন্তান। আমরা সকলেই খুকুমণির দেখাশোনা করবো। কথা বললো: সেটা আমি জানি ছোট বউ। তুমি কখনো আমার মেয়েটাকে ওর মায়ের অভাব বুঝতে দাওনি। নীলা বললো: ভাইজান আপনার ছোট ভাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে । রাত অনেক হয়েছে। আসুন চারটে খেয়ে ঘুমাবেন। রাত জেগে দুশ্চিন্তা করলে আপনার শরীর খারাপ করবে। কথা বললো: হুম, যাও আসছি ছোট বউ। নীলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কথা স্মৃতির ছবির দিকে তাকিয়ে একসময় সেও রুম থেকে বেরিয়ে খাওয়ার টেবিলের দিকে গেলো...।

Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার



আমাদের সেবাসমূহ:

পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট,
ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট,
লেট-পেমেন্ট, ষ্টুডেন্ট লোন,
মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।

(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite #5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)

www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER



RONJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।

ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666



ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার

NAEEMA BHUIYA, D.D.S
নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস

Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়



87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-0601, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক
তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের
দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft &
Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-414-4760

সাজুফতা সাহিত্য ক্লাবের থ্যাংকস গিভিং ডে উদযাপন

৬২ পৃষ্ঠার পর

সোহেল হামিদ।

সভায় বক্তব্য ও সাহিত্য পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন টিস্তি উপন্যাসক ও বাচিক শিল্পী জিএম ফারুক খান, বাচিক শিল্পী এমএ সাদেক, কবি ও অ্যাক্টিভিস্ট মোহাম্মদ আজিজুর রহমান এবং কবি, ছড়াকার ও রম্যরচয়িতা মো. মোশাররফ হোসেন।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন এইচএম হোসেন, মোহাম্মদ আব্দুর রউফসহ আরও অনেকে।

আলোচনায় বক্তারা কবি ফররুখ আহমদের কাব্যপ্রতিভা, ইসলামী চেতনা ও স্বতন্ত্র সাহিত্যদর্শন এবং কবি আবুল হাসানের আধুনিক কাব্যভাষা, জীবনবোধ ও মানবিক অনুভূতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বাংলা সাহিত্যে এই দুই কবির অনন্য অবদানের কথা তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

জি. এম. ফারুক খান কবি আবুল হাসানের একটি কবিতা এবং ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের 'বাংলাটা ঠিক আসে না' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। এম. এ. সাদেক কবি ফররুখ আহমদের সমাধিস্থল পরিদর্শনের স্মৃতিচারণ করে বলেন, কবি ফররুখ যথাযথ মূল্যায়ন ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। তিনি কবির বিখ্যাত 'পাঞ্জেরী' কবিতাটি আবৃত্তি করেন।

মো. মোশাররফ হোসেন বলেন, কবি ফররুখ আহমদ তাঁর পাশাপাশি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর স্বকীয় বিশ্বাস ও আদর্শে তিনি অবিচল ছিলেন। কোনো পরিস্থিতিতেই তিনি মাথা নত করেননি। এ সময় তিনি তাঁর স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। মোহাম্মদ আজিজুর রহমান বলেন, কবি ফররুখ কারও প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে ইসলামী চিন্তা, চেতনা ও আদর্শ তুলে ধরেছেন। 'লাশ' কবিতাকে তিনি কবির এক অমর সৃষ্টি হিসেবে উল্লেখ করেন।

আবুল বাশার কবি ফররুখ আহমদকে ইসলামী পুনর্জাগরণের কবি হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, কবি আল মাহমুদও কবি ফররুখের সঙ্গে কথোপকথনের প্রসঙ্গে তাঁর জীবনের বাঁক পরিবর্তনে ফররুখ আহমদের অবদানের কথা স্মরণ করেছেন। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক সোহেল হামিদ কবি আবুল হাসানকে ষাট ও সত্তরের দশকের অন্যতম সৃষ্টিশীল কবি হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, আবুল হাসানের কবিতা পাঠকহৃদয়ে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। মাত্র ২৮ বছর বয়সে ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে তাঁর অকালমৃত্যু বাংলা সাহিত্যের এক অপূরণীয় ক্ষতি।

মোহাম্মদ আব্দুর রউফ কবি আবুল হাসানের 'একলা বাতাস' কবিতাটি পাঠ করেন।

স্বরচিত কবিতা ও ছড়া পাঠ এবং কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য।

বাংলাদেশ সোসাইটির থ্যাংকসগিভিং ডে উদযাপন

১ পৃষ্ঠার পর

শনিবার জ্যামাইকার এলমহার্স্ট একাডেমিতে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ সোসাইটির বাংলা স্কুলের তৃতীয় শাখা। এতে অংশ নেয় ৩০ জনের বেশি শিশু। তাদের সঙ্গে ছিলেন অভিভাবক, শিক্ষক ও স্থানীয় কমিউনিটির নেতারা। স্কুলে যে গান ও কবিতা শিখছে, যে অক্ষরগুলো শিখতে শিখছে, সেগুলোই এদিন পরিবারের সামনে তুলে ধরে শিক্ষার্থীরা।

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা বাংলা গান গায় ও কবিতা আবৃত্তি করে। গানের সুর আর আবৃত্তির ছন্দে বাংলা ভাষা চর্চার যে অভিজ্ঞতা হয়, চিত্রাঙ্কনের পর্বে শিশুরা নিজেদের প্রকাশের আরেকটি সুযোগ পায়। সেখানে তাদের আঁকার বিষয় ছিল প্রকৃতি ও থ্যাংকসগিভিং। একই অনুষ্ঠানে তাই শোনা গেল বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত, আবার শিশুদের ছবিতে ধরা পড়ল যুক্তরাষ্ট্রের পরিচিত এই ছুটির দিনের নানা দৃশ্য। বাংলা লেখার পর্বে ফিরে এল ঘরের কথা। পরিবারকে ঘিরে শিশুদের চেনা চারটি শব্দই ছিল অনুশীলনের বিষয়। মুখে 'বাবা' বা 'মা' বলা তাদের প্রতিদিনের অভ্যাস। সেই শব্দের অক্ষরগুলো চিনে কাগজে লেখা বাংলা লেখার আরেক ধাপ। অভিভাবকেরা এদিন কাছ থেকে দেখতে পেলেন, পরিচিত শব্দ দিয়েই কীভাবে শিশুরা বাংলা পড়া ও লেখার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার এবং কমিউনিটি নেতা নওশাদ হায়দার। আয়োজনে সহযোগিতা করে নেভ দ্য পিপল। সংগঠনটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইমাম মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে উদ্‌যাপনে যোগ দেন। বাংলা স্কুলের শিক্ষিকা রোমানা আকরোজ এবং অনুষ্ঠানের ক্যালিস্থেনিকসের মানুদ শিশুদের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা করেন। এলমহার্স্ট একাডেমিকে পরিচালিত বাংলাদেশ সোসাইটির এই শাখায় শিশুরা বাংলা বলা ও লেখার পাশাপাশি কবিতা ও সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ পায়।

হাসিনার ফেরা নিয়ে পর্দার আড়ালে সমঝোতার চেষ্টা!

১ পৃষ্ঠার পর

হ্যান্ডকাফ পড়ানো হবে। তিনি সরাসরি কারাগারে যাবেন। কিন্তু তার বাইরেও বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কূটনৈতিক চ্যানেলে পর্দার আড়ালে নানা আলোচনা হচ্ছে বলে প্রকাশ। প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাবের আলোচনায় দুই দেশের অবস্থান পরিবর্তন হবে কি-না তা দেখার বিষয়। বিএনপি'র একজন সংসদ সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে আজকালকে বলেন, 'ভারতের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাকে অনানুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তরের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে তিনি শুনেছেন। তিনি কোনও পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই বিমানযোগে ঢাকায় পৌঁছলে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেফতার করে কোনও একটি বাড়িকে কারাগার ঘোষণা করে সেখানে রাখবেন। হাসিনা একজন মৃত্যুদণ্ডের আসামি হবার কারণে আপিলের সুযোগদানের বিষয়টি দেখা যচ্ছে।'

তবে ভারতের এই প্রস্তাবের ব্যাপারে বাংলাদেশের অবস্থান কী সেটা ওই এমপি জানাতে অস্বীকার করেন। 'তবে শেখ হাসিনার আইনি প্রক্রিয়ায় জড়িত সরকারের একজন কর্মকর্তা আজকালকে বলেছেন, বিষয়টি একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া তাই রাজনৈতিকভাবে তার নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা পর্দার আড়ালে বাংলাদেশ ও ভারত চালিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের আলোকে আইনি প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া হবে। আইনের সব প্রক্রিয়াই আমরা সরকারের রাজনৈতিক পর্যায়কে জানিয়ে রাখছি। দুই সরকারের অবস্থানই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হচ্ছে'।

ভারতের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র রণধির জয়সোয়াল বারবারই বলে আসছিলেন যে, শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ ইস্যুটি আইনগত বিষয়। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ব্রিফিংকালে তিনি কিছুটা নতুন অবস্থানের কথা জানান। জয়সোয়াল বলেন, 'শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের ইস্যু এবং তিনি যেচ্ছায় নিজ দেশের ট্রাভেল ডকুমেন্ট নিয়ে ফেরা আলাদা বিষয়'। ফলে প্রত্যার্পণের ইস্যু আইনগত বিষয় হওয়ায় এটির সুরাহা আইনি প্রক্রিয়ায় বিবেচ্য। এই প্রক্রিয়ায় অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আছে। কিন্তু ট্রাভেল ডকুমেন্ট শেখ হাসিনা ফিরলে সেটি সম্ভবত রাজনৈতিক সমঝোতার বিষয়। শেখ হাসিনা নিজে নতুন পাসপোর্ট এবং ট্রাভেল ডকুমেন্ট চেয়েছেন। তার নিযুক্ত আইনি ফার্ম মেসার্স চেম্বার এ বিষয়ে দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে চিঠি দিয়েছেন। ভারত সম্ভবত প্রত্যর্পণের বিষয়ে আগ্রহী নয়। ভারত দুই দেশের সমঝোতায় ফেরানোর পক্ষপাতি। এক্ষেত্রে, জটিল বিষয় হলো, শেখ হাসিনা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী হওয়ায় এবং তার আপীল করার ৩০ দিনের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় আইনি সুরক্ষার সুযোগ বের করা কঠিন। শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন ইস্যুতে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিকরাও বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করছেন। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে একজন কূটনীতিক আজকালকে বলেন, 'শেখ হাসিনার ইস্যুতে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এখনও মতপার্থক্য আছে'। এছাড়াও, বাংলাদেশ ও ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিষয় বিবেচনায় নিলে পরিস্থিতি বেশ জটিল। তাই এই জটিল বিষয়ে নিষ্পত্তি করে ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে শেখ হাসিনার ফেরা এই সময়ের মধ্যে খুবই কঠিন। রাজনৈতিক সমঝোতা না হলে কিংবা প্রত্যর্পণের আইনি প্রক্রিয়া সমাপ্ত না করে শেখ হাসিনার সরাসরি বাংলাদেশে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব। শেখ হাসিনা যদিও ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবসে ফেরার ঘোষণা দিয়েছেন সেটা তার রাজনৈতিক কৌশল বলেই অনেকে মনে করেন। এই ঘোষণায় আওয়ামী লীগ ও তার নেতা-কর্মীরা উজ্জীবিত হয়ে রাস্তায় নামছে। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিষেধাজ্ঞা থাকায় দলটির বিরুদ্ধে সরকার অভিযান পরিচালনা করছে। এসব কর্মসূচি অনেক ক্ষেত্রেই ঝটিকা মিছিল কিংবা সমিংসন কর্মসূচি হিসাবে দেখা যচ্ছে। বিশেষ করে অসংখ্য ককটেল নিক্ষেপ এবং গাড়ি ও বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারে। জনগণ আতঙ্কিত হওয়ায় শেখ হাসিনার প্রতি তাদের অনুরাগ সৃষ্টি হতে পারে। তবে শেখ হাসিনার নিজ জেলা গোপালগঞ্জে তার কর্মী বাহিনী বড় ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশ সরকার এই বিষয়ে হার্ডলাইন অ্যাকশনে না গিয়ে রাজনৈতিক সমাধানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। শেখ হাসিনা আগামী ১৬ ডিসেম্বর ফিরুক কিংবা না ফিরুক ডিসেম্বর যে উত্তাপ ছড়াবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করা। কারণ ছাত্রদের নেতৃত্বে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে সরকারের পতন ঘটেছে এবং যে সরকারের প্রধান নির্বাসিতকে ফিরিয়ে আনা কঠিন। অপরদিকে, প্রতিবেশী ভারতের এক ধরনের চাপ সরকারকে উভয় সংকটে ফেলেছে।

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।



যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

USR BROKERAGE CORP.
BROKERAGE আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স করে থাকি

★HOME ★BUSINESS ★AUTO ★WORKERS' COMPENSATION

MULTI-CARRIER ACCESS:
ALLOWS US TO COMPARE PRICES
FROM MULTIPLE CARRIERS.



MD ABDUR ROUF
President
Electrical and Computer Engineer NYIT, NY
Cybersecurity and Cyber Insurance Specialist
Licensed Property and Causality Insurance Broker

+1 (646) 270 4861, +1 (631) 565 4334
usrbrokerage.com | a.rouf@usrbrokerage.com, info@usrbrokerage.com
37- 21 72 Street, Suit # 2, Jackson Heights, New York 11372

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *অম্লিত * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন্স *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *প্যারালিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

জাতীয় ঐক্যের ডাক ও বিবিধ প্রসঙ্গ

১০ পৃষ্ঠার পর

নিজ নিজ স্বার্থ রয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদে চীন ও রাশিয়ার অবস্থান রায় বাস্তবায়নের উদ্যোগকে প্রভাবিত করতে পারে। ফলে গণহত্যার মতো অপরাধের বিচারও বৃহৎ শক্তির কূটনৈতিক হিসাবনিকাশের বাইরে নয়।

তৃতীয়ত আদালত রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে প্রতিকার নির্ধারণ করলেও প্রত্যাবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি হয়নি। নাগরিক অধিকার, নিরাপত্তা, বসতভিটা, চলাচলের স্বাধীনতা এবং সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত না করে প্রত্যাবাসন ঘটালে তা হবে আরেক ধরনের অবিচার। এ কারণে প্রত্যাবাসনের প্রশ্নটি কেবল বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক আদালত এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমন্বিত তদারকি প্রয়োজন।

তিন. ইসরায়েলের ক্ষমতাকেন্দ্রে নেতানিয়াহু-যুগের অবসান কি আসন্ন? নাকি ঘুরেফিরে আবারও নেতানিয়াহু? ২৭ অক্টোবরের নির্বাচনের পর সামনে চলে এসেছে প্রশ্নটি। এই নির্বাচন দেশটির রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক পরিবর্তনের ইঙ্গিত। দীর্ঘদিনের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক জোট সংসদে সরকার গঠনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। অন্যদিকে সাবেক সেনাপ্রধান গাদি আইজেনকটের নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট সরকার গঠনের দায়িত্ব পেলেও এখন পর্যন্ত তিনি প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করতে পারেননি। ফলে ইসরায়েলের রাজনীতি এক জটিল আবর্তের মধ্যে পড়েছে। এমতাবস্থায় কে হচ্ছেন ইসরায়েলের নতুন মেয়াদের প্রধানমন্ত্রী-এই প্রশ্নে আমরা একটা হাইপোথিসিস দাঁড় করাতে পারি মাত্র।

ইসরায়েলের ১২০ সদস্যের পার্লামেন্ট বা নেসেটে নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টির নেতৃত্বাধীন জোট পেয়েছে ৫৩টি আসন। আইজেনকটের নেতৃত্বাধীন চারটি প্রধান বিরোধী দলের আসনসংখ্যা ৪৮। অন্যদিকে দুটি আরব নেতৃত্বাধীন দলের সম্মিলিত আসন ১৯। অর্থাৎ নেতানিয়াহুবিরোধী রাজনৈতিক পক্ষগুলোর মোট আসন ৬৭ হলেও তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ও আদর্শিক ঐক্য নেই।

৮ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগ আইজেনকটকে সরকার গঠনের দায়িত্ব দিয়েছেন। প্রাথমিক সময়সীমা ৬ ডিসেম্বর। প্রয়োজন হলে আরও ১৪ দিন সময় বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু ৬৭ আসনের সমর্থনকে কার্যকর সরকার গঠনের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় রূপান্তর করাই আইজেনকটের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

আইজেনকটের নেতৃত্বাধীন জোটে তাঁর নিজের ইয়াশার পার্টিসহ আর যে দলগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে নেতানিয়াহু বিরোধিতার ঐক্য থাকলেও আরব দলগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা, ধর্মীয় দলগুলোর ভূমিকা এবং সামরিক বাধ্যতামূলক সেবার প্রশ্নে মতপার্থক্য রয়েছে।

ইসরায়েলের রাজনীতিতে এবার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে আরব দলগুলোর ভূমিকা। মানসুর আব্বাসের রা'আম এবং জয়েন্ট লিস্টের সম্মিলিত ১৯টি আসন সরকার গঠনের হিসাবকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। তবে আরব দলগুলোর সমর্থন সংখ্যার হিসাবে সহজ সমাধান মনে হলেও রাজনৈতিকভাবে তা অত্যন্ত জটিল।

ইসরায়েলের সরকার পরিবর্তন হলেই ফিলিস্তিন নীতিতে মৌলিক পরিবর্তন আসবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। আইজেনকটের জোটে ডান, মধ্যপন্থি ও বামঘেঁষা রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব থাকলেও ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। নাফতালি বেনেট ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের বিরোধী। ইয়াইর লাপিদ দীর্ঘ মেয়াদে দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের পক্ষে কথা বলেছেন। আইজেনকট নিজেও নিরাপত্তার প্রশ্নে কঠোর অবস্থানের পরিচয় দিয়েছেন।

গাজা যুদ্ধ-পরবর্তী ব্যবস্থা, পশ্চিমতীরে বসতি সম্প্রসারণ, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের ভূমিকা এবং আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ-এসব প্রশ্নে নতুন সরকার কতটা পরিবর্তন আনতে পারে, তা নির্ভর করবে তার অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও আন্তর্জাতিক চাপের ওপর।

নেতানিয়াহুর বিদায় ঘটলেও নেতানিয়াহুবাদের অবসান ঘটবে-এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর অবকাশ নেই। কারণ তাঁর রাজনৈতিক ধারার গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখনো ইসরায়েলের সমাজ ও রাজনীতিতে প্রভাবশালী। অন্যদিকে আইজেনকটের উত্থানও নতুন কোনো আদর্শিক বিপ্লবের নিশ্চয়তা দেয় না। বরং এটি জন্মতার পুনর্বিন্যাসের একটি সুযোগ।

সুতরাং ইসরায়েল এখন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। এই সন্ধিক্ষণ থেকে দেশটি অধিকতর সমঝোতামুখী রাজনীতির দিকে যাবে, নাকি পুরোনো মেরুকরণ নতুন রূপে ফিরে আসবে, তা নির্ভর করছে সরকার গঠনের চলমান দরকষাকষি এবং পরবর্তী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলোর ওপর।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক

OPEN 24 HOURS
PANSHI NEVER SLEEP
আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি
ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস,
কমদামে উপভোগ করুন।
$6.99 Midnight & Driver Special
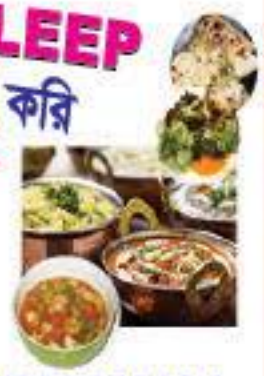
PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL
168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য
আজই যোগাযোগ করুন
আমাদের সার্ভিস
নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত
স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি, ফালচায়াল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়

যোগাযোগ: আমাদের সার্ভিস
+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১
amader.services@gmail.com

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত
অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাকটরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন
স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল
ঃ সেবা সমূহ ঃ

* রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
* DMV Quick রোড টেস্ট
* 5 Hour (Per- License Class) Certificate
* 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
* High Way Lesson
* Available Schedule
* DMV Service
মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।
যোগাযোগ
Swadesh Driving School
37-13 74th ST. FL-2
Jackson Heights NY-11372
Phone: 718 255 1231
Cell: 929 670 2871
E-mail: swadeshdrv@gmail.com

রুম ভাড়া হবে
অ্যাস্টোরিয়ায় দুটি পৃথক অ্যাপার্টমেন্টে দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।
প্রথম অ্যাপার্টমেন্ট: একটি রুম স্বামী-স্ত্রী বা কর্মজীবী মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
Mobile: 347-898-8383
দ্বিতীয় অ্যাপার্টমেন্ট: একটি পৃথক রুম ভাড়া দেওয়া হবে।
Mobile: 347-465-0496
আগ্রহীদের বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

apartment for rent
5109 61 woodside apartment for rent for two peapul
contrak 347 615 3284

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile, h2o, T-Mobile, univision mobile, Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ট্রাম্পের নতুন শুল্কারোপে বিশ্বব্যাপি তোলপাড়

৬২ পৃষ্ঠার পর

ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

ওয়াশিংটন দীর্ঘদিন ধরে চীনকে তার শিল্পগুলিতে ভর্তুকি দেওয়ার এবং ইস্পাত থেকে বৈদ্যুতিক যানবাহন এবং সৌর পণ্য পর্যন্ত সব কিছুর বাজারে প্লাবিত করার জন্য অভিযুক্ত করেছে, যে অভিযোগ বেইজিং আবারও অস্বীকার করেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন বলেন, তথাকথিত 'অতিরিক্ত লক্ষমতা' একটি মিথ্যা বিষয় এবং চীন এটিকে রাজনৈতিক কারচুপির অস্ত্রস্বরূপ হিসেবে ব্যবহার করার বিরোধিতা করে। মেক্সিকো এবং নরওয়েও তদন্তের অংশ ছিল কিন্তু তাদের নতুন দফার শুল্ক থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল কারণ তাদের বাণিজ্য অনুশীলনের তদন্ত এখনও চলছে।

শুল্ক ঘোষণাটি মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রির দ্বারা ১৯৭৪ সালের মার্কিন বাণিজ্য আইনের ৩০১ ধারার অধীনে শুরু করা আট মাসের তদন্তের পরে, যা রাষ্ট্রপতিকে অযৌক্তিক বা বৈষম্যমূলক বাণিজ্য অনুশীলনে জড়িত দেশগুলির বিরুদ্ধে আমদানি কর এবং অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার অনুমতি দেয়।

জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয় আইন কেন্দ্রের আন্তর্জাতিক আইনের অধ্যাপক গ্রেগরি শাফার আল জাজিরাকে বলেন, প্রশাসনের ৩০১ ধারার ব্যবহার নিন্দনীয়। এটি বিশ্বব্যাপী শুল্ক নির্ধারণ এবং রাষ্ট্রপতির ইচ্ছায় যে কোনও সময় এগুলি সংশোধন করার রাষ্ট্রপতির লক্ষ্যকে সমর্থন করার জন্য এই তদন্তগুলি শুরু করেছিল এবং এইভাবে কংগ্রেসে সংবিধানে নির্ধারিত করের ক্ষমতার অধীনে শুল্কের হার নির্ধারণের কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়েছে।'

একটি পৃথক ঘোষণায়, হোয়াইট হাউস ব্রাজিলের বিমান নির্মাতা এমব্রায়ারের তৈরি সমস্ত বিমানের উপর প্রস্তাবিত ১০ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা করেছে, যার জেটগুলি ইউনাইটেড এক্সপ্রেস, ডেল্টা সংযোগ এবং আমেরিকান ঈগল সহ ক্যারিয়ারের অধীনে পরিচালিত মার্কিন আঞ্চলিক বাহক দ্বারা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সমস্ত বিমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্রাজিলের চতুর্থ বৃহত্তম রফতানি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রবীণ আধিকারিকের মতে, ব্রাজিলিয়াকে কথিত অন্যান্য বাণিজ্য অনুশীলন সংশোধন করতে চাপ দেওয়ার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রাজিলের চিনির আমদানিতে শুল্ক বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে যা কোটাকে ছাড়িয়ে গেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো বেশ কয়েকটি সরকার নতুন শুল্ক ঘোষণার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

ইউরোপীয় কমিশনের মুখপাত্র ওলোফ গিল আল জাজিরাকে বলেন, ইইউ উৎপাদন খাতে কাঠামোগত অতিরিক্ত লক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত তার ৩০১ ধারা তদন্ত অনুসারে প্রাথমিক ফলাফলের মার্কিন প্রকাশনাটির নোট নেয়।

আমরা ফলাফলগুলি অধ্যয়ন করব। একই সঙ্গে আমরা এই ভিত্তিকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করি যে ইউরোপ কাঠামোগত অতিরিক্ত ক্ষমতার উৎস। বিপরীতে, ইউরোপ তাদের মধ্যে অন্যতম যারা অতিরিক্ত ক্ষমতার সম্মুখীন হয়, গিল যোগ করেন। নুইস সরকারও প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছে যে তারা তদন্ত থেকে উদ্ভূত অভিযোগগুলি প্রত্যাখ্যান করে।

লেগার্ড ফর এ নিউন ২.৮ শতাংশের সহকারী সিনিয়র ফেলো বাঁচেল জিয়েন্তা এবং আও জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজ ১.৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তিনি বলেন, জি২০ সম্মেলনের ঠিক আগের সময়টি আলোচনার সুযোগ হিসাবে এই বৈঠকগুলিকে স্থাপন করে এবং ২০২৭ সালে মুদ্রাস্ফীতির চাপ এবং ম্যাক্রো অস্থিরতা উভয়ের ঝুঁকি বাড়ায়, যা গ্যাসের দাম কমাতে কিছুটা নুবিধা হ্রাস করে।

পাহাড়ে স্থায়ী শান্তির আসল পথ কী?

৭ পৃষ্ঠার পর

অপার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য অঞ্চল আজ অর্থনৈতিকভাবে চরম পিছিয়ে রয়েছে। স্থানীয় বেকারত্ব ও তরুণদের হতাশার সুযোগ নিয়ে এই সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো তাদের বিপথগামী করছে এবং অপরাধের সাথে যুক্ত করছে।

পাহাড়ে কাগুজে চুক্তি বা সাময়িক কোনো রাজনৈতিক সমঝোতা দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সাংবিধানিক স্পষ্টতা এবং একটি সর্বজনীন অন্তর্ভুক্তিমূলক রূপরেখা। প্রথমত, বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী দেশের প্রতিটি নাগরিক সমান। পাহাড় ও সমতলের মধ্যকার সব ধরনের বৈষম্য দূর করতে হবে এবং দেশের একেকেন্দ্রিক শাসনকাঠামো অক্ষুণ্ন রেখে সকল নাগরিকের-তা তিনি পাহাড়ি হোন বা বাঙালি-জমি কেনাবেচা, স্থায়ী বসবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ভেতরে কোনো সমান্তরাল সশস্ত্র বাহিনী বা চাঁদাবাজ চক্রের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া যায় না। পার্বত্য অঞ্চল থেকে সব ধরনের অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সেনাবাহিনীর সমন্বিত ও জোরালো অভিযান পরিচালনা করতে হবে এবং চাঁদাবাজদের অর্থের উৎস কঠোরহস্তে দমন করতে হবে। তৃতীয়ত, ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের পার্বত্য সীমান্তের দুর্গম এলাকাগুলোতে গোয়েন্দা নজরদারি ও নিরাপত্তা চৌকি বাড়াতে হবে। সীমান্ত সড়ক নির্মাণ দ্রুত সম্পন্ন করার পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে কার্যকর কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়াতে হবে, যাতে কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী সীমান্তের ওপারে নিরাপদ আশ্রয় বা অস্ত্র সহায়তা না পায়।

চতুর্থত, পাহাড়ের অন্যতম অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয় হলো দীর্ঘদিনের ভূমি বিরোধ। প্রথমত ভূমি মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে বাস্তবসম্মত সমন্বয় সাধন করে একটি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ডিজিটাল ভূমি জরিপ পরিচালনা করতে হবে। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনকে এমনভাবে পুনর্গঠন করতে হবে, যাতে সেখানে পাহাড়ি ও বাঙালি-উভয় সম্প্রদায়ের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত থাকে। পঞ্চমত, শান্তি চুক্তির পর পাহাড় থেকে বিভিন্ন সময়ে অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের ফলে সৃষ্ট নিরাপত্তা শূন্যতায় বহু এলাকায় সন্ত্রাসীরা অভয়ারণ্য গড়ে তুলেছে। পাহাড়ের দুর্গম ভূপ্রকৃতি এবং সামগ্রিক নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজন সাপেক্ষে সেনাবাহিনীর নির্দিষ্ট উপস্থিতি ও ক্যাম্পগুলো বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

সেনাবাহিনী কেবল নিরাপত্তাই নিশ্চিত করে না, বরং পাহাড়ের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসাসেবা ও অবকাঠামো উন্নয়নেও অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। ষষ্ঠত, পাহাড়ের তরুণদের হাতে অস্ত্রের বদলে কলম, কারিগরি শিক্ষা ও আধুনিক প্রযুক্তি তুলে দিতে হবে। পার্বত্য জেলাগুলোতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক গড়ে তুলতে হবে। স্থানীয় উৎপাদিত ফলমূল (আম, আনারস, কাজুবাদাম, কফি) প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটন খাতের বিকাশে রাষ্ট্রীয় বড় ধরনের প্রণোদনা দিতে হবে। অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও কর্মসংস্থান তৈরি হলে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই অস্ত্র ও সন্ত্রাসকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবে। পরিশেষে, পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যকার দীর্ঘদিনের মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব ও অবিশ্বাস দূর করতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন বাড়াতে হবে।

পাহাড়ের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি জাতীয় মূলধারার সঙ্গে তাদের একাত্মতা জোরদার করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন, সুশীল সমাজ ও কমিউনিটি নেতাদের সমন্বয়ে নিয়মিত সংলাপের আয়োজন করতে হবে, যাতে কোনো ধরনের স্বার্থান্বেষী মহল কৃত্রিম উপায়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে না পারে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রতীক। এই অঞ্চলের এক ইঞ্চি মাটিও যেন কোনোভাবেই সন্ত্রাসীদের দখলে না থাকে এবং কোনো নাগরিক যেন নিজ দেশে পরবাসী বোধ না করে, তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দায়িত্ব। দলীয় সংকীর্ণতা ও আঞ্চলিক রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি বাস্তবমুখী ও আপসহীন পদক্ষেপই কেবল পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

লেখক : অর্থনীতি বিশ্লেষক, কলামিস্ট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক গবেষক।

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা
রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস
Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal
৭ দিনই খোলা
Hajj & Umrah Specialist
Emirates Biman Bangladesh Airlines EGYPTAIR QATAR ETIHAD KUWAIT AIRWAYS Saudi Arabia
IATA ACCREDITED AGENT
বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা
PLACID EXPRESS small world ria Money Transfer
International/Domestic টিকিট ১০০%
সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।
718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654
দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন
আমাদের সার্ভিস সমূহ
Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple
Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive
37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com
সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

Khairul Bashar
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)
* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & 1-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল
718-775-8509
212-464-8620
khairul@basharlaw.com
72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529
Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

JK Gain Multi
'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'
J. K. GAIN MULTISERVICES
জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্
Notary Public
প্রতি রবিবার একান্টার ফ্রি কর্মশালা
LOW COST GUARANTEE
• TAX SERVICES
• INSURANCE
• Life Insurance MassMutual
• Health • Auto • TLC
• Home • Business
• Immigration Services
• DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
• Private Service Bureau
(DMV Approved)
Authorized e-file Provider

Jaydeb Gain
Tel: 347-536-5107
Office: 917.396.4509
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE
71-16 35th Ave
Jackson Heights
NY 11372.

বাসা-এপার্টমেন্ট-কন্ডো-বেসমেন্ট ভাড়া

House for Rent

3 bedrooms,big living room, 1 bathroom in Ozone Park at 103-17 Plattwood Ave, Ozonepark, NY 11417, Rent $3,100. One bedroom Condo at 11 Metropolitan Ave. Bronx, NY 10462, Rent $2,200 Renovated 3 bedrooms,1 bathroom in Morris Park,at 2000 Bogart Ave.Bronx,NY 10462 Rent $3,300.Two bedrooms in Jamaica Hills, Rent $2,200. Five rooms,2 full bathrooms in Jamaica Hills,rent $4,500.One bedroom in Albertson,at 39 Sunset Rd. NY 11507,Long Island , Exit 38/37 from LIE, Rent $2,500. 2 bedrooms House in Valley Stream,rent $2,700.
We accept CityPHEPS, Section 8 Programs. Please call or email.

347-465-3220
Kamruz Zaman Baccu
Licensed Realtor
kamruzbaccu1@gmail.com
Winzone Realty Inc.

বেসমেন্ট ভাড়া

হিলসাইডে ১৭২ স্ট্রিট ও ৯০ এভিনিউতে প্রাইভেট বাসায় ১ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন ও বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 929-413-6381
(১১/২৭/০২/০৪)

স্টুডিও ভাড়া

জ্যামাইকা ব্রায়ারউড এক ট্রেনের পারসন বুলেভার্ড সংলগ্ন ১৫০ স্ট্রিটে প্রাইভেট হাউজের স্টুডিও এটিক ভাড়া হবে। চাকরীজীবি স্বামী-স্ত্রী অথবা দুই জন ব্যাচেলর অগ্রাধিকার।
ফোন : 347-345-5283
(১১/২৭/০২/০৯)

Semi Basement for Rent

Semi-basement apartment for rent. Available from December 1, 2026 at 9006 210th Pl, Queens Village, NY 11428. Vacant now. Early move-in possible. 2 bedrooms, living room, dining area, kitchen and bathroom. Suitable for a family or 2-3 bachelors. 5-minute walk to the bus, grocery stores, mosque, banks and shopping. Rent: Negotiable
Phone: 929-369-8042
(১১/১৩/০২/১৪)

বেসমেন্ট ভাড়া

183 street and 90th avenue, Hollis, NY 11423 – এ বেসমেন্টে ভাড়া হবে। এফ ট্রেন থেকে ওয়াকিং ডিসটেন্স, সম্পূর্ণ নতুন। ব্যাচেলর বা কাপল।
যোগাযোগ : 929-604-5625.
(১১/২৭/০২/১০)

বাসা ভাড়া

৮৯-২৭ ১৭২ স্ট্রিট হিলসাইডে প্রাইভেট হাউজের সেকেন্ড ফ্লোরে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। ব্যালকানি আছে। এক ব্লকের মধ্যে সাবওয়ে।
ফোন : 718-200-1549
(১১/২৭/০২/১১)

বাসা ভাড়া

জামাইকা ১০৯ এভিনিউ ১৫৩ স্ট্রিট ২ রুম, ১ লিভিং কাম ডাইনিং রুম, কিচেন, ১ ফুল বাথরুমের বাসা ভাড়া যাবে, বাসস্টপ, মসজিদ গ্রোসারী, লং-আইল্যান্ড রেলরোড, ই, জে, জি ট্রেন নিকটে।
ফোন : 917-832-3931
(১১/২৭/০১/১২)

এটিক ভাড়া

জ্যামাইকা ১৪৩ স্ট্রিট হিলসাইড এবং ৮৭ রোডে প্রাইভেট হাউজের এটিক ২ বেডরুম, কিচেন এবং বাথরুম ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 347-741-3872
(১১/২০/০২/০৪)

বাসা ভাড়া

সম্পূর্ণ নতুন রেনোভেটেড বিল্ডিং-এর ২য় তলা : ৩ বেডরুম, কিচেন- লিভিং রুম, ২ টি ফুল বাথরুম। বেসমেন্টে : ৩ বেডরুম, কিচেন, বাথরুম। এ্যাটিক : ২ বেডরুম, কিচেন, বাথরুম। Yates RD Sutfin Blv Jamaica.
ফোন: 646-623-8555
(১১/১৩/০২/০৮)

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া হবে। 183 street and 90th avenue, Hollis, NY 11423. F train থেকে walking distance. সম্পূর্ণ নতুন। Bachelor or Couple.
যোগাযোগ : 929-604-5625
(১১/১৩/০২/১৩)

বাসা ভাড়া

উডসাইডে প্রাইভেট বাসার দ্বিতীয় তলায় তিন বেডরুম, এক ও হাফ বাথরুম, লিভিং, ডিনেসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মুলালি রেশোভেটেড, ডিনেস এপ্লায়েন্স সম্পূর্ণ নতুন।
—: ফোন :—
212-347-2200
কে-ল্যান্ড রিয়েলটি
(১১/২০/০২/১৩)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মিরিক বুলেভার্ড ও লিবার্টি এভিনিউ কর্নারে প্রাইভেট বাসায় এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া। ইয়র্ক কলেজের পিছনে। বাসায় সামনে বাস স্টপ।
ফোন : 347-283-9556, 310-295-8392
(০৫/২৯/০০/১৩)ই

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের কাছে ২৫-৪৬ ১০০ স্ট্রিট, ইস্ট এলমহার্স্ট, ১১৩৬৯, কুইন্স নিউইয়র্ক প্রাইভেট বাসার প্রথম তলায় ২ বেডরুম, ভাড়া ২২০০ ডলার। ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে।
ফোন : 347-657-6706, 917-403-8187
(১১/২০/০২/০৯)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৭৫ স্ট্রিট ও ৮৯ এভিনিউতে এফ ট্রেনের সাবওয়ের কাছে, মসজিদের পাশে এটাচড বাথরুমসহ একটি রুম ব্যাচেলরদের কাছে ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন : 917-365-5805
(১১/২০/০২/১৬)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

উড সাইডে ৫১০৯ ৬১স্ট্রিট নিউ ইয়র্ক, টেইলার এভিনিয়ের উপর প্রাইভেট বাসায় সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। দুই রুম, কিচেন, বাথরুম। স্বামী স্ত্রী, ছোট ফ্যামিলি অথবা দুইজন ব্যাচেলর কাছে ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন : 347-615-3284, 347-833-3771
(১১/১৩/০২/০১)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

হলিস কোর্ট বুলেভার্ড কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ৩ বেডরুম, ১ বাথরুম ও ফুল কিচেনসহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। মাসিক ভাড়া ১৬০০ ডলার।
ফোন : 917-640-7528
(১১/১৩/০২/০৪)

বেসমেন্ট ভাড়া

২০০-০৩ , ১০৯ এভিনিউ, সেন্ট এলবাস , নিউইয়র্ক ১১৪১২ এ, এটিক ১ বেডরুম ও ১টি বড় লিভিংরুম ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। সম্পূর্ণ নতুন। আলাদা এন্ট্রান্স। পার্কিং পাওয়া যায়। অতিনিকটে Q2 বাস, সুপার মার্কেট, স্কুল, ফার্মেসি, রেস্টুরেন্ট ২টা মসজিদ ও সোলার আছে ।
যোগাযোগ : **646-575-7053, 646-318-9864**
(১১/২০/০২/১২)

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের ৭১ স্ট্রিট ও ৩৫ এভিনিউতে ২ বেডরুম, লিভিং, কিচেন, বাথরুমের বাসা আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৯১৭-৬২২-১৫২৪
(১১/২০/০১/১৯)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ব্রঙ্কসের ১, ২ ও ৩ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট সুন্দর বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। পেলহাম যে ৬ ট্রেন ও বাস ও সাবকিছুর নিকটে।
ফোন :
৯১৭-৯৯৫-৭৮৪৬
(১০/১৬/০০/১৬)এআর/সি/

Semibasement Apt. rent

2-Bedroom Semi Basement Apartment for Rent
Location : 89-05 145st, Jamaica, NY 11435
2 Bedroom, 1 Bathroom, Kitchen and living room.
Close To : Less Than 2 Minutes Walking All Transportation E,J,Z,F Train and LIRR + All Buses. Darus Salaam Mosque & All Bangladeshi, Indian Super Market and Restaurant
1 Month Rent and 1 Month security deposit
Call: 718-947-6905, 347-355-4542

ওজোন পার্কে রুম ভাড়া

ওজোন পার্কে বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা এ/সি ট্রেন, কিউ-৭ ও কিউ-৮ বাস, সাবওয়ে মসজিদ, গ্রোসারি, সাবওয়ে সংলগ্ন প্রাইভেট বাড়ির সম্পূর্ণ আলাদা একটি রুম অধুমপায়ী দুইজন ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দওয়া হবে।
ফোন : 718-451-6414

বাসা ভাড়া

১৭৫-০১ ৮৯ এভিনিউ, হিল সাইড এভিনিউ-এ প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্টে দুই বেডরুম, সেপারেট লিভিং ও কিচেন বাথরুমসহ বাসা ডিসেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। প্রতি রুমে জানালা আছে। মসজিদের পাশে।
ফোন : 646-379-8441

Appartment for Rent

Appartments rent from - Dec 1
Jamaica : 168-14 88 Ave - 4BED/2BA
Flushing : 98-42 Corona Ave - 4BED/1BA
Elmont : 45 Warwick Rd - 1BED/1BA
Floral Park : 86-26 259 Street - 1BED/1BA
Call 718-753-1983, Mahid Samad
Licensed R.E. Agent, VORO PURPLE LLC
BROKER LIC# - 10491212427, AGENT LIC# - 10401241418
FLORIDA OFFICE
5550 Glades Rd (Suite #500)Boca Raton, FL 33431
NEW YORK OFFICE
1129 Northern Blvd (#404)Manhasset, NY 11030
Office: 877-943-8676, Direct: 718-753-1983
E-mail: mahid@voro.com





ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE
71-16 35th Ave
Jackson Heights
NY 11372.

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া

৬১ স্ট্রিট উডসাইড ৭ ট্রেনের স্টেশনের সাথেই এভিভেটর বিল্ডিংয়ের আলাদা খোলামেলা একটি বড় রুম একজন কর্মজীবি অধুমপায়ী ব্যাচেলর অদ্র মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। জ্যাকসন হাইটস ৭৪ স্ট্রিটের কাছেই।
ফোন : 347-200-4321
(১১/২৭/০১/০৫)

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ার ব্রডওয়ে ও ৩৩স্ট্রিট-এ 'এন-ডব্লিউ' ট্রেনের কাছে ফার্স্ট ফ্লোরে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 929-401-6342, 929-395-5204
(১১/২০/০২/০৬)

রুম ভাড়া

এলমহার্স্ট-এ 'এম', 'আর' এবং '৭' ট্রেন স্টেশন সংলগ্ন একটি প্রাইভেট বাসায় একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কর্মজীবি দুইজন মানুষের জন্য। রুম অনেক বড়।
ফোন : 347-837-4346
(১১/২০/০১/০৭)

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের নিকটবর্তী ১৭৪ স্ট্রিট ও উডসাইড এভিনিউতে আলাদা বাথরুমসহ একটি রুম স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। সত্বর যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917-362-3872
(১১/২৭/০০/০৭)এএনএস

Basement room for Rent

Basement room is for rent in Astoria, near 30th Ave, Only for bachelor.
Phone : 929-462-4848
(11/20/02/11)

রুম ভাড়া

উডসাইডে ৭ ট্রেনের সাবওয়ের কাছে প্রাইভেট হাউজের ১ বেডরুম, ২ বেডরুম ও তিন বেডরুমের বাসা ফ্যামিলির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 347-283-3985, 347-330-1584
(১১/২০/০১/১৪)

স্টুডিও রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ব্রায়ারউড এক ট্রেনের পারসন বুলেভার্ড সংলগ্ন ১৫০ স্ট্রিটে প্রাইভেট হাউজের স্টুডিও এটিক ভাড়া হবে। চাকরীজীবি স্বামী-স্ত্রী অথবা দুই জন ব্যাচেলর অগ্রাধিকার।
ফোন : 347-345-5283
(১১/১৩/০২/০৭)

Room Rent

One Room near E,F,M,R&7 trains Jackson Heights Station. Looking for One Bachelor Male. No drinking or smoking. Share kitchen & bath-room. Available December 1st. I speak Bangla.
Call : 646-331-3976.
(11/13/02/11)

রুম ভাড়া

হলিসে ১৯৩ স্ট্রিট ও জ্যামাইকা এভিনিউতে কিচেন ও এটাচড বাথরুমসহ একটি রুম ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। বাসায় সামনেই বাস স্টপ, এক ব্লক দূরেই এফ ট্রেন ও LIRR. স্মোকিং ও ড্রিংকিং চলবে না।
ফোন : 347-345-5216
(১১/১৩/০২/১০)

রুম ভাড়া

কুইন্সের উড সাইডে ৬১ স্ট্রিটে, ৭ ট্রেনের হাফ ব্লকের মধ্যে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। রেডি টু মুভ।
ফোন :
মঈন, 917-209-1707
(১০/৩০/০০/০৯) এমআই

রুম ভাড়া

৩৭৪৯ ৮১ স্ট্রিটে এপার্টমেন্টে এটাচড বাথরুমসহ একটি মাস্টার বেডরুম ভাড়া দেওয়া হবে। একজন বা দুই জন মহিলা বা মেয়ে।
ফোন : 929-639-4127
(১১/২০/০১/১৯)

রুমমেট আবশ্যক

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন ৩৫ এভিনিউ ও ৭১ স্ট্রিটের কর্নারে প্রাইভেট বাসায় একটি বড় রুমের জন্য একজন পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
ফোন : 646-733-7279
(১১/২৭/০১/০৬)

রুমমেট আবশ্যক

সানি সাইডে ৪৬ স্ট্রিটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের চার তলায় আগামী ডিসেম্বর থেকে একজন অধুমপায়ী পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। রেডি টু মুভ।
ফোন : 917-500-7936
(১১/২০/০২/০৩)

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের ৭২ স্ট্রিট ও ৩৭ এভিনিউতে একটি এপার্টমেন্টে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। কোন সময় উঠতে পারবে।
ফোন : 929-599-0535
(১১/২০/০২/১০)

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটস এলাকায় নিরি-বিলি পরিবেশে রুমমেট আবশ্যক। একটি সিঙ্গেল রুমও ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 646-515-2094
(১১/২০/০২/১৫)

রুমমেট আবশ্যক

পহেলা ডিসেম্বর থেকে একজন রুমমেট খুঁজছি। লোকেশন ৬৯ স্ট্রিট বিটুইন ৪১ এভিনিউ এবং রুজভেল্ট এভিনিউ। ৬৯ স্ট্রিট ৭ ট্রেইন সাবওয়ে ১ মিনিট দূরত্ব, ৭৪ স্ট্রিট রুজভেল্ট সাবওয়ে ৩-৪ মিনিট ওয়াকিং ডিসটেন্স বাসা থেকে। যারা দিনে কাজ করেন এমন হলে ভালো হয়।
ফোন : 718-790-7536, 347-286-4540 (কল, টেক্সট, হোয়াটসআপ)
(১১/২০/০১/১৮)

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকা পারসন বুলেভার্ডে, ১৬০ হিলসাইডে শেয়ারড রুমে রুমমেটে আবশ্যক। রুম ফুল ফার্নিশড।
ফোন : 718-820-6078, 470-685-1078

House Sale

House / Condo Sale

8 Family at 1550 Parker Street, Bronx, NY 10462, built in 2011, Tax $300 Yearly, Asking $2,100,000. One bedrooms Condo at 11 Metropolitan Oval, Bronx, NY 10462. Three family at 945A Herkimer Street, Brooklyn, NY 11233, Asking $1,599,000. Four Family at 1715 Saint Peters Ave, Bronx, NY 104621 Asking $1,599,000. To buy your dream home. I have 100+ houses or sell your valuable house list with me I have many qualified buy-ers.
আমাদের কাছে ব্রঙ্কস, কুইন্স, ব্রুকলিন ও লং আইল্যান্ডে ১০০+ ব্যাংকের বাড়ি আছে। বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কল করুন। আপনার বাড়ি বিক্রি করতে বা স্বপ্নের বাড়ি ক্রয় করতে অভিজ্ঞ রিয়েলটরের সহায়তা নিন।
347-465-3220
কামরুজ্জামান খাজু, রিয়েলটর,
আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি।

অফিস রুম ভাড়া

জ্যামাইকায় অফিস রুম ভাড়া হবে
153-27 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
প্রাইভেট অফিস রুম। মাসিক ভাড়া: ৯৭৫ ডলার।
সাধারণ সুবিধা অন্তর্ভুক্ত। ইন্টারনেট সুবিধা অন্তর্ভুক্ত।
বাথরুম (শেয়ারড বাথরুম)
যারা ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়ী অফিসের রুমে খুঁজছেন, তাদের জন্য এটি একটি ভালো সুযোগ। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917 264-6008

ইয়েলো ট্যাক্সি ভাড়া

টয়োটা র‍্যাভ-৪ হাইব্রিড ইয়েলো ট্যাক্সির জন্য ফুলটাইম অথবা দুইজন ড্রাইভার আবশ্যক।
—: ফোন :—
929-928-0956

গাড়ি বিক্রি

Acura MDX 2019 টিপটপ কন্ডিশনের গাড়ি বিক্রি হবে। মাইলেজ ২০ হাজার মাইল। দাম ১৫,০০০ ডলার।
—: ফোন :—
631-248-2346

টিএলসি গাড়ি ভাড়া

টয়োটা সিয়েনা হাইব্রিড হুইলচেয়ার গুড কন্ডিশন গাড়ি উবার/লিফটের জন্য ভাড়া দেওয়া হবে। মাইলেজ ৬০,০০০।
ফোন : 917-294-9043

ইয়েলো ট্যাক্সি ভাড়া

টয়োটা র‍্যাভ-৪ হাইব্রিড ইয়েলো ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়া হবে। ফুল টাইম ১ অথবা দুইজন ড্রাইভার, দিন ও রাত। জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড অথবা যে কোন এলাকা।
ফোন : 917-945-9133

দোকান ও বাড়ীর কনস্ট্রাকশন এর কাজ করা হয়
(নতুন ও পুরাতন)

টাইলস, সিলিং, ক্যাশ কাউন্টার, ইলেক্ট্রিক প্লাম্বিং, কেন্ডি রেক, বেসমেন্ট ফিক্সিং এবং দোকান ও বাড়ীর সম্পূর্ণ কনস্ট্রাকশনের কাজ করা হয়।

সাইন বোর্ড, লাইট বক্স, এল ই ডি, চ্যানেল লেটার মেনু বোর্ড, ব্যানার, স্টোর ফ্রন্ট, মিরর গ্লাস, এলোমোনিয়াম ফ্রেমিং এর কাজ করা হয়।

NOVA INTERIOR DECORATION & SIGN
NOVA CONSTRUCTION & RAKA SIGN INC.
7034 Broadway, Jackson Heights, NY 11372, Email: nrnova@yahoo.com
Tel: 646-920-7788

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE
71-16 35th Ave
Jackson Heights
NY 11372.

ফটোফ্রেমিং স্টোরে

ব্রুকলিনে ফটোফ্রেমিং স্টোরে কাজের জন্য একজন ইংরেজি জানা পুরুষ লোক আবশ্যক। কাজ শিখিয়ে নেয়া হবে। বয়স ৪৫ বছরের কম হতে হবে।

–: যোগাযোগ :–

646-287-8203 (10am to 7pm)

ফিলাডেলফিয়া এলাকায় গ্রোসারি ও রেস্টুরেন্টে লোক আবশ্যক

ফিলাডেলফিয়া এলাকায় গ্রোসারি ও রেস্টুরেন্টে লোক আবশ্যক

(১) গ্রোসারীতে ১ জন ম্যানেজার, ১ জন হেল্পার ও ১ জন মিট কাটার দরকার।

(২) রেস্টুরেন্টে ১ জন কারি শেফ, ১ জন তান্দুরি শেফ ও ১ জন কিচেন হেল্পার হেলে দরকার ।

(৩) থাকা খাওয়া ফ্রি, বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

লিভ ভয়েস মেসেজ ও টেক্সট

–: মোবাইল :–

215-237-2600

Sales Man Wanted

Experienced Sales man wanted for a gift shop, Little Italy, Manhattan. Man only (student first priority).

Contact: (11am-8pm)

347-987-8122

347-649-8849

কনস্ট্রাকশন কাজ

আপনি কি নতুন বাড়ি কিনেছেন?

আপনি কি রেনোভেশনের কথা ভাবছেন?

Plumbing, Electrical, Boilar মেরামত, দরজা, জানালা, ফ্লোর, কিচেন, বাথরুম পরিবর্তনসহ সকল প্রকার Interior work, Violation remove, ওয়ান ফ্যামিলি থেকে টু ফ্যামিলি পরিবর্তনের জন্য DOB ফাইল প্রস্তুত করে থাকি।

সাইফুল ইসলাম মিলন :

646-261-3040

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurrance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাকটার

হাইওয়ে **Individual**
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: **646-991-9653**

পাত্র চাই

আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। এখানে যারা একা থাকেন তাদের জন্য। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর।

–: ফোন :–

929-401-7536

পাত্রী চাই

পাত্র সিটিজেন, ব্যাচেলর সম্পন্ন, মার্কেটিং পদে কর্মরত।

পাত্রের বয়স ৩১ বছর, উচ্চতা ৫ফিট ৮ ইঞ্চি, ইউএসএ সিটিজেন, ইউএসএতে বড় হয়েছে। আগ্রাহীরা যোগাযোগ করুন।

–: ফোন :–

917-244-9861

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ডাক্তার পাত্রীর জন্য আমেরিকায় বেড়ে উঠা উচ্চ শিক্ষিত ইস্টাবিলিশড প্রফেশনাল বাংলাদেশি মুসলিম পাত্র চাই। পাত্রের বয়স ৩০ থেকে ৩৫ বছর হতে হবে। অভিভাবকরা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।

ফোন : 347-273-8892

Email : ullwah@alo.com

পাত্র চাই

বাংলাদেশে অবস্থানরত, ঢাকার বাসিন্দা এমবিএ করা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, সুশ্রী, মুসলিম, পাত্রীর জন্য সিটিজেন পাত্র চাই।

01339-700778 (Whatapp)

মুসলিম পাত্র চাই

বাংলাদেশী সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী Floral Park, Long Island এ নিজ বাড়িতে মা-বাবার সাথে বসবাসরত, New York এ কর্মরত। New York থেকে একাউন্টিংয়ে মাস্টার্স গ্রাজুয়েট পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ৩০ বছরের উপরে New York এ বসবাসরত Citizen পাত্র আবশ্যক। শর্ট ডিভোর্স হলেও চলবে।

917-863-3924, 917-373-3825

MKDHAKA06@GMAIL.COM

লোক আবশ্যক

আলাবামা স্টেটে গ্যাস স্টেশনের জন্য একজন দক্ষ ও সৎ পরিশ্রমী ক্যাশিয়ার প্রয়োজন। আকর্ষণীয় বেতন ও সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

: যোগাযোগ :

561-827-3966

ব্যাথার যন্ত্রনায় ভুগছেন ? আর কোন চিন্তা নয়!

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রেই আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফিজিক্যাল থেরাপির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

প্লাস ফিজিক্যাল থেরাপি পিসি

PLUS PHYSICAL THERAPY PC

74-09 37th Ave, #201 Jackson Heights, NY 11372

আমরা অভিজ্ঞ মহিলা থেরাপিস্ট দ্বারা যত্নসহকারে মহিলা এবং পুরুষ রোগীদের ১০০ শতাংশ সেবা দিয়ে থাকি।



যে কোন ধরনের ব্যাথা নিরাময়ের জন্য আমাদের এখানে এসে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময় বোধ করুন।

বিস্তারিত জানতে কল করুন

তাহেরা রহমান : ৬৪৬-৮৭২-৯৭৬৮

প্রতিদিনের যত্নে নিরাপত্তা ও প্রশান্তি

আমাদের লক্ষ্য শুধু সেবা নয়, প্রিয়জনদের জীবনে শান্তি ও আস্থার পরিবেশ তৈরি করা। যত্নের প্রতিটি মুহূর্তে আমরা পাশে আছি।

আমাদের সেবা সুমুহ :

- Home Health Aides
- Personal Care Aides
- Nursing Services
- Physical Therapy
- Occupational Therapy



GOLDEN AGE HOME CARE

একটা কল করুন

(718) 775-7852

goldenagehomecare.com

সাপ্তাহিক আজকাল
PAGE 62 Friday, 27 November 2026, Issue 950, www.ajkalusa.com

নিয়াজ মাহমুদ-এর কলাম হাসিনার প্রত্যাবর্তনের বাজি কতটা বাস্তব?
০৫ পৃষ্ঠায়



মো. সহিদুল ইসলাম সুমন-এর কলাম পাহাড়ে স্থায়ী শান্তির আসল পথ কী?
০৭ পৃষ্ঠায়



এম এম মুসা-এর কলাম আইন বদলাচ্ছে, ভোক্তার সুরক্ষা কতটা বাড়ছে
১২ পৃষ্ঠায়



ট্রাম্পের নতুন শুল্কারোপে বিশ্বব্যাপি তোলপাড়

আজকাল রিপোর্ট



ট্রাম্প প্রশাসন চীন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ ১৪ টি প্রধান বাণিজ্য অংশীদারদের ওপর নতুন শুল্ক ঘোষণা করেছে। শুরু হয়েছে আবার তোলপাড়। তাদের দাবি অতিরিক্ত উৎপাদন ও তাদের অন্যায্য সুবিধা দিয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যাপক বৈশ্বিক শুল্ক সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করার পরে চালু হওয়া ১২ টি দেশ, ২৭ সদস্যের ইইউ এবং স্ব-শাসিত দ্বীপ তাইওয়ানের বাণিজ্য অনুশীলনের এক মাসব্যাপী তদন্তের পরে প্রস্তাবিত শুল্কগুলি আসে। প্রস্তাবিত নতুন শুল্কের সম্মুখীন অন্যান্য মার্কিন বাণিজ্য অংশীদারদের মধ্যে রয়েছে ভারত, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যান্ড, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনাম। এই শুল্ক বৃদ্ধির তিনদিন আগে চীনা প্রেসিডেন্ট শি'র সাথে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চীনে গিয়ে বৈঠক করার সময় তাকে সর্বোচ্চ সম্মান জানানো হয়। এ সময় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনও উপস্থিত ছিলেন ওই বৈঠকে।

গত বুধবার ঘোষিত সর্বোচ্চ শুল্কের হার চীনকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করবে, ২০ শতাংশে। যা ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে চীনের উপর আরোপিত প্রায় ২৫ শতাংশ শুল্কের সাথে যুক্ত করবে। প্রস্তাবিত শুল্ক বোর্ড অফ ট্রেড নামে পরিচিত দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থার মাধ্যমে শুল্ক হ্রাসের জন্য বিবেচনাধীন প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলার চীনা আমদানির এরপর ৫৭ পৃষ্ঠায়

কবি জহিরের নতুন বইয়ের মোড়ক ঢাকায় উন্মোচন

আজকাল ডেস্ক

নিউইয়র্ক প্রবাসী কবি কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতা নিয়ে 'কাছের মানুষ দূরের গল্প' শীর্ষক আলোচনা ও নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ২০ নভেম্বর ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশনা সংস্থা জলধি আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লেখক, গবেষক ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মূখ্য সচিব সিরাজ উদ্দিন সাথী। আলোচনা করেন কবি আতাহার খান, ড. মাহবুব হাসান, মুজতাহিদ ফারুকী, জাকির আবু জাফর, নাহিদা আশরাফী, আবিদ আজম, আশিক মুস্তফা, সফিক ইসলাম, মুজিবর রহমান বকুল, শেখ শোয়াইব, মোক্তার আরেফিন, নাবিল নিশাত প্রমুখ। কবি কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতা থেকে আবৃত্তি করেন আবৃত্তি শিল্পী নাসিম এরপর ১৫ পৃষ্ঠায়



'প্রবাহ'র সভায় কবি ফররুখ আহমদ ও কবি আবুল হাসানকে স্মরণ

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রবাহ সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্রের ২৩তম সাহিত্য সভা। বাংলা সাহিত্যের দুই বিশিষ্ট কবি ফররুখ আহমদ ও আবুল হাসানকে স্মরণ করে আলোচনা, স্বরচিত কবিতা ও ছড়া পাঠ এবং কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে সাহিত্য-সংস্কৃতির এক প্রাণবন্ত আসর।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেএম ফজলুল হক। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কবি আবুল বাশার। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন কবি ও সংগঠক এরপর ৫৫ পৃষ্ঠায়



থ্যাংকস গিভিং ডে উপলক্ষে বিএএসজের খাদ্য সহায়তা

আজকাল রিপোর্ট

নিউজার্সিতে থ্যাংকস গিভিং ডে উপলক্ষে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে গত ২১ নভেম্বর বিশেষ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। নিউজার্সির আটলান্টিক সিটির ২৭০৯, ফেয়ারমাউন্ট এভিনিউতে অবস্থিত বাংলাদেশ এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

হাবিব রহমানের বই 'জাপান ভ্রমণ'র মোড়ক উন্মোচন

আজকাল রিপোর্ট

সাংবাদিক হাবিব রহমানের সপ্তম ভ্রমণ গদ্যের 'জাপান ভ্রমণ' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। ব্রঙ্কসের একটি মেডিটেরিয়ান রেস্টুরেন্টের হলরুমে গত সোমবার (২৩ নভেম্বর) যৌথ ভাবে মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইউনিসেফ-এর সাবেক কর্মকর্তা জালাল আহমেদ এবং বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও টাইম টিভির সিইও আবু তাহেরসহ কমিউনিটির গন্যমান্য ব্যক্তিগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

অনাড়ম্বর এই অনুষ্ঠানে টাইম টিভির সিইও আবু এরপর ১৩ পৃষ্ঠায়

গুলিবিদ্ধ বাংলাদেশি ছাত্র মাহমুদুল ইসলামের অবস্থা সংকটাপন্ন

আজকাল রিপোর্ট



যুক্তরাষ্ট্রের ডেলাওয়্যার অঙ্গরাজ্যের নিউয়ার্ক শহরে ইউনিভার্সিটি অব ডেলাওয়্যারের কাছে হ্যালোইন উৎসবের রাতে বন্দুক হামলায় ছয়জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আহতদের মধ্যে তিনজন কিশোর। তাদের একজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মাহমুদুল ইসলাম। তার অবস্থা এখনো সংকটাপন্ন বলে জানা যায়।

গত ৩১ অক্টোবর শনিবার রাত ১১টার কিছু পরে নিউয়ার্ক শহরের ইস্ট মেইন স্ট্রিট ও চোয়েট স্ট্রিটের সংযোগস্থলে এ বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটে। হ্যালোইন উদ্যাপন উপলক্ষে ওই সময় এলাকাটি তরুণ তরুণীদের ভিড়ে মুখর ছিল।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, এ ঘটনায় ছয়জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ১৫ ও ১৬ বছর বয়সী তিন কিশোর। ১৯ ও ২০ বছর বয়সী দুই যুবক এবং ২১ বছর বয়সী এক নারী রয়েছেন। তাদের কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। আহত বাংলাদেশি এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

সাজুফতা সাহিত্য ক্লাবের থ্যাংকস গিভিং ডে উদযাপন

আজকাল রিপোর্ট

সাজুফতা সাহিত্য ক্লাবের মাসিক সাংস্কৃতিক ও থ্যাংকস গিভিংডে অনুষ্ঠান গত ২০ ডিসেম্বর ব্রঙ্কসের বাংলাবাজারের হাসান চাইনিজ রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। সাজুফতার অগনিত ভক্তের উপস্থিতিতে এতে সভাপতিত্ব করেন সাজুফতার কর্ণধার কবি জুলি রহমান। অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মো. নিয়াকত আলী, ড. রফিকুল ইসলাম, অধ্যাক্ষ এম ডি সানাউল্লাহ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তোফায়েল চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা এমএ রউফ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি আসরে অংশ এরপর ১৫ পৃষ্ঠায়

SSRR Properties

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর

Govt License No: 10401380352

- অকশনের বাড়ি
- ব্যাংকের বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
- We Buy House All Cash
- Around 10 Days Closing
- Residential Investment
- Commercial Investment

646-591-8396



GET IN TOUCH

SSRR PROPERTIES INC
71-18 35th Avenue, Jackson Heights
New York-11372, Tel: 646-591-8396
Email: ssrrproperties@gmail.com
www.ssrrproperties.com

A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP

SNG SHAH NAWAZ GROUP

Shah Nawaz MBA
President & CEO

LIBERTY BROKERAGE

GET YOUR INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE

Our Services

- TLC Insurance
- Private Auto Ins.
- Commercial Auto Ins.
- Home & Business Ins.
- DMV Express Service
- TLC Plate Rent
- TLC Base (Black & Green Cab)
- Defensive Driving Course Certificate



NYC Office:
41-05 69th Street,Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE

- NEW REGISTRATION & PLATE
- REGISTRATION RENEWAL
- DUPLICATE TITLE
- CUSTOM PLATES
- VEHICLE TRANSFER
- SURRENDER PLATES
- TLC NEW APPLICATION
- TLC PLATE RENEWAL






CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com

Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

সাপ্তাহিক
আজকাল
The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 950 | 27 November 2026



সাহিত্য পাতায় সাঈদুর রহমান লিটন-এর কবিতা বাংলার রূপ
>> ১৬ পাতায়

নিউইয়র্কে বাসাভাড়া বাড়ানো যাবে না

আদালতের ঐতিহাসিক রায়

আজকাল রিপোর্ট



নিউইয়র্কারদের জন্য সুখবর এলো। বাড়ির মালিকরা প্রতিবছর শতকরা ২ ভাগ ভাড়া বাড়াতেন। অনেকে তা বাড়াতেন ৫ ভাগেরও বেশি। মেয়র জোহরান মামদানি দায়িত্ব গ্রহনের পরপরই এপার্টমেন্টের ভাড়া বৃদ্ধির ওপর স্থগিতাদেশ দেন। বাড়ির মালিকরা তার এই আদেশেরে বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। কিন্তু মাননীয় আদালত বুধবার ২৫ নভেম্বর এপার্টমেন্টের ভাড়া বৃদ্ধির স্থগিতাদেশ দিল আদালত। বাড়িওয়ালারা আর এপার্টমেন্টের ভাড়া বাড়াতে পারবে না। ভাড়া স্থগিত সংক্রান্ত মামলায় বাড়িওয়ালাদের বিরুদ্ধে জয়ী হলেন মেয়র মামদানি। ম্যানহাটনের এক বিচারক ভাড়া-নিয়ন্ত্রিত অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া স্থগিত করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাড়িওয়ালাদের দায়ের করা মামলাটি খারিজ করে দিয়ে মেয়র জোহরান মামদানিকে জয়ী করেছেন। ভাড়া-নিয়ন্ত্রিত অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া 'স্থির' বা অপরিবর্তিত রাখার প্রতিশ্রুতি মেয়র জোহরান মামদানি তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় দিয়েছিলেন।

নিউ ইয়র্ক সিটির প্রায় ১০ লাখ ভাড়া নিয়ন্ত্রিত অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া অপরিবর্তিত রাখার জন্য মেয়র জোহরান মামদানির নেওয়া উদ্যোগ একটি আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল। বাড়িওয়ালারা জোহরান মামদানির নেওয়া উদ্যোগের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। তবে বিচারক বাড়িওয়ালাদের দাবির বিপরীতে মেয়রের পক্ষ নিয়ে মামলাটি খারিজ করে দেন।

ম্যানহাটনের স্টেট সুপ্রিম কোর্টের বিচারক ব্রেন্ডন টি. ল্যান্ট্রি বুধবার ২০ পৃষ্ঠার এক রায়ে মামলাটি খারিজ করে দেন। রায়ে বলা হয়েছে, মেয়র কোনো স্বাধীন বোর্ডকে অবৈধভাবে প্রভাবিত করে এই ভাড়া স্থগিতের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়ে নিয়েছেন-এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এই রায় মেয়রের জন্য আরও একটি এরপর ২০ পৃষ্ঠায়



শিকাগোতে বেগম খালেদা জিয়া'র নামে রাস্তা উদ্বোধন

আজকাল রিপোর্ট

শিকাগোর ঐতিহাসিক উইলিস টাওয়ারের পাদদেশে তুমুল করতালি ও উৎসবমুখর পরিবেশে 'মাদার অব ডেমোক্রেসি বেগম খালেদা জিয়া ওয়ে' নামে সড়কের উদ্বোধন হলো। ২২ নভেম্বর দুপুরে 'মাদার অব ডেমোক্রেসি বেগম খালেদা জিয়া ওয়ে' নামের সড়কটির নামকরণের শুভ উদ্বোধন করেন শিকাগো সিটির অল্ডারম্যান গিলবার্ট ভিলেগাস। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রেস মিনিস্টার গোলাম মোর্তুজা এবং বিএনপির জাতীয় নির্বাহী এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়



তারেক রহমানের জন্মদিনে বিএনপির আলোচনা সভা

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৬২তম জন্মদিন উপলক্ষে নিউইয়র্কে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার ১৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের সাবেক নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে জ্যাকসন হাইটসের সানাই পার্টি হলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনার পাশাপাশি বাংলাদেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও এরপর ২০ পৃষ্ঠায়



আবারও বিবাহ বিচ্ছেদে সংগীতশিল্পী ন্যান্সি

আজকাল রিপোর্ট

তৃতীয় সংসারেরও ইতি টানলেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী নাজমুন মুনিরা ন্যান্সি। স্বামী গীতিকার মহসীন মেহেদীর সঙ্গে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বুধবার ২৫ নভেম্বর রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন এই গায়িকা। রাত ৯টা ৪০ মিনিটে দেওয়া ওই পোস্টে ন্যান্সি জানান, দীর্ঘ সময় একসঙ্গে এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

রকি'র জাদুতে স্টার ফার্নিচারের ১৫ বছর

আজকাল রিপোর্ট



বর্ণাঢ্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে স্টার ফার্নিচারের ১৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। গত ২০ নভেম্বর লং আইল্যান্ডের ফার্মিংডেলে অবস্থিত অভিজাত ব্যাংকুয়েট দ্যা রয়েল পাম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান। ১৫ বছর আগে ছোট আয়োজনে ব্রংকসে যাত্রা শুরু করেছিল এরপর ৫১ পৃষ্ঠায়

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র উদ্যোগে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্র তথা উত্তর আমেরিকার অন্যতম উৎসবের দিন থ্যাংকসগিভিং ডে। প্রতিবছরের নভেম্বর মাসের শেষ বৃহস্পতিবার ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় দিনটি উদযাপন করা হয়। এদিনের বিশেষ আকর্ষণ টার্কি পার্টি অর্থাৎ নানা আয়োজনে টার্কি ভোজ। দিনটি উপলক্ষে বিগত বছরগুলোর মতো এবছরও মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে নিউইয়র্কের স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠন এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে ইমিগ্রেশন পুলিশের হাতে আটক সিলেটের নজরুল

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের জন এফ কেনেডি (জেএফকে) বিমানবন্দর থেকে ইমিগ্রেশন পুলিশের (আইস পুলিশ) হাতে আটক হলেন সিলেটের নজরুল ইসলাম। এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

HEALTH INSURANCE
> Healthfirst
> Wellcare
> Metroplus
> Emblem Health
> Blue Cross
> Fidelis Care
> Humana
> United Healthcare
আপনার বয়স কি ৬৫ বছর হয়েছে?
যদি ৬৫ বছর হয়ে থাকে তাহলে মেডিকেয়ার/মেডিকেইড সহ অন্যান্য বেনিফিট এর জন্য যোগাযোগ করুন।
Mohammed Rahman
Medicare Consultant
347-942-3970, 212-518-6226
ইমেইল: mohammed.healthcare22@gmail.com
37-14 73RD Street, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
169-12 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

Md. Kamroul Hasan
President & CEO
TLC সহ সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স দক্ষতার সাথে করে থাকি
HASAN BROKERAGE INC.
AUTO - HOME-PERSONAL-BUSINESS & COMMERCIAL
2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx, NY 10462
Tel: 718-612-8825, 914-294-1845
Email: hasanbrokerage@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

ট্রপিক্যাল হালাল লাইভ পোল্ট্রি
TROPICAL HALAL LIVE POULTRY
IN FRONT OF TLC INSPECTION OFFICE
১০টি চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি
অথবা
৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি
পার্শ্ববর্তী স্টেটের ক্রেতাদের জন্য ফ্রোজেন কার সরবরাহের ব্যবস্থা
WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK 8:00 AM TO 8:00 PM
BETWEEN 49 & 50 ST. ON 25TH AVENUE (এষ্টোরিয়ার শেষ প্রান্তে এবং উডসাইডের শুরুতে)
FREE DELIVERY
WE ACCEPT
গাড়িতে জ্যাকসন হাইটস থেকে মাত্র ৫ মিনিটের দূরত্ব
ফোনে অর্ডার নেয়া হয়।
49-10 25 Ave. Woodside, NY 11377 Tel: (718) 626-6196, (347) 683-6382

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP
ALL CHOICE ENERGY
WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
BALAKA 3STAR STAFFING
MERCHANT SERVICES
NEW YORK STATE ENERGY BROKER
Fahad R Solaiman
President / CEO
Office : 718 205 5195 Cell: 347 393 8504
Email: fahad@faumainc.com, fauma@faumainc.com
37-18 73RD ST. Suite 502, Jackson Heights, NY 11372

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
AUTHORIZED IRS PROVIDER
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
PH: 718-205-6040, 718-205-6010
37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

GOLDEN AGE HOME CARE
PCA SERVICE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com

www.ajkalusa.com